Contents

চতুর্দশ বর্ষ

৮ম সংখ্যা

তর্জুমানুল-হাদীছ

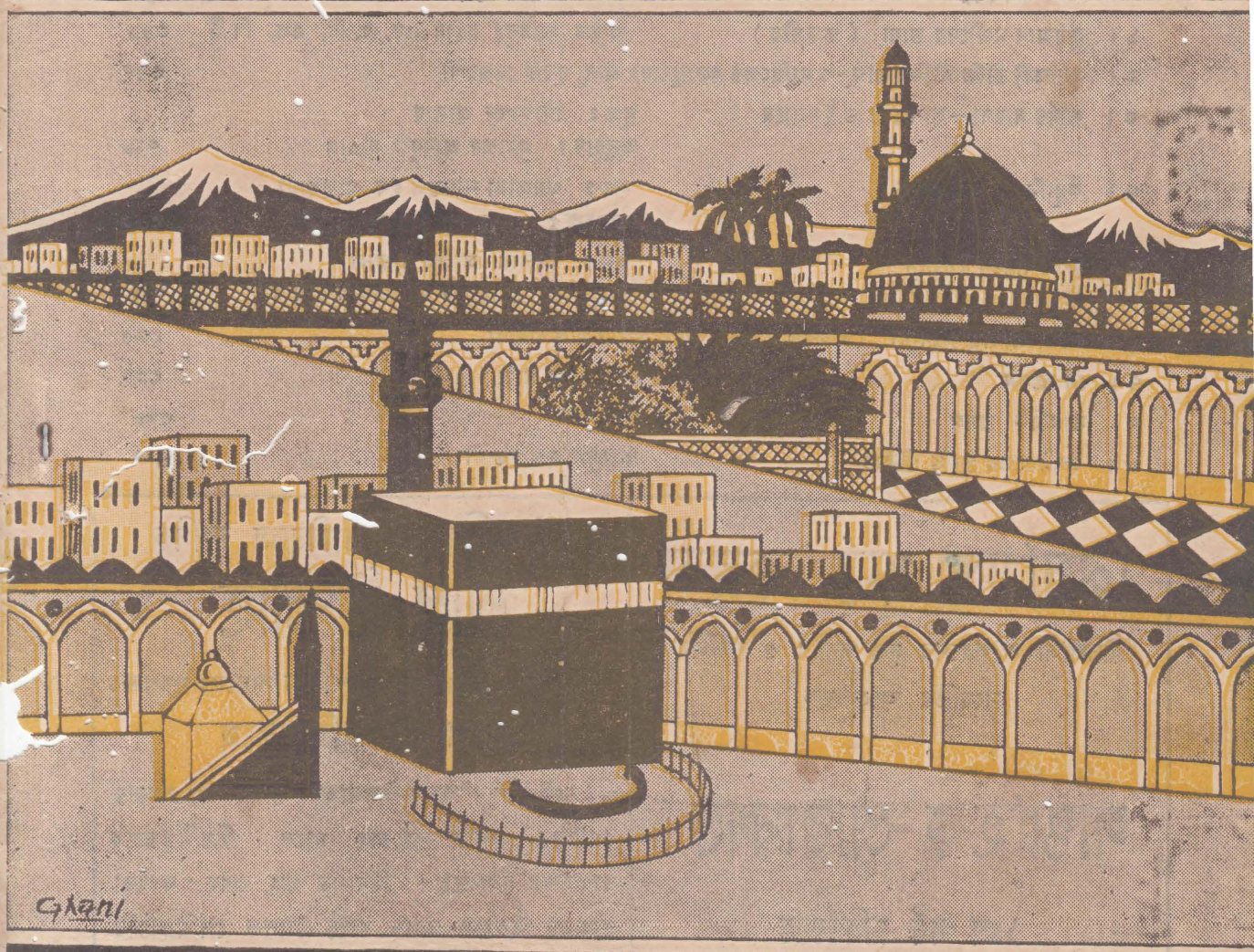

সম্পাদক

মোহাম্মদ মণ্ডলা বখ্‌শ নদভী

এই সংখ্যার মূল্য ৫০ পয়সা

বার্ষিক মূল্য সডাক ৬'৫০

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তর্জুমানুল-হাদীস

(মাসিক)

চতুর্দশ বর্ষ—অষ্টম সংখ্যা

ফাল্গুন—১৩৭৪ বাং ফেব্রুয়ারী-মার্চ—১৯৬৮ ইং

যিলকদ-যিলহজ্জ—১৩৮৭ হিঃ

বিষয়-সূচী

	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১।	কুরআন মজীদের ভাষ্য (তফসীর)	শাইখ আবদুর রহীম এম, এ, বি, এল, বি-টি	৩৬১
২।	মুহাম্মদী রীতি-নীতি (আশ্-শামায়িলের বঙ্গানুবাদ)	আবূ য়ুসুফ দেওবন্দী	৩৭৩
৩।	ধর্মের ধারণা—পাশ্চত্যে ও ইসলামে	মূল : মোহাম্মদ আসাদ অনুবাদ : মুহাম্মদ আবদুল মান্নান	৩৭৮
৪।	কম্যুনিজম ও ইসলাম	মূল : মওলানা শামসুল হক আফগানী অনুবাদ : মোহাম্মদ আবদুছ্ ছামাদ	৩৮৯
৫।	ফিলিপাইনে ইসলাম	মূল : সিঞ্জার আদিব মাজাল অনুবাদ : মোহাম্মদ সালেহউদ্দিন খান	৩৯২
৬।	এলো আবার কুরবানী (কবিতা)	মুর্শেদ মুর্শিদাবাদী	৩৯৬
৭।	মোসলেম ,,	মোঃ খোশ লাল	৩৯৭
৭।	সাময়িক প্রসঙ্গ	সম্পাদক	৩৯৮
৮।	জমঈয়তের প্রাপ্তি স্বীকার	আবদুল হক হক্কানী	৪০১

নিয়মিত পাঠ করুন

ইসলামী জাগরণের দৃপ্ত নকীব ও মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক

সাপ্তাহিক আরাফাত

১১শ বর্ষ চলিতেছে

সম্পাদক : মোহাম্মদ আবদুর রহমান

বার্ষিক চাঁদা : ৬·৫০ ষান্মাষিক : ৩·৫০

বছরের যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়।

ম্যানেজার : সাপ্তাহিক আরাফাত, ৮৬ নং কাযী আলাউদ্দীন রোড, ঢাকা—২

পূর্ব পাকিস্তানের প্রাচীনতম মাসিক

আল ইসলাহ

সিলহেট কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদের মুখপত্র

৩৬শ বর্ষ চলিতেছে

এই বর্ষে "আল ইসলাহ" সুন্দর অঙ্গ সজ্জায় শোভিত হইয়া প্রত্যেক মাসে নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছে। নিয়মিত গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা ছাড়াও ইহাতে আছে শ্রেষ্ঠ লেখক লেখিকাদের মননশীল রচনা সমূহ।

বার্ষিক চাঁদা সাধারণ ডাকে ৬৲ টাকা, ষান্মাসিক ৩৲ টাকা, রেজিষ্টারী ডাকে ৮৲ টাকা, ষান্মাসিক ৪৲ টাকা।

ম্যানেজার—আল ইসলাহ

জিন্নাহ হল, দঃগা মহল্লাহ, সিলহেট

www.ahlehadeethbd.org

তর্জুমানুল-হাদীস

(মাসিক)

কুরআন ও সুন্নাহর সনাতন ও শাশ্বত মতবাদ, জীবন-দর্শন ও কার্যক্রমের অকুণ্ঠ প্রচারক

(আহ্‌লেহাদীস আন্দোলনের মুখপত্র)

প্রকাশ স্থল : ৮৬ নং কাযী আলাউদ্দীন রোড, ঢাকা—২

চতুর্দশ বর্ষ	মাঘ, ১৩৭৪ বংগাব্দ ; যিলক্বদ, ১৩৮৭ হিঃ ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৮ খৃষ্টাব্দ ;	অষ্টম সংখ্যা

শাইখ আবদুর রহীম এম-এ, বি-এল বি-টি, ফারিগ-দেওবন্দ

سورة الكوثر—সূরাতুল্-কাওসার

এই সূরার প্রথমে 'আল্-কাওসার' শব্দটি থাকার কারণে ইহার এই নাম হইয়াছে।

এই সূরাহ্ নাযিল হওয়া সম্পর্কিত বিবরণ ও সময়কাল :—সাহীহ বুখারী প্রমুখ বিভিন্ন হাদীস গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম এর প্রতি সূরাহ্ ইক্‌রা' বিস্‌মি নাযিল হওয়ার পরে প্রায় আড়াই বৎসর পর্যন্ত আর কোন অহঈ নাযিল হয় নাই। আড়াই বৎসর পরে আবার অহঈ আসিতে আরম্ভ হয়। তারপর ইমাম সুয়ূতী তাঁহার আল্-ইৎক্বান গ্রন্থে কুর্‌আন মজীদের সূরাসমূহ নাযিল হওয়ার ধারাবাহিক ক্রমের বিবরণ দিতে গিয়া যে দুইটি তালিকার উল্লেখ করেন তাহাতে দেখা যায় যে, এই সূরাহ্ 'আল্-কাওসার' নাযিল

www.ahlehadeethbd.org

Contents

হওয়ার পূর্বে সূরাহ্ ইক্রা বিস্মি সহ মাত্র বারো তেরোটি ছোট ছোট সূরাহ্ নাযিল হয়। ঐ সূরাগুলির ধারাবাহিক ক্রম এই—ইক্রা বিসমি, নূন (একটি তালিকায় ইহার উল্লেখ আছে কিন্তু অপরটিতে নাই), মুয্যাম্মিল, মুদ্দাস্সির, তাব্বাৎ য়াদা, তাক্বীর (تكوير) আ'লা, গাশিয়াহ্, ফাজ্র, যুহা, ইন্শিরাহ, 'আস্র ও 'আদিয়াৎ। কুরআন মজীদে মোট ছয় হাযারের অধিক আয়াৎ রহিয়াছে। আর এই সূরাহ্ নাযিল হওয়ার পূর্বে সূরাহ্ নূন ধরিলে মাত্র ২৮৯ আয়াৎ আর নূন বাদ দিলে মাত্র ২৩৭ আয়াৎ নাযিল হইয়াছিল। ইহা হইতে স্পষ্ট দেখা যায় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম নিজ আত্মীয়দের মধ্যে ইসলাম প্রচার আরম্ভ করিবার সময়েই এই সূরাহ্ নাযিল হয়। আবার এই সূরাহ নাযিল হওয়ার উপলক্ষ্য ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার বিবরণ দিতে গিয়া অধিকাংশ তাফসীরকার বলেন যে, সাহাবী আবদুল্লাহ ইব্ন 'আম্র এর পিতামহ এবং সাহাবী আম্র এর পিতা 'আস্ ইব্ন ওয়ায়িল মাক্কার মাস্জিদে মুশরিক কুরাইশদের নেতাদের সহিত আলাপ করিবার সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম কে 'আব্তার' বা আঁটকুড়ে বলিয়া উল্লেখ করে। বস্তুতঃ, সে সময়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম এর কোন পুত্র সন্তানই জীবিত ছিল না। 'আস ইব্ন ওয়ায়িল এর নিভৃতের এই উক্তির জওয়াবে আল্লাহ্ তা'আলা এই সূরাহ নাযিল করেন।

খাদীজার গর্ভজাত পুত্র সন্তান আবদুল্লাহ নুবুওতের এক বৎসর পরে ইন্তিকাল করেন। উহার পরে দেড় বৎসর ধরিয়া ইসলাম প্রচারের কোন কথাই উঠে না। উল্লিখিত আলোচনা হইতে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, এই সূরাটি নুবুওতের তৃতীয় বৎসরের শেষভাগে অথবা চতুর্থ বৎসরের প্রথম ভাগে নাযিল হয়।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অসীম দয়াবান অত্যন্ত দাতা আল্লার নামে।

১। إِنَّا أَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ ۝

১। [হে রাসূল,] আমি তোমাকে নিশ্চয় 'আল্-কাওসার দান করিলাম। ১

১। الكوثر—আল্‌কাওসার। কাসীর ও কাওসার (كوثر ও كثير) উভয় শব্দই কাফ্-সা'-রা' (ك - ث - ر) মূল হইতে গঠিত। প্রথমটি হইতেছে صفة مشبهة এবং দ্বিতীয়টি اسم المبالغة এবং উহাদের অর্থ যথাক্রমে 'অধিক' ও 'অত্যধিক'। কাজেই ইহা বিশেষণ। কিন্তু ইহা কিসের বিশেষণ ও গুণ তাহার কোন উল্লেখ এখানে নাই। তাফ্সীর কাশ্শাফ প্রণেতা ইমাম যামাখ্শারী প্রমুখ কতিপয় তাফসীরকার এই প্রসঙ্গে এক জন আরবের যে উক্তি উল্লেখ করেন তাহাতে 'কাওসার' শব্দটির 'অত্যধিক' অর্থে ব্যবহারের উল্লেখ পাওয়া যায় এবং অনুষঙ্গের প্রতি লক্ষ্য করিয়া সেখানে 'মাল' বা 'টাকাকড়ি' বিশেষ্য পদ উহ্য ধরা হয়। এখন প্রশ্ন উঠে 'কাওসার' শব্দটিকে যদি এখানে বিশেষ্য ধরা না হয় এবং উহাকে যদি বিশেষণ ধরিয়া উহার অর্থ 'অত্যধিক' করা হয় তাহা হইলে এখানে অনুষঙ্গের প্রতি লক্ষ্য করিয়া কোন্ বিশেষ্য পদ উহ্য ধরিতে হইবে? ইহার উত্তর পাওয়া যায় আব্দুল্লাহ্ ইব্ন 'আব্বাস রাঃ'র

www.ahlehadeethbd.org

Contents

উক্তির মধ্যে। তিনি এখানে 'খায়র' (خير) শব্দটিকে উহ্য ধরিয়া বলেন যে, 'কাওসার শব্দের ভাষাগত অর্থ হইতেছে 'আল্-খায়রুল্-কাসীর (الخير الكثير) বা প্রভূত কল্যাণ (বুখারী, ৭৪২ ও ৯৭৪ পৃঃ)। ইহার পরে আবার প্রশ্ন থাকিয়া যায় যে, ঐ 'প্রভূত কল্যাণ' বলিয়া কোন্ বস্তুকে বা কোন্ কোন্ বস্তুকে বুঝানো হইয়াছে? রাসূলুল্লাহ্ সঃ স্বয়ং ইহার একটি তাৎপর্য বর্ণনা করেন। তাহা ছাড়া তাফসীরকারগণ আরো বহু তাৎপর্য উল্লেখ করেন।

'আল্-বাহ্রুল্ মুহীত' তাফসীর গ্রন্থে ইহার ছাব্বিশটি তাৎপর্য এবং তাফসীর কাবীর গ্রন্থে ইহার পনেরোটি তাৎপর্য বর্ণনা করা হইয়াছে।

এখানে প্রয়োজনবোধে তাফসীরের মূলনীতি সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা হইতেছে। কুর্আন মজীদের তাফসীর ও ব্যাখ্যা ব্যাপারে সুন্নী তাফসীরকারদের সর্বাদীসম্মত একটি মূলনীতি এই যে, কুর্আন মজীদের কোন শব্দ বা কোন আয়াৎ সম্পর্কে কোনো ব্যাখ্যা স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সঃ দিয়া গিয়াছেন বলিয়া যদি কোন সহীহ হাদীসে পাওয়া যায় তাহা হইলে উহাই মূল, মুখ্য ও চরম ব্যাখ্যা রূপে গ্রহণ করিতে হইবে। রাসূলুল্লাহ সঃ-র ঐ ব্যাখ্যার সামনে ভাষা ও সাহিত্যগত কোন অর্থ অথবা কোন সাহাবী, তাবি'ঈ, ইমাম বা আলিমের ঐ সম্পর্কে অনুষঙ্গঘটিত কোন ব্যাখ্যা বা উক্তি মোটেই টিকিতে পারে না। তবে, তাঁহাদের ঐ ব্যাখ্যা ও উক্তি-গুলি যদি তাফসীর বির্-রায় (মনগড়া তাফসীর) না হইয়া শারী'আৎ-সম্মত হয় এবং ঐগুলিকে যদি রাসূলুল্লাহ সঃ-র প্রদত্ত ব্যাখ্যার আওতাভুক্ত করা সম্ভবপর হয় তাহা হইলে ঐ উক্তি ও ব্যাখ্যাগুলিকে গৌণ ও পরোক্ষ তাৎপর্যরূপে **গ্রহণ করা যাইতে পারে। 'ঐগুলিকে সঠিক তাৎপর্য হিসাবে গ্রহণ করিতে হইবে, এমন কথা বলা চলিবে না।**

পক্ষান্তরে, মু'তাযিলী সম্প্রদায় বিবেককে কুর্আন ও হাদীসের উর্ধে স্থান দেন বলিয়া তাঁহারা হাদীসী ব্যাখ্যাকে বিবেকসম্মত ব্যাখ্যার নিম্নে স্থান দেন। এই কারণে মু'তাযিলী সম্প্রদায়ের স্বনামধন্য ইমাম, 'দিরায়াতী' (মূলতঃ ভাষা ও সাহিত্য নির্ভর) ব্যাখ্যার আদিগুরু তাঁহার কাশ্শাফ নামক কুর্আনের ভাষ্যগ্রন্থে শব্দের আভিধানিক ও সাহিত্যগত অর্থকে প্রাধান্য দিয়া উহাকেই মূল ও চরম স্থান দান করেন এবং রাসূলুল্লাহ সঃ যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন বলিয়া সাহীহ হাদীসে উল্লেখ পাওয়া যায় তাহাকে দ্বিতীয় স্থান দান করিয়া উহাকে আভিধানিক অর্থের একটি বিশেষ তাৎপর্য হিসাবে গৌণ ও পরোক্ষ অর্থ বলিয়া গ্রহণ করেন। অনন্তর, সুন্নী 'দিরায়াতী' তাফসীরকারগণ কাশ্শাফ-প্রণেতা ইমাম যামাখ্শারীর মু'তাযিলী প্রভাব হইতে নিজেদেরে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করিতে না পারিয়া তাঁহাদের তাফসীর গ্রন্থসমূহে কোন কোন ক্ষেত্রে নিজেদের অজ্ঞাতে ভাষাগত অর্থকে মূল ও মুখ্য এবং হাদীসী ব্যাখ্যাকে গৌণ ও পরোক্ষ অর্থ হিসাবে উল্লেখ করিয়া বসেন। ইমাম বায়যাবীর যে তাফসীর গ্রন্থটি গ্রন্থকারের যামানা হইতে আজ পর্যন্ত সর্বশ্রেষ্ঠ সুন্নী দিরায়াতী তাফসীর গ্রন্থ হিসাবে সারা মুসলিম জাহানে পাঠ্য পুস্তকরূপে প্রচলিত রহিয়াছে সেই তাফসীর গ্রন্থটির মধ্যেও এই প্রকার পদস্খলনের বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। যাহা হউক, প্রকৃত ব্যাপার এই যে, 'দিরায়াতী' ও 'রিওয়ায়াতী' উভয় শ্রেণীরই সুন্নী তাফসীর-কারদের নিকট এবং মুহাদ্দিসূন ও আহ্লুল-হাদীসদের নিকট রিওয়ায়াতী অর্থাৎ হাদীসী ব্যাখ্যাই সর্বোচ্চ আসনের অধিকারী। এই কারণে তাফসীর বায়যাবী পাঠের সঙ্গে সঙ্গে তাফসীর ইব্ন কাসীর পাঠ করা অপরিহার্য। বস্তুতঃ, এই দুইটির একটি অপরটির পরিপূরক।

উল্লিখিত বিষয়ের আলোচনা করিতে গিয়া ইমাম সুয়ূতী বলেন: আলিমগণের মত এই যে, কোন ব্যক্তি কুর্আন মজীদের তফসীর করিতে প্রবৃত্ত হইলে তাহাকে সর্বপ্রথমে তাহার উদ্দিষ্ট ব্যাখ্যাটি কুরআন মজীদের মধ্যেই সন্ধান করিতে হইবে। অর্থাৎ এক আয়াতের ব্যাখ্যা অপর আয়াতে খুঁজিয়া দেখিতে হইবে। যদি

www.ahlehadeethbd.org

এইরূপ কোন ব্যাখ্যা হস্তগত হয় তাহা হইলে উহাই প্রকৃত তাফসীর হিসাবে গ্রহণ করিতে হইবে। এইরূপ কোন ব্যাখ্যা পাওয়া না গেলে দ্বিতীয় পর্যায়ে তাফসীর-কারকে ঐ অভিলষিত ব্যাখ্যাটি হাদীসের মধ্যে সন্ধান করিতে হইবে। কারণ হাদীসই হইতেছে কুরআন মজীদের ব্যাখ্যা ও ভাষ্য। অনন্তর, ইপ্সিত তাফসীর যদি হাদীস সমূহের মধ্যেও না পাওয়া যায় তাহা হইলে তৃতীয় পর্যায়ে তাফসীরকারকে সাহাবীদের উক্তি সমূহের আশ্রয় লইতে হইবে। কেননা, অহ্‌ঈ নাযিল হওয়ার সময়কার পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও পরিস্থিতি সম্পর্কে তাঁহারাই সমধিক ওয়াকিফহাল এবং সকল যুগের মুসলিমদের মতে তাঁহারাই সর্বাধিক জ্ঞান-বুদ্ধি, ইল্‌ম ও নেক আমলের অধিকারী ছিলেন। এ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণের জন্য ইমাম সুয়ূতীর ইৎকান গ্রন্থের ৭৮তম প্রকরণ 'তাফসীর-কারের শর্ত ও আদাব' অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

পূর্বে বলা হইয়াছে যে, "প্রভুত কল্যাণ" হইতেছে 'আল্‌-কাওসার' শব্দের **ভাষাগত তাৎপর্য**। উহা 'আল্‌-কাওসার' শব্দের **অর্থ নহে** কেননা উহার অর্থ হইতেছে প্রভুত। এখন দেখিতে হইবে উহার শরী'আৎ গত কোন তাৎপর্য পাওয়া যায় কি-না। যদি সাহীহ হাদীসে এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম এর কোন উক্তি পাওয়া যায় তবে উহাকেই প্রকৃত তাৎপর্য হিসাবে গণ্য করিতে হইবে।

এ সম্পর্কে অনুসন্ধান করিতে গিয়া দেখা যায় যে, সাহীহ বুখারী হাদীস গ্রন্থের একটি হাদীসে **জান্নাতের একটি নদীকে** 'আল্‌-কাওসার' নামে অভিহিত করা হইয়াছে। হাদীসটি এইরূপ : আনাস রাঃ বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম মি'রাজ পরিভ্রমণকালে আসমানে একটি বিশেষ ধরণের নদী দেখিতে পাইয়া জিবরীলকে ঐ নদী সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে জিবরীল বলেন, "ইহা ঐ 'আল্‌-কাওসার' যাহা তোমার রব্ব তোমাকে দিয়াছেন (বা যাহা তোমার রব্ব তোমার জন্য গোপন করিয়া রাখিয়াছেন) (বুখারী, ১১২০ পৃঃ)। তারপর তাফসীর খাযিনে সাহীহ মুসলিম হাদীস গ্রন্থের বরাত দিয়া এবং ইমাম বাগাবীর তাফসীরে তাঁহার নিজ সনদযোগে এ সম্পর্কে একটি হাদীস উধৃত করা হইয়াছে। হাদীসটি এইরূপ : আনাস রাঃ বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম একদা আমাদের মধ্যে অবস্থান করার সময় হঠাৎ সামান্য ক্ষণ তন্দ্রাচ্ছন্ন হন। তারপর তিনি মৃদু হাস্যসহকারে মাথা উঁচু করিলে আমরা বলি, "আল্লার রাসূল, আপনি হাসিতেছেন কেন?" তিনি বলেন, "এখনই আমার প্রতি একটি সূরাহ্ নাযিল হইল।" অতঃপর তিনি বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম পড়িয়া 'ইন্না আ'তায়নাকা' হইতে 'হুঅল্‌-আব্‌তার' পর্যন্ত পাঠ করেন। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম আমা-দিগকে বলেন, "তোমরা কি জান আল্‌-কাওসার কী?" আমরা বলি, "আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল সমধিক অবগত আছেন।" তিনি বলেন, "উহা এমন একটি নদী যাহা আমার রব্ব আমাকে দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিলে; উহার মধ্যে বহুৎ মঙ্গল রহিয়াছে।" তাহা ছাড়া ইমাম সুয়ূতী তাঁহার 'ইৎকান' গ্রন্থের শেষের দিকে 'আল্‌-কাওসার' এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, ইমাম আহমাদ (তাঁহার মুসনাদ গ্রন্থে) ও ইমাম মুসলিম (তাঁহার সাহীহ হাদীস গ্রন্থে) আনাস রাঃ হইতে রিওয়ায়াৎ করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম বলেন, 'আল্‌-কাওসার' জান্নাতের এমন একটি নহর (নদী) যাহা আমার রব্ব আমাকে দিয়াছেন।"

বলা বাহুল্য, এই আল্‌-কাওসারই হাদীসে 'হাওয্‌' নামেও অভিহিত হইয়াছে।

হাদীসে এই আল্‌-কাওসারকে **নদী এবং হাওয** উভয়ই বলা হইয়াছে। কিন্তু নদী ও হাওয দুইটি স্বতন্ত্র বস্তু—নদীকে যেমন হাওয বলা যায় না সেইরূপ হাওযকেও নদী বলা যায় না; কারণ 'হাওয' এর পানী সীমাবদ্ধ ও স্থির, আর নদীর পানি হইতেছে প্রবহমান ও গতিশীল। আবার কোন কোন হাদীসে ইহার অবস্থান বলা হইয়াছে **'হাশ্‌র' এর ময়দানে** এবং কোন কোন হাদীসে বলা বলা হইয়াছে **জান্নাতে**। মুহাদ্দিসগণ এই সবের সামঞ্জস্য যে ভাবে বিধান করেন তাহা এই : পৃথিবীর নদীগুলি যেমন তাহাদের উৎপত্তিস্থল হইতে বহির্গত হইয়া বিভিন্ন অঞ্চল দিয়া প্রবাহিত হইয়া সাগরে বা হ্রদে বা অপর নদীতে

www.ahlehadeethbd.org

Contents

২। অতএব তুমি তোমার রব্বের উদ্দেশ্যে সালাৎ সম্পাদন কর এবং উট যবহ [করিয়া উহার গোশ্‌ত গরীব দুঃখীদিগকে দান] কর ১

٢ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ۝

গিয়া পতিত হয় সেইরূপ আল্-কাওসারও তাহার উৎপত্তি স্থল জান্নাৎ হইতে বাহির হইয়া বিভিন্ন স্থান দিয়া প্রবাহিত হইয়া হাশরের ময়দানে একটি হাওযে গিয়া পড়িবে। তাই উহাকে নদী ও হাওয-উভয়ই নাম দেওয়া এবং উহার অবস্থান জান্নাতে এবং হাশরের ময়দান উভয় স্থানেই বলা যথার্থ ও সঙ্গত হইয়াছে।

এই আল্-কাওসার হাওয ও নদীর অস্তিত্ব অবিসম্বাদিতরূপে প্রমাণিত হইয়াছে। কাজেই ইহার অস্তিত্বে বিশ্বাস করা ঈমানের একটি অঙ্গ। বিস্তারিত বিবরণের জন্য সাহীহ মুসলিম ২।২৪৯—২৫২ পৃষ্ঠায় হাওয সম্পর্কিত হাদীস সমূহ ও ইমাম নাওয়াবীর ভাষ্য দ্রষ্টব্য।

ইতিপূর্বে ইব্ন আব্বাসের যে উক্তি উধৃত করা হইয়াছে তাহার তাৎপর্য এই যে, জান্নাতের ঐ নদীটিকে এবং হাশরের ময়দানের ঐ হাওযকে আল্-কাওসার নামে অভিহিত করার কারণ এই যে, আল্-কাওসার শব্দের ভাষাগত অর্থের সহিত উহার যথেষ্ট সাদৃশ্য ও মিল রহিয়াছে। অপর কথায় বলা যাইতে পারে যে ঐ নদীর মধ্যে এবং ঐ হাওযের মধ্যে প্রভূত কল্যাণ থাকায় উহাদের আল্-কাওসার নাম দেওয়া হয়। **কিন্তু তাই বলিয়া যে কোন প্রভূত কল্যাণকেই আল্ কাওসার বলা চলিবে না।**

উল্লিখিত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আল্-কাওসারের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে সাহিত্য ও ভাষাসর্বস্ব মু'তাযিলীগণ বলিবেন যে, যে কোন বস্তু বা ব্যাপারে প্রভূত কল্যাণ নিহিত রহিয়াছে তাহাই ইহার আওতাভুক্ত হইবে। যথা, এই উম্মতের সংখ্যাধিক্য, এই উম্মতের আলিমদের সংখ্যাধিক্য, নুবুওৎ, কুরআন করীম, ইসলাম, চরম মর্যাদা ও প্রতিপত্তি, উচ্চ প্রশংসা, বিপুল জ্ঞান প্রভৃতি যাহা কিছু গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার রাসূলুল্লাহ সঃ কে দান করা হইয়াছিল সবই এই আল্-কাওসারের অন্তর্ভুক্ত আর জান্নাতের ঐ নদী বা হাওয সেইগুলির একটি মাত্র। পক্ষান্তরে, কুরআন হাদীস সর্বস্ব সুন্নীদের মতে সাহীহ হাদীসে যেহেতু নদীবিশেষ ও হাওয বিশেষকে 'আল্-কাওসার' এর তাৎপর্য হিসাবে উল্লেখ করা হইয়াছে কাজেই ইহার মূল ও মুখ্য অর্থ উহাই হইবে—অপর কোন অর্থ যদি গ্রহণ করা হয় তবে তাহা হইবে গৌণ ও পরোক্ষ অর্থ মাত্র।

হাফিয ইব্ন জারীর এবং হাফিয ইব্ন হাজর 'আল্ কাওসার' এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে যাহা বলিয়াছেন তাহা উধৃত করিয়া ইহার আলোচনা শেষ করিতেছি।

হাফীয ইব্ন জারীর তাঁহার তাফসীর গ্রন্থে 'আল্-কাওসার' এর আলোচনা প্রসঙ্গে উহার ব্যাখ্যা সম্পর্কে বিভিন্ন উক্তিগুলি উল্লেখ করিবার পরে বলেন, "রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম হইতে বর্ণিত বহু হাদীসে যেহেতু বলা হয় যে, আল্-কাওসার হইতেছে জান্নাতের একটি নির্দিষ্ট নদী যাহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লামকে দেওয়া হইয়াছে কাজেই আমার মতে আল্-কাওসারের বিশুদ্ধ অর্থ হইতেছে জান্নাতের উল্লিখিত নির্দিষ্ট নদীটি।"

হাফিয ইব্ন হাজর 'আল্-কাওসার' এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, আল্-কাওসার শব্দটির ভাষাগত ব্যাপক (عام) অর্থের দিকে লক্ষ্য করিয়া ইব্ন আব্বাস ইহার ব্যাখ্যা করেন 'প্রভূত কল্যাণ'। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম এর কালামে (لفظ) যখন আল্-কাওসারকে একটি নির্দিষ্ট নদীর নামরূপে সীমাবদ্ধ ও খাস (خاص) করিয়া দেওয়া হইয়াছে তখন ঐ অর্থ ছাড়িয়া অপর কোনও অর্থ গ্রহণ করা চলিবে না।

আমরাও এই মত পোষণ করি এবং এই অর্থের সমর্থনে আমরা আলোচনার প্রথম ভাগে বিস্তারিত যুক্তি বর্ণনা করিয়াছি।

২। ف (ফা)—অতএব। এখানে 'অতএব' এর তাৎপর্য এই দাঁড়ায়; হে নাবী, আল্লাহ তা'আলা তোমাকে আল-কাওসার দান করিলেন বলিয়া তুমি তাঁহার ঐ দানের শুক্‌রীয়া স্বরূপ তাঁহার উদ্দেশ্যে সালাৎ সম্পাদন

www.ahlehadeethbd.org

Contents

কর। এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাঁহার ঐ দানটিকে তাঁহার উদ্দেশ্যে সালাৎ সম্পাদন করার হেতুরূপে উল্লেখ করেন। আরো এই দানটিকেই তৃতীয় আয়াতে আর একটি বিষয়ের হেতু বলিয়া বর্ণনা করেন। উহার বিবরণ এইরূপ : হে নাবী, আমি তোমার রব্ব যেহেতু তোমাকে এত বড় একটা নি'মাৎ দান করিলাম কাজেই তোমার অন্তরে এই বিশ্বাস থাকা উচিত যে, তোমার রব্ব তোমার প্রতি অত্যন্ত দয়াবান। আর তোমার রব্বই যখন তোমার প্রতি অত্যন্ত দয়াবান তখন তোমার ভাবনা-চিন্তার কোন কারণই থাকিতে পারে না. এবং তোমার শত্রুরা তোমার কোন ক্ষতিও করিতে পারে না। **অতএব তুমি তাহাদের মন্তব্যের প্রতি মোটেই ভ্রূক্ষেপ করিবে না।** তাহারা তোমার প্রতি ঈর্ষাপরবশ হইয়া ক্ষোভে, দুঃখে যে সব কটু-কাটব্য করিয়া থাকে. তাহাকে পাগলের প্রলাপ জ্ঞান করিয়া উহাকে মোটেই গুরুত্ব দিও না।

নি'মাৎ লাভের বদলে সাধারণতঃ শুক্রীয়া আদায় করা হইয়া থাকে। এই আয়াতে আল্-কাওসার নি'মাৎ লাভের জন্য শুক্রীয়া প্রকাশ করিতে আদেশ করা হইয়াছে সালাৎ সম্পাদনের মাধ্যমে। অর্থাৎ 'শুক্রীয়া আদায় কর' না বলিয়া বলা হয় 'সালাৎ সম্পাদন কর'। বস্তুতঃ, আল্লাহ তা'আলার শুক্রীয়া প্রকাশের সর্বশ্রেষ্ঠ রূপ হইতেছে সালাৎ। কারণ, শুক্রীয়ার বিষয়বস্তু ও অঙ্গ হইতেছে তিনটি : আন্তরিক আনুগত্য, বাচনিক প্রশংসা ও শারীরিক খিদমৎ। বাচনিক প্রশংসাযোগে যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয় তাহা আংশিক কৃতজ্ঞতা মাত্র। উহাকে পূর্ণ মাত্রার কৃতজ্ঞতা বলা যায় না; কেননা ভণ্ড, চাটুকারদের কৃতজ্ঞতা কেবলমাত্র বচনেই সীমাবদ্ধ থাকে। বাচনিক প্রশংসার সঙ্গে সঙ্গে মনে-প্রাণে উপকারীর অনুগত থাকা এবং কার্যের ভিতর দিয়া ঐ আনুগত্যের অভিব্যক্তি পাওয়া গেলে তাহাই হয় পরিপূর্ণ শুক্রীয়া, পূর্ণাঙ্গ কৃতজ্ঞতা। আর নির্ভেজাল খাঁটি সালাতের মধ্যে এই তিনের পরিপূর্ণ বিকাশ ও প্রকাশ হইয়া থাকে। ইহা হইতে এই ইঙ্গিতও পাওয়া যায় যে, যে সালাতের মধ্যে এই তিনের সমাবেশ না থাকে তাহা হইয়া থাকে নামে মাত্র সালাৎ; তাহাকে খাটি সালাৎ বলা চলে না।

لِرَبِّكَ (লি রব্বিকা)—**তোমার রব্বের উদ্দেশ্যে**—এই কথা দ্বারা খাঁটি সালাতের স্বরূপ নির্দেশ করা হইয়াছে। অর্থাৎ একমাত্র আল্লাহ তা'আলার সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যেই সালাৎ সম্পাদন করিতে হইবে। পূর্বের সূরাটিতে মুনাফিকদের জঘন্য মনোবৃত্তির বিবরণ প্রসঙ্গে বলা হয় যে, সালাৎ সম্পাদনে তাহাদের উদ্দেশ্য থাকে লোককে দেখানো। উহার প্রতি কটাক্ষ করিয়া এই সূরাতে নাবী সঃ-কে নির্দেশ দেওয়া হয় যে, তাঁহার সালাৎ সম্পাদনে যেন লোক দেখানো উদ্দেশ্য না নয়—বরং তাঁহার সালাৎ যেন একমাত্র আল্লার উদ্দেশ্যে সম্পাদিত হয়।

দ্বিতীয়তঃ, 'তোমার রব্বের উদ্দেশ্যে' এই কথার দ্বারা কাফির মুশরিকদের ইবাদাতের প্রতিও কটাক্ষ রহিয়াছে। অর্থাৎ তাহারা তাহাদের ইবাদাৎ সম্পাদন করিয়া থাকে তাহাদের দেব-দেবীর উদ্দেশ্যে। কিন্তু হে আমার রাসূল, তুমি একমাত্র আমার উদ্দেশ্যে তথা তোমার রব্বের উদ্দেশ্যে তোমার ইবাদাৎ সম্পাদন কর; দেব-দেবীদের উদ্দেশ্যে করিও না।

এই প্রসঙ্গে ইমাম ফাখরুদ্দীন রাযী একটি অতি চমৎকার সালাৎ-দর্শন বর্ণনা করিয়াছেন তাহা এইরূপ : ইহা একটি অবিসম্বাদিত সত্য যে, প্রচুর নি'মাৎ হাসিল করা মানুষের পক্ষে স্বভাবতঃ একটি প্রিয় ব্যাপার এবং ইহাও সত্য যে, প্রিয় বস্তুর আনুষঙ্গিক বস্তুও প্রিয় হইয়া থাকে। তাই এই আয়াতে 'নি'মাৎ হাসিল হওয়া'কে 'অতএব' যোগে সালাতের সহিত সংযুক্ত করার কারণে 'নি'মাৎ লাভ' প্রিয় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সালাৎও প্রিয় হওয়া অবধারিত। এই কারণে সালাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম এর সর্বাধিক প্রিয় ছিল এবং এই কারণেই তিনি সালাতে সর্বাধিক শান্তি ও আনন্দ অনুভব করিতেন। তাই তিনি বলেন, "সালাতের মধ্যে আমার নয়নের তৃপ্তি রাখা হইয়াছে।"

وَانْحَرْ—**উট যবহ কর।** 'নাহ্‌র' শব্দের অর্থ 'বুক'। উটের বুকে বর্শা, ফলা ইত্যাদি বিদ্ধ করিয়া

www.ahlehadeethbd.org

Contents

উটকে যবহ করা হয় বলিয়া 'নাহ্‌র' শব্দ দ্বারা 'উট যবহ করা' বুঝায়। ইহাই 'নাহ্‌র' শব্দের বহুল প্রচলিত অর্থ এবং তাফসীরকারগণ এখানে এই অর্থই গ্রহণ করিয়া বলেন যে, ইহার তাৎপর্য হইতেছে 'উট কুরবানী কর'। কিন্তু কেহ কেহ ইহার কষ্টকল্পিত আরো কয়েকটি অর্থ করিয়া থাকেন। যথা, কেহ বলেন, ইহার অর্থ হইতেছে 'সলাতে তোমার বুককে আল্লাহ তা'আলার বুকের সামনে পেশ করো' অর্থাৎ সলাতে আল্লাহ তা'আলার সামনাসামনি হইয়া অর্থাৎ তাঁহার ঘর কা'বা গৃহের দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াও। কেহ বলেন, 'সলাতে বুকের উপর হাত রাখ।' আবার কেহ বলেন, 'সলাতের প্রথমে, রুকূ' এর পূর্বে ও উহার পরে তাকবীর বলার সঙ্গে সঙ্গে 'বুক পর্যন্ত হাত উঁচু কর'; ইত্যাদি।

ইমাম রাযী তাঁহার তাফসীর গ্রন্থে এই উক্তিগুলি এবং এই ধরণের আরও দুইটি উক্তি উদ্ধৃত করিয়া বলেন, এই উক্তিগুলির কোনটিই গ্রহণযোগ্য নহে। তিনি তাঁহার এই মতের সমর্থনে পাঁচটি যুক্তি দেন। যুক্তিগুলি এই :

(ক) 'নাহ্‌র' শব্দটি 'উট যবহ করা' অর্থেই সমধিক ব্যবহৃত। আর উল্লিখিত অর্থগুলির মধ্যে কেবলমাত্র 'সামনা সামনি দাঁড়ান' অর্থটি যদিও ভাষা হিসাবে বিশেষ অসঙ্গত নয় তবুও ঐ অর্থে উহার প্রচলন প্রায় বিরলই বটে। কাজেই এই অর্থটিকে 'যবহ করা' অর্থটির প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে মোটেই দাঁড় করানো যায় না। আর অপর চারিটি অর্থ তো স্পষ্টতঃ কষ্টকল্পিত বলিয়া তাহার কোনটিই গ্রহণ করা চলে না।

(খ) উল্লিখিত অর্থগুলির সব কয়টিই সলাতের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া ঐগুলি সলাৎ সম্পাদন কর' আদেশটির মধ্যে আসিয়া পড়ে। কাজেই 'এবং' দ্বারা সংযুক্ত 'নাহ্‌র' শব্দ দ্বারা সলাৎ সংশ্লিষ্ট কোন কার্যবিশেষকে না বুঝাইয়া অপর কোন ব্যাপারকে বুঝানোই অধিকতর সঙ্গত। ঐ সঙ্গত অর্থটি হইতেছে 'যবহ করা'।

(গ) কুর্‌আন মজীদে প্রায় দেখা যায় যে, সলাৎ সম্পাদনের আদেশের সঙ্গে সঙ্গে যাকাৎ দানেরও আদেশ করা হইয়াছে। এখানে 'আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্যে উট যবহ করা' অর্থ গ্রহণ করা হইলে তাহার তাৎপর্য দাঁড়ায় 'উট কুরবানী করা' আর কুরবানীর উদ্দেশ্য হইতেছে ঐ উটের গোশ্‌ত গরীব দুঃখীদের মধ্যে বিলাইয়া দেওয়া। এই ভাবে 'উট কুরবানী' ব্যাপারটি যাকাতের স্থলাভিষিক্ত হইয়া উল্লিখিত আয়াৎগুলির সম পর্যায়ে আসিয়া দাঁড়ায়।

(ঘ) আরবের লোকেরা তাহাদের দেব দেবীদের উদ্দেশ্যে প্রধানতঃ দুইটিমাত্র কাজ সম্পাদন করিত। একটি ছিল ইবাদৎ এবং অপরটি ছিল কুরবানী। এই অনুষঙ্গের পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াতে ইবাদৎ ব্যাপারটিকে একমাত্র আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্যে সম্পাদন করিতে আদেশ করার সঙ্গে সঙ্গে কুরবানী ব্যাপারটিকেও একমাত্র তাঁহারই উদ্দেশ্যে সম্পাদন করিবার আদেশ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ও সঙ্গত প্রতিপন্ন হয়। অনুরূপভাবে

(ঙ) একটি আদেশযোগে আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কিত কর্তব্য পালনের নির্দেশ এবং অপর আদেশটি যোগে তাঁহার মাখ্‌লূক সম্পর্কিত নির্দেশ বিশেষ যুক্তিযুক্ত ও সঙ্গত বটে।

হাফিয ইব্‌ন জারীর তাঁহার তাফসীর গ্রন্থে এই আয়াতে উল্লিখিত 'সলাৎ' ও 'নাহ্‌র' এর কে কী ব্যাখ্যা দিয়াছেন তাহা বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করিয়া শেষে বলেন, আমার মতে ঐ ব্যাখ্যাগুলির মধ্যে কেবলমাত্র এই এই ব্যাখ্যাটিই ঠিক : "হে রাসূল, তুমি তোমার সকল ইবাদাৎ এবং সকল কুরবানী একমাত্র আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্যে সম্পাদন করো। আল্লাহ ছাড়া অপর কাহারও উদ্দেশ্যে করিও না।"

পূর্বে বলা হইয়াছে যে, এই সূরাটি ইসলাম আগমনের প্রথম দিকে মক্কায় নাযিল হয়। আর যে সময়ে ইহা নাযিল হয় সে সময়ে মুষ্টিমেয় মুসলিম অত্যন্ত দুঃখ কষ্টের ভিতর দিয়া কাল অতিবাহিত করিতেছিলেন। তখন উট যবহ করিয়া গরীব দুঃখীদিগকে দান করিবার কথা তাহাদের কেহ চিন্তাও করিতে পারিত না। এমত অবস্থায় উট কুরবানী করিয়া উহার গোশ্‌ত বিলাইয়া দিবার আদেশ ইহাই ইঙ্গিত করে যে, অচিরেই মুসলিমদের বিপদ আপদ, দুঃখ-কষ্ট দূরীভূত হইবে এবং তাহারা

www.ahlehadeethbd.org

Contents

٣ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ۔

৩। ইহা নিশ্চিত যে, তোমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারীই ছিন্নপুচ্ছ, নির্বংশ। ৩

সুখে সচ্ছল অবস্থায় জীবন যাপন করিবে। কাজেই ইহাকে একটি ভবিষ্যদ্বাণীরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে।

'অন্‌হার' প্রসঙ্গে একটি প্রশ্ন এই উঠে যে, মোটা-মুটিভাবে যে কোন কুরবানীর জানোয়ার কুরবানী করিবার জন্য আদেশ না করিয়া রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লামকে নির্দিষ্ট করিয়া উটই কুরবানী করিতে নির্দেশ দেওয়া হইল কেন? জওয়াবে বলা হয় যে, আরবদের নিকটে কুরবানীর জানোয়ার সমূহের মধ্যে উটই সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বাধিক মূল্যবান ছিল। এই কারণে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লামকে আদেশ করা হয় সর্বশ্রেষ্ঠ জানোয়ার উট কুরবানী করিবার জন্য। বস্তুতঃ, তিনি বিদায় বর্ষের হজ্জ কালে এক শত উট কুরবানী করেন।

৩। **পূর্ব্ববর্তী সূরার সহিত সম্পর্ক ও তুলনা** — পূর্ববর্তী সূরাটিতে মুশরিক এবং মুনাফিকদের যেসব দোষের উল্লেখ করা হইয়াছে সেই সব দোষের বিপরীত গুণগুলী অনুশীলনের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার রাসূলকে এই সূরাতে নির্দেশ দেন। যথা, (ক) **পূর্ব্বের সূরার প্রথম তিন আয়াতে** বলা হয় যে, আবু জাহ্‌ল প্রমুখ আখি-রাতের বিচারে অবিশ্বাসী **মুশরিকের দল** য়াতীম মিসকীনকে দান করা দূরের কথা, তাহারা য়াতীম মিস-কীনদেরই সম্পত্তি আত্মসাৎ করিতেও মোটেই দ্বিধা বোধ করে না। আবার তাহারা যখন উট যবহ করিয়া বিরাট ভোজের আয়োজন করে তখন যদি কোন য়াতীম, দুঃখী তাহাদের নিকট কিছু গোশ্‌ত চাহিতে যায় তাহা হইলে তাহারা উহাদিগকে সামান্য কিছু গোশ্‌ত দান করিয়া বিদায় করা দূরের কথা, তাহারা উহাদিগকে লাঠি চার্জ করিয়া নির্মমভাবে তাড়াইয়া দেয়। আর **পূর্ব্বের সূরার শেষ আয়াৎটিতে** বলা হয় যে, ঐ মুশরিকদের দোসর ভাই আখিরাতের প্রতিদানে অবিশ্বাসী **মুনাফিকের দল** গরীব দুঃখীদিগকে সদ্‌কা, যাকাৎ ইত্যাদি দান করা দূরের কথা কাহাকে কোন বস্তু সাময়িকভাবে ধার দিতে দেখাও তাহাদের পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠে। উল্লিখিত মুশরিক ও মুনাফিকদের ঐ প্রকার আচরণের প্রতিবিধান হিসাবে এই সূরাতে 'অন্‌হার্' আদেশযোগে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লামকে নির্দেশ দেওয়া হয়, 'উট যবহ করিয়া উহার গোশ্‌ত দীন-দুঃখী, য়াতীম-মিসকীনদিগের মধ্যে বিলাইয়া দিবার জন্য'। অর্থাৎ পূর্বের সূরাটিতে মুশরিক ও মুনাফিকদের কৃপণতার উল্লেখ করা হয়; আর এই সূরাতে দান করিবার জন্য রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লামকে আদেশ করা হয়।

(খ) পূর্বের সূরার পঞ্চম আয়াতে বলা হয় যে, মুনাফিকেরা আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদাৎ ব্যাপারে একে-বারে উদাসীন! তাহারা যখন মুমিনদের চক্ষুর অন্তরালে থাকে তখন তাহারা মোটেই সালাৎ সম্পাদন করে না। উহার স্থলে এই সূরাতে 'সাল্লি' আদেশযোগে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লামকে নির্দেশ দেওয়া হয় 'সর্বদা সালাৎ সম্পাদন করিতে থাকার জন্য'। তারপর

(গ) পূর্বের সূরার ষষ্ঠ আয়াতে বলা হয় যে, ঐ মুনাফিকেরা যখন মুমিনদের নিকট উপস্থিত থাকে তখন তাহারা সালাৎ সম্পাদন করে সত্য কিন্তু ঐ সালাৎ তাহারা আল্লার উদ্দেশ্যে সম্পাদন করে না। তাহারা উহা সম্পাদন করে লোককে দেখ'নোর উদ্দেশ্যে। ইহার প্রতিবাদে আল্লাহ তা'আলা এই সূরায় 'লিরাব্বিকা' বলিয়া নাবী সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লামকে আদেশ করেন একমাত্র তাঁহার রব্ব আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্যে সালাৎ সম্পাদন করিবার জন্য। তাহা ছাড়া

(ঘ) আরবের মুশরিকেরা তাহাদের ইবাদাৎ ও কুরবানী উভয় অনুষ্ঠানই তাহাদের দেব-দেবীদের উদ্দেশ্যে সম্পাদন করিত। তাহাদের ঐ উদ্দেশ্যের অসঙ্গতি ও অবাঞ্ছনীয়তা জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যেও আল্লাহ তা'আলা তাঁহার রাসূলকে আদেশ করেন 'একমাত্র আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্যে ঐ উভয় অনুষ্ঠান সম্পাদন করিবার জন্য'।

এই সূরার বিশেষ অবস্থান সম্পর্কে ইমাম রাযী যে একটি অভিনব তত্ত্ব সরবরাহ করেন তাহা উধৃত না করিয়া পারিলাম না। মাওলানা আশরাফ আলী থানবী তাঁহার

www.ahlehadeethbd.org

Contents

'সাবকুল্ গায়াৎ ফী নাসকিল আয়াৎ' কিতাবে ইমাম রাযীর ঐ দীর্ঘ মন্তব্য হুবহু উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইমাম রাযী বলেন :

আল্-কাওসার সূরাটি একাধারে আয্-যুহা হইতে সূরাহ আল্-মা'উন পর্যন্ত **পূর্ববর্তী সূরাগুলির সম্পূরক এবং** সূরাহ্ আল্-কাফিরূন হইতে সূরাহ্ আন্-নাস পর্যন্ত **পরবর্তী সূরাগুলির মূল স্বরূপ।**

তারপর, ইমাম রাযী উহার বিশদ বিবরণ দিতে গিয়া বলেন,

(এক) **সূরাহ আয্-যুহার মধ্যে** আল্লাহ তা'আলা তাঁহার রাসূলকে তিনটি দীনী ও আধ্যাত্মিক নি'মাৎ দানের আশ্বাস বাণী শোনান প্রসঙ্গে তাঁহাকে তিনি উহার পূর্বেই যে তিনটি পার্থিব নি'মাৎ দান করিয়াছিলেন তাহার উল্লেখ করেন। যথা, আশ্বাস দেওয়া হয় যে, (ক) আল্লাহ তাঁহার প্রতি বেযারও নন, তাঁহাকে পরিত্যাগও করেন নাই। (খ) তাঁহার পূর্ববর্তী অবস্থা তাঁহার প্রাথমিক অবস্থার তুলনায় নিশ্চয়ই অধিকতর মঙ্গলময় হইবে। এবং (গ) আল্লাহ অনতিবিলম্বে তাঁহাকে যাহা দিবেন তাহাতে তিনি নিশ্চয় সন্তুষ্ট হইবেন। আর অতীতের দানগুলি হইতেছে (ক) তাঁহার য়াতীম অবস্থায় তাঁহার জন্য যথাযোগ্য আশ্রয়ের ব্যবস্থা করণ, (খ) তাঁহার পথ-সন্ধানী অবস্থায় তাঁহাকে পথের সন্ধান দান এবং (গ) তাঁহার পার্থিব অভাব দূরীভূত করিবার ব্যবস্থা করিয়া তাঁহাকে সে সম্পর্কে নিশ্চিন্ত করণ।

(দুই) সূরাহ আল্-ইন্শিরাহ মধ্যে বলা হয় যে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লামকে তিনটি ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদা দান করা হইয়াছে। তাহা এই : (ক) তাঁহার বক্ষ উন্মুক্ত করা, (খ) তাঁহার প্রতি অর্পিত কর্তব্য ভার লাঘব ও সহজসাধ্য করা এবং (গ) তাঁহার সুনাম ও উচ্চ প্রশংসার ব্যবস্থা করা।

(তিন) সূরাহ আৎ-তীনে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লামের সহিত সংশ্লিষ্ট তিনটি ব্যাপারকে মর্যাদা দান করার কথা বলা হইয়াছে। যথা, (ক) তাঁহার জন্মস্থান মক্কা শহরের কসম করিয়া ঐ শহরের বিশেষ মর্যাদা প্রকাশ করা হইয়াছে। (খ) তাঁহার উম্মৎকে নিকৃষ্টতম অবস্থা হইতে রক্ষা করিয়া উহাকে অপর উম্মৎদের উর্ধে স্থান দেওয়া হইয়াছে এবং (গ) তাঁহার উম্মৎকে অশেষ ও অফুরন্ত নি'য়ামাতের অধিকারী করা হইবে বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে।

(চারি) সূরাহ আল্ 'আলাকে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লামের প্রতি আল্লাহ তা'আলার তিনটি দানের উল্লেখ করা হইয়াছে। যথা, (ক) লোককে আল্লার কালাম পড়িয়া শুনাইবার সুযোগ ও ক্ষমতা দান, (খ) 'ফাল্ য়াদ্'উ নাদিয়াহ্ সানাদ্'উয্ যাবানিয়াহ্' বলিয়া রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লামের শত্রুদের শত্রুতা নির্মূল করার ও তাহাদের সকল দর্প চূর্ণ করার অশ্বাস দান এবং (গ) 'অক্তারিব্' বলিয়া তাঁহাকে নিজের সান্নিধ্যে স্থান দান।

(পাঁচ) সূরাহ্ আল-কাদ্রে বলা হয় যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁহার রাসূলকে এমন একটি রাত্রি দান করিয়া বিশেষভাবে সম্মানিত করেন যে রাত্রিটির মধ্যে তিনটি বিশেষ মাহাত্ম্য রহিয়াছে। উহা এই, (ক) ঐ একটি রাত্রির ধর্মকর্মের মূল্য ও প্রতিদান হইতেছে ঐ রাত্রিশূন্য হাযার মাসের ধর্মকর্মের সমষ্টির মূল্য ও প্রতিদান অপেক্ষা উত্তম। (খ) ঐ রাত্রিতে মালায়িকাহ্ এবং রূহ্ এই ধরাধামে নামিয়া আসেন। এবং (গ) ঐ রাত্রিটির আরম্ভ হইতে প্রভাত পর্যন্ত সকল যামই সমান নিরাপত্তাপূর্ণ।

(ছয়) সূরাহ্ আল-বাইয়্যিনাহ মধ্যে আল্লাহ তা'আলা তাঁহার রাসূলের উম্মৎকে তিনটি বিশেষ মর্যাদা দান করিবেন বলিয়া ঘোষণা করেন। যথা, ঘোষণা করা হয় যে, (ক) এই উম্মৎটি হইতেছে 'খায়রুল্ বারীয়াহ্' অর্থাৎ সৃষ্টিকুলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। (খ) এই উম্মতের লোকদের ধর্মকর্মের প্রতিদান স্বরূপ জান্নাৎসমূহ আল্লাহ তা'আলার সান্নিধ্যে প্রস্তুত করিয়া রাখা হইয়াছে। এবং (গ) এই উম্মতের লোকদের প্রতি আল্লাহ তা'আলা রাযী ও সন্তুষ্ট রহিয়াছেন।

(সাত) সূরাহ আয্-যিল্যালে বলা হইয়াছে যে, এই উম্মৎকে কিয়ামৎ দিবসে তিন ভাবে আনন্দ দান করা হইবে। (এক) ঐ দিবসে ভূতল (তৃহাদ্দিস্)

www.ahlehadeethbd.org

এই উম্মতের যাবতীয় ধর্মকর্ম সম্পর্কে সাক্ষ্য দিবে। (খ) ঐ দিবসে এই উম্মৎকে তাহাদের সকল ধর্মকর্ম (লিয়ুরাও) দেখানো হইবে। তাহাদের কোন ধর্মকর্মই বাদ পড়িবে না। (গ) আল্লাহ সম্পর্কে তাহাদের সামান্য পরিমাণ ঈমানও (খায়রাণ) তাহারা দেখিতে পাইবে।

(আট) সূরাহ্ আল্-'আদিয়াতে রহিয়াছে, এই উম্মতের লোকদের ঐ ঘোড়াগুলির তিনটি বৈশিষ্ট্য ও গুণের উল্লেখ যে ঘোড়াগুলির সাহায্যে তাহারা জিহাদ করিয়া থাকে। ঐ গুণগুলি হইতেছে : (ক) 'আল্-'আদিয়াৎ' অর্থাৎ শোঁ শোঁ শব্দ করিয়া দ্রুত ধাবণ-কারিনী, (খ) 'আল্-মূরিয়াৎ' অর্থাৎ পদাঘাতে অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ নির্গমণকারিনী ও (গ) 'আল্-মুগীরাৎ' অর্থাৎ আক্রমণকারিনী।

(নয়) সূরাহ আল্-কারি'আহ মধ্যে এই উম্মতের পারলৌকিক তিনটি অবস্থার উল্লেখ করা হইয়াছে। যথা, (ক) তাহাদের নেকীর পরিমাণ ভারী হইবে। (খ) তাহারা তৃপ্তিদায়ক জীবন যাপনের অধিকারী হইবে। এবং (গ) তাহারা তাহাদের শত্রুদিগকে উত্তপ্ত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত অবস্থায় দেখিয়া স্বস্তি লাভ করিবে।

(দশ) সূরাহ আৎ-তাকাসুরে পূর্ববর্তী সূরার জের টানিয়া বলা হইয়াছে যে, এই উম্মতের শত্রুদিগকে উত্তপ্ত অগ্নিকুণ্ডে যে শাস্তি দেওয়া হইবে, তাহা তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত হইবে। যথা, (ক) জাহীম জাহান্নামটি তাহাদিগকে দূর হইতে দেখানো হইবে অথবা কেবল-মাত্র উহার কথাই শোনানো হইবে। (খ) জাহীম জাহান্নামকে একেবারে তাহাদের চোখের সামনে নিকট করিয়া দেখানো হইবে (তারপর তাহাদিগকে উহার মধ্যে নিক্ষেপ করা হইবে)। (গ) তাহাদিগকে দুনয়াতে যে সব নি'মাৎ দেওয়া হইয়াছিল সেই সব নি'মাতের সদ্ব্যবহার-অপব্যবহার সম্পর্কে তাহাদিগকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হইবে।

(এগারো) সূরাহ আল-'আসর এর মধ্যে এই উম্মতের তিনটি মূলনীতির উল্লেখ করা হইয়াছে। যথা (ক) ঈমান, (খ) 'আমাল সালিহ বা নেক কাজ ও (গ) অপরকে সৎপথের দিকে আহ্বান।

(বারো) সূরাহ আল হুমাযাহ মধ্যে আল্লাহ তা'আলার দরবারে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম এর বিশেষ মর্যাদা ও সম্মানের দিকে ইঙ্গিত করা হইয়াছে। বলা হইয়াছে যে, দুনয়াতে যাহারা তাঁহার নিন্দা করিবে অথবা তাঁহাকে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করিবে অথবা তাঁহার উল্লেখে ভ্রূকুঞ্চিত করিবে তাহাদিগকে আখিরাতে তিন দফা শাস্তিতে গেরেফতার করা হইবে। যথা, (ক) তাহাদের দুনয়ার ধন দওলৎ, মাল-মাত্তা, পুত্র পরিজন কিছুই তাহাদের কোনও উপকারে আসিবে না দেখিয়া তাহারা ভীষণ মনঃকষ্ট ভোগ করিবে (খ) তাহাদিগকে 'হুতামাহ' (অর্থাৎ সকল দর্প, সকল অহঙ্কার চূর্ণকারী) জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হইবে (গ) ঐ জাহান্নামের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিয়া তাহাদের কষ্ট আরো বর্ধিত করা হইবে।

(তেরো) সূরাহ আল-ফীলে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম এর মর্যাদা এই ভাবে বর্ণনা করা হয় যে, তাঁহার দুনয়াতে জন্মগ্রহণের পূর্বেই তাঁহার ভাবী কিবলাহ কা'বা মাসজিদের ক্ষতি সাধনের উদ্দেশ্যে যাহারা গীর্জা নির্মাণ করিয়াছিল এবং ঐ কা'বা মস-জিদকে ধংস করিতে উদ্যত হইয়াছিল- তাহাদের ফন্দী ফিকির তিন ভাবে ব্যর্থ করা হয়। (ক) তাহাদের নির্মিত গীর্জাকে এক আকস্মিক আগুণযোগে ভস্মীভূত করা হয়। (খ) তাহাদের প্রতি ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী পাঠান হয়। এবং (গ) তাহাদিগকে অন্তঃসারশূন্য মরা লাশে পরিণত করা হয়।

(চৌদ্দ) সূরা আল-কুরাইশে বলা হয় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম এর সম্মানার্থে তাঁহার পূর্বপুরুষদিগের পার্থিব সুখ সুবিধার জন্য তিনটি ব্যবস্থা করা হয়। (ক) কুরাইশ গোত্রের নিজেদের পরস্পরের মধ্যে অবিচ্ছেদ্য একতা, অনাবিল হৃদ্যতা ও গভীর প্রীতি সুদৃঢ় করার ব্যবস্থা করা হয়। (খ) তাহাদের ক্ষুধা নিবারণের কার্যকর পন্থা অবলম্বন করা হয়। এবং (গ) তাহাদিগকে সকল প্রকার ভয়-ভীতি হইতে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

(পনেরো) সূরাহ আল-মা'উনে রহিয়াছে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম এর প্রচারিত ধর্মকে মিথ্যা ঘোষণাকারীদের তিনটি ইতর জনোচিত জঘন্য মনোবৃত্তি ও স্বভাবের উল্লেখ। এই সূরায় বলা হয় যে, (ক) তাহারা এত ইতর যে অনাথ, য়াতীম তাহাদের নিকট কিছু সাহায্য চাহিতে আসিলে তাহারা ঐ য়াতীম অনাথকে ধাক্কা মারিয়া তাড়াইয়া দেয় এবং তাহারা নিঃস্বদের সম্পত্তি আত্মসাৎ করিয়া বসে। (খ) তাহারা সৃষ্টিকর্তা আল্লারও সম্মান করিতে চাহে না এবং তাঁহার উদ্দেশ্যে ইবাদাৎও করে না। আর তাহারা ঈবাদাতের নামে যাহা সম্পাদন করে তাহা তাহারা লোকদিগকে দেখাইবার উদ্দেশ্যেই করে। (গ) তাহারা কোন অভাবগ্রস্তকে কোন তৈজসপত্র সাময়িক ভাবে ধার দিয়াও উপকার করে না।

অবশেষে সূরা আল-কাওসারে পৌঁছিয়া পূর্বের পনেরোটি সূরাতে উল্লিখিত দানগুলির প্রতি ইঙ্গিত করিয়া আল্লাহ তা'আলা তাঁহার রাসূলকে সম্বোধন করিয়া বলেন, "হে আমার রাসূল, আমিই তোমাকে এই সব নি'মাৎ দিয়াছি। আরও আমি তোমাকে 'আল-কাওসার' নদীর একচ্ছত্র অধিকার দান করিলাম। অতএব তুমি একমাত্র আমারই ইবাদাতে, আমারই উদ্দেশ্যে সলাৎ সম্পাদনে রত থাক এবং আমারই সন্তোষলাভের উদ্দেশ্যে উট কুরবানী করিয়া উহার গোশত দীন, দুঃখী, দরিদ্রের মধ্যে বিলাইয়া দাও। আরো দৃঢ় বিশ্বাস রাখো যে, আল্লাহ তা'আলা তোমার প্রতি সদা সর্বদা প্রসন্ন দয়াবান রহিয়াছেন। তিনি তোমাকে সাময়িকভাবে যে কষ্ট ও বিপদের সম্মুখীন করেন তাহার মধ্যেও তিনি তোমার কল্যাণই করিয়া থাকেন। কাজেই তুমি তোমার শত্রুদের কটু-কাটব্যের প্রতি কর্ণপাতও করিও না।"

ইমাম রাযী এই ভাবে সূরাহ আল-কাওসারকে পূর্বের পনেরোটি সূরার সম্পূরক বলিয়া প্রতিপন্ন করেন। তারপর ইহাকে মূলরূপে গ্রহণ করিয়া বাকী সূরাগুলির ব্যাখ্যা তিনি যে ভাবে বর্ণনা করেন তাহা সংক্ষেপে নিম্নে দেওয়া হইতেছে।

সূরাহ আল-কাওসারে আল্লাহ আ'আলা তাঁহার নাবীকে জানাইয়া দেন যে, তিনি প্রতিনিয়ত তাঁহার সহায়ক এবং সর্বদাই তাঁহার প্রতি দয়াবান রহিয়াছেন। কাজেই তাঁহার উচিত আল্লাহ তা'আলা তাঁহাকে যাহা করিতে আদেশ করেন তাহা করিতে এবং তিনি তাঁহাকে যাহা বলিতে আদেশ করেন তাহা বলিতে তিনি যেন কোন প্রকার দ্বিধা সঙ্কোচ বা ইতস্ততঃ না করেন। ইহার পরেই **সূরাহ আল-কাফিরূণে** আল্লাহ তা'আলা তাঁহাকে আদেশ করেন সমগ্র জগৎবাসীকে 'কাফির' সম্বোধন করিতে। তিনি বলেন, হে নাবী! বলো, "ওহে কাফিরেরা!" 'কাফির' শব্দের অর্থ হইতেছে 'অকৃতজ্ঞ' নিমকহারাম ইত্যাদি। ইহা এমন একটি কঠোর উক্তি যে, অতি বড় অসাধু ব্যক্তিকেও যদি কাফির বলিয়া উল্লেখ করা হয় তাহা হইলে তাহার পক্ষেও ঐ উক্তিকারীর বিরুদ্ধে খড়্গ হস্ত হইয়া উঠা স্বাভাবিক। নাবীকে আদেশ করা হইল, এই কঠোর শব্দযোগে সমগ্র জগৎবাসীকে সম্বোধন করিতে কী কঠিন আদেশ! সমগ্র জগৎবাসীকে 'কাফির' বলিয়া সম্বোধন করা! ইহা তো ভীমরুলের চাকে খোঁচা মারার চেয়েও বহুগুণে ভীষণ ও মারাত্মক। নাবী সল্লাল্লাহু আলায়হি অসল্লাম বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ করিলেন না। আল্লার উপর ভরসা করিয়া দৃপ্তকণ্ঠে ডাক দিলেন, "ওহে কাফিরেরা"। তারপর, আল্লাহ তাঁহার নাবীকে আদেশ করেন, "হে নাবী, তুমি সব কাফিরকে স্পষ্ট ভাবে জানাইয়া দাও যে, আল্লাহ তা'আলা বনাম দেব-দেবীর ইবাদৎ ব্যাপারে তুমি তাহাদের সহিত কোন প্রকার আপোষ-রফা করিতে বা কোন সমঝোতায় আসিতে প্রস্তুত নহ। নাবী সল্লাল্লাহু আলায়হি অসল্লাম তদনুযায়ী কাফিরদের সম্মুখে ঘোষণা করেন, "লাকুম দীনুকুম অ লিয়া দীনি।" আমার ইবাদাৎ ব্যাপারে আমি কোন পরিবর্তন করিব না। যে এক 'অহদাহু লা-শারীক' এর ইবাদাৎ করিয়া আসিতেছি তাহাতেই অটল থাকিব'।

আল্লাহ তা'আলা তাঁহার নাবীকে এই নীতির উপর দৃঢ় থাকিবার জন্য নির্দেশ দেওয়ার পরে,

www.ahlehadeethbd.org

Contents

সূরাহ আন-নাসরে বলেন, হে নাবী, তুমি উল্লিখিত নীতিতে স্থির থাকিলে দেখিতে পাইবে দলে দলে লোক এই দীনে প্রবেশ করিতে থাকিবে। উহা দেখিয়া তুমি তোমার রব্বের মহিমা বর্ণনায় মুখর হইয়া উঠিও। এই ভাবে ইসলামের প্রচার ও প্রসার বাহ্যতঃ চরম শীর্ষে পৌঁছিলেও মানুষের মনের আকর্ষণ তখনও দুই দিকে থাকিবে—দুনয়ার দিকে অথবা আখিরাতের দিকে। তারপর, যাহারা দুনয়া হাসিল করিবার জন্য মত্ত থাকিবে তাহাদের পরিণাম উল্লেখ করা হয় **সূরাহ লাহাব** এর মধ্যে। আর যাহারা আখিরাতের মঙ্গল লাভের সন্ধানে তাহাদের জীবন উৎসর্গ করিতে উদ্যত হইবে তাহাদিগেকে সৃষ্টিতত্বের জ্ঞান লাভে নিজেদের নিয়োজিত করিতে হইবে। তারপর সৃষ্টি ও স্রষ্টা পরস্পর অঙ্গাঙ্গিভাবে বিজড়িত বলিয়া একটির সত্বা জানিতে হইলে অপরটির সত্তা জানা প্রয়োজনীয় হইয়া উঠে। এই জ্ঞানলাভ ব্যাপারে দুইটি প্রণালী অনুসৃত হইয়া থাকে। প্রথমে সৃষ্টি সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিয়া আরোহ প্রণালী যোগে স্রষ্টার জ্ঞান লাভ করা যেমন সম্ভব সেইরূপ প্রথমে স্রষ্টা সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিয়া অবরোহ প্রণালীযোগে সৃষ্টি-তত্ব জানাও সম্ভব। প্রথম প্রণালীটি হইতেছে স্থূল এবং বহুল প্রচলিত আর দ্বিতীয় প্রণালীটি হইতেছে সূক্ষ্ম ও উন্নত। এখানে সূক্ষ্ম ও উন্নত প্রণালীটি ব্যবহৃত হইয়াছে। তাই প্রথমে স্রষ্টার মা'রিফাৎ জানানো হয় **সূরাহ আল-ইখলাসে** এবং পরে দেওয়া হয় সৃষ্টির বিভিন্ন পর্যায়ের জ্ঞান **সূরাহ আল-ফালাক** এর মধ্যে এবং সর্বশেষে মানুষ ও জিন্নের মানসিক প্রক্রিয়ার বিবরণ দিয়া কুরআন মজীদ সমাপ্ত করা হয়।

উপসংহার—ইমাম রাযী এই সূরাহ সম্পর্কে যত বিভিন্নমুখী আলোচনা করেন, এর যত সূক্ষ্ম তত্বের আভাষ দেন সেই সব যথাযথভাবে বর্ণনা করিতে গেলে একটি স্বতন্ত্র পুস্তিকায় পরিণত হয়। যাহা হউক, এই সূরা সম্পর্কে তিনি যে সব বিষয় আলোচনা করেন তাহার একটি তালিকা নীচে দেওয়া হইতেছে।

১। **সমগ্র সূরাটি সম্পর্কে আলোচনা :—**

(ক) পূর্ববর্তী সূরাহ আল্-মা'উন এর সহিত এই সূরার তুলনামূলক আলোচনা।

(খ) এই সূরার মধ্যে কৃচ্ছ্র সাধনার তিনটি স্তর বা পর্যায়ের দিকে ইঙ্গিতের বিবরণ।

(গ) 'এই সূরাটি অব্যবহিত পূর্বের পনেরোটি সূরার সম্পূরক স্বরূপ এবং পরবর্তী সূরাগুলির মূল স্বরূপ' এই তথ্যের বিশদ বিবরণ।

২। **প্রথম আয়াৎটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আলোচনা :—**

(ক) 'ইন্না' শব্দে আল্লাহ তা'আলা নিজেকে বহু বচনে উল্লেখ করেন। এই বহু-বচন ব্যবহারের বিভিন্ন তাৎপর্য সম্পর্কে আলোচনা।

(খ) দাতার মর্যাদার অনুপাতে দানের মর্যাদা—আলোচনা।

(গ) আল্-কাওসার দানের প্রতিদানে সলাৎ সম্পাদনের আদেশের মধ্যে নিহিত ইংগীত। আল্-কাওসার চিরতরে দেওয়া হইল ; উহা মালিককে আর প্রত্যার্পণ করিতে হইবে না—আলোচনা।

(ঘ) ক্রিয়াযোগে বাক্য আরম্ভ না করিয়া সর্বনাম যোগে আরম্ভ করার—তথা 'জুম্লাহ্ ইস্মীয়াহ্' (جملة اسمية) ব্যবহারের বিশেষ তাৎপর্য।

(ঙ) নিশ্চিত বাচক অব্যয় 'ইন্না' (ان) যোগে বাক্য আরম্ভ করার তাৎপর্য

(চ) ভবিষ্যৎ কাল বাচক ক্রিয়া (مضارع) ব্যবহার না করিয়া অতীত কাল বাচক ক্রিয়া (ماضى) ক্রিয়া ব্যবহারের এখানে চারিটি বিশেষ তাৎপর্যের উল্লেখ।

(ছ) 'নাবীকে' অথবা 'রাসূলকে' দিলাম না বলিয়া **তোমাকে** দিলাম বলিবার তাৎপর্য।

(জ) 'আ-তায়না' (اتينا) না বলিয়া 'আ'তায়না' বলার তাৎপর্য—উভয়ের ব্যবহারে পার্থক্য সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা।

(ঝ) 'আল্-কাওসার' এর তাৎপর্য সম্পর্কে পনেরোটি মতের বিস্তারিত বিবরণ।

(৭৭-এর পাতায় দেখুন)

www.ahlehadeethbd.org

মুহাম্মাদী রীতি-নীতি

(আশ্-শামায়িলের বঙ্গানুবাদ)

॥ আবূ য়ুসুফ দেওবন্দী ॥

৮। আমাদিগকে হাদীস শোনান সুফ্য়ান ইব্ন অকী', তিনি বলেন, জুমাই' ইব্ন 'উমায়র ইব্ন আবদুর রহমান আল্-'ইজলী (পূর্বপুরুষ 'ইজ্‌ল এর কারণে) তাঁহার লিখিত কিতাব হইতে পাঠ করিয়া আমাদিগকে এই হাদীস শোনান, তিনি বলেন আমাকে হাদীস জানান, (উম্মুল মুমিনীন) খাদীজা রাঃ-র পূর্ব স্বামী আবূ হালাহ্ এর সন্তানদের মধ্য হইতে 'আবূ আবদুল্লাহ' উপনামে পরিচিত 'বানূ তামীম' গোত্রের একজন লোক, তিনি রিওয়ায়াৎ করেন আবূ হালাহ্ এর জনৈক সন্তান

٨- حدثنا سفيان بن وكيع قال

ثنا جميع بن عمير بن عبد الرحمن

العجلي إملاء علينا من كتابه قال

أخبرني رجل من بني تميم من

ولد أبي هالة زوج خديجة يكنى

৮। اخبرنى رجل من تميم—বানূ তামীমের একজন লোক আমাকে এই হাদীস জানান : এই লোকটির কেবলমাত্র উপনাম এই সানাদে দেওয়া হইয়াছে। তাঁহার নাম সম্বন্ধে বিভিন্ন মত পাওয়া যায়। কেহ বলেন তাঁহার নাম 'য়াযীদ ইবন 'আমর;' কেহ বলেন, তাঁহার নামই 'আমর;' আবার কেহ বলেন, তাঁহার নাম 'উমার। ফলে, এই রাবীর স্বরূপ ও হাল-চাল অজ্ঞাত হওয়ার কারণে এই হাদীসকে মা'লূল বা ত্রুটিযুক্ত বলা হয়। তবে এতটুকু জানা যায় যে, তিনি ছিলেন উম্মুল-মুমিনীন হযরৎ খাদীজা ও আবূ হালাহ্ এর কোনও পৌত্রীর পুত্র।

খাদীজা রাঃ—তাঁহার প্রথম বিবাহ যাঁহার সঙ্গে হয় তিনি 'আবূ হালাহ উপনামে এত সুপরিচিত ছিলেন যে, তাঁহার নাম সম্পর্কে বিভিন্ন মত পাওয়া যায়। অধিকাংশের মতে তাঁহার নাম ছিল 'নাব্বাশ' (মতান্তরে মালিক, হিন্দ বা যুরারাহ্)। এই বিবাহে হযরৎ খাদীজার দুই পুত্র জন্মে; এক জনের নাম 'হালাহ্' ও অপর জনের নাম হিন্দ। এই 'হালাহ্' পুত্রের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখিয়া তাঁহার পিতা 'আবূ হালাহ' (হালাহ এর পিতা) উপনাম গ্রহণ করেন। আর এই

হিন্দ মাতার সহিত রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম এর তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত হন। এই হিন্দ এই হাদীসে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম এর বিবরণ দেন। এই হিন্দ এর পুত্রের নামও হিন্দ।

من ابن لابى هالة আবূ হালাহ্ এর এক পুত্র হইতে'' অংশটিতে পুত্র বলিয়া পৌত্র বুঝানো হইয়াছে। এই হাদীসে হাসান রাঃ হইতে আবূ হালাহ্ এর যে পৌত্রটির হাদীস গ্রহণের কথা বলা হইয়াছে তিনি হইতেছেন এই ছোট হিন্দ। কাজেই সানাদটি এইরূপ দাঁড়ায়—জুমাই' রিওয়ায়াৎ করেন আবূ হালাহ্ এর প্রপৌত্র আবূ আবদুল্লাহ হইতে, তিনি আবূ হালাহ্ এর পৌত্র হিন্দ হইতে, তিনি হাসান রাঃ হইতে, তিনি তাঁহার মামা, আবূ হালাহ্ এর পুত্র হিন্দ হইতে।

আবূ হালাহ্ এর মৃত্যুর পরে হযরৎ খাদীজার বিবাহ হয় 'আতীক ইব্ন 'আয়িয (মতান্তরে খালিদ মাখযূমী এর সহিত। এই বিবাহে তাঁহার এক পুত্র 'আবদুল্লাহ' ও এক কন্যা 'হিন্দ' জন্মগ্রহণ করেন। এই কন্যা হিন্দও রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম এর তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত হন। হযরৎ খাদীজার প্রথম বিবাহের পুত্র হালাহ্ ও দ্বিতীয় বিবাহের পুত্র আবদুল্লাহ সম্বন্ধে কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ তাঁহারা শিশু বয়সেই মারা যান।

www.ahlehadeethbd.org

(অর্থাৎ **'হিন্দ'** নামক পৌত্র) হইতে, তিনি রিওয়ায়াৎ করেন 'হাসান ইব্‌ন আলী' হইতে; হাসান বলেন, আমার মামা 'হিন্দ ইব্‌ন আবু হালাহ্' রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম-এর অবয়ব ও শারীরিক গঠন অত্যন্ত সুন্দরভাবে বর্ণনা করিতেন এবং আমি ইচ্ছা করিতাম যে, তিনি আমাকে সে সম্বন্ধে কিছু বিবরণ দিলে আমি উহা স্মরণ রাখিতাম। তাই আমি তাঁহাকে উহা বর্ণনা করিবার জন্য অনুরোধ করি। তাহাতে তিনি বলেন:

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম ছিলেন সম্মনার্হ এবং কার্যতঃ সম্মানিত। অর্থাৎ তিনি সম্মানের যোগ্য ছিলেন এবং লোকে তাঁহার সম্মান না করিয়া পারিত না। পূর্ণিমা রাত্রির চাঁদের ঝিলিক ও চমকানির ন্যায় তাঁহার মুখমণ্ডল ঝলমল করিত। তিনি মধ্যম উচ্চতার চেয়ে অধিকতর উচ্চ এবং লিকলিকে ঢেঙ্গার চেয়ে খর্বকায় ছিলেন। তাঁহার মাথা বড় এবং কেশদাম স্বল্প-কুঞ্চিত ছিল। অনায়াসে সিঁথি বাহির হইলে তিনি সিঁথি বাহির করিতেন; নচেৎ নহে। তিনি তাঁহার কেশদামকে যখন অফ্‌রা (وفره) করিয়া কাটিতেন তখন উহা তাঁহার উভয় কানের লতি পার হইয়া থাকিত।

أَبَا عَبْدِ اللهِ عَنِ ابْنٍ لِأَبِي هَالَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ سَأَلْتُ خَالِي هِنْدَ بْنَ أَبِي هَالَةَ وَكَانَ وَصَّافًا عَنْ حِلْيَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَشْتَهِي أَنْ يَصِفَ لِي شَيْئًا أَتَعَلَّقُ بِهِ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخْمًا مُفَخَّمًا يَتَلَأْلَأُ وَجْهُهُ تَلَأْلُؤَ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، أَطْوَلَ مِنَ الْمَرْبُوعِ وَأَقْصَرَ مِنَ الْمُشَذَّبِ، عَظِيمَ الْهَامَةِ، رَجِلَ الشَّعْرِ، إِنِ انْفَرَقَتْ عَقِيقَتُهُ فَرَقَ وَإِلَّا فَلَا، يُجَاوِزُ شَعْرُهُ شَحْمَةَ أُذُنَيْهِ إِذَا هُوَ وَفَّرَهُ، أَزْهَرَ اللَّوْنِ، وَاسِعَ الْجَبِينِ، أَزَجَّ الْحَوَاجِبِ، سَوَابِغَ

المشذب—এর মূল অর্থ 'কর্তিত—শাখা'। যে দীর্ঘ খেজুর গাছের ডালপালা কাটিয়া ছাঁটিয়া ফেলা হয় সেই খেজুর গাছকে বলা হয় 'মুশায্‌যাব'। কাজেই এর ভাবার্থ দাঁড়ায় 'লিকলিকে ঢেঙ্গা'।

ان انفرقت عقيقته فرق অনায়াসে **সিঁথি বাহির হইলে......**। গোসল করার পরে মাথার চুল ভিজা থাকা অবস্থায় সিঁথি অনায়াসে বাহির হয়; কিন্তু চুল শুকাইয়া গেলে বা চুল শুষ্ক থাকাকালে সিঁথি সহজে বাহির হয় না। কাজেই অংশটির তাৎপর্য দাঁড়ায় এই—সাধারণতঃ গোসল করার পরে সম্ভব হইলে তিনি সিঁথি বাহির করিতেন; অন্য সময়ে সিঁথি বাহির করিতেন না। এ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম এর চুল আঁচড়ানো (৪র্থ) অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

وفره (অফ্‌ফারাহু) অফারা = বাড়িল, বেশী হইল। অফ্‌ফারা = (ক্রিয়াপদ অতীতকাল) বাড়াইল,

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তাঁহার বর্ণ ছিল উজ্জ্বল, এবং ললাটের উভয় পার্শ্ব প্রশস্ত। তাঁহার ভ্রূ যুগল ছিল বিযুক্ত বৃত্তাংশের ন্যায় বক্র, সূক্ষ্ম অথচ ঘনচুলবিশিষ্ট আর ঐ ভ্রূ-যুগলের মাঝে এমন একটি শিরা ছিল যাহার মধ্যে ক্রোধকালে অধিক পরিমাণে রক্ত সঞ্চারিত হওয়ার ফলে উহা স্ফীত হইয়া উঠিত। তাঁহার নাসিকা ছিল লম্বা, অগ্রভাগ সরু ও সূক্ষ্ম এবং মধ্যভাগ যুক্ত। তাঁহার নাকে এমন এক প্রকার জ্যোতিঃ ছিল যাহা নাকের উপরে বিকীর্ণ হইতে থাকিত। তাই কেহ অভিনিবেশ সহকারে তাঁহার নাকের প্রতি লক্ষ্য না করিলে তাঁহাকে অত্যুন্নতনাসা মনে করিত। তাঁহার শ্মশ্রু ছিল বিস্তীর্ণ ও ঘন, গণ্ডদ্বয় সমতল ও মসৃণ এবং মুখবিবর প্রশস্ত। সামনের উপরকার দাঁত দুইটি ও নিম্নের দাঁত দুইটি পৃথক পৃথক ছিল মিলিত ছিল না। বক্ষ হইতে নাভি পর্যন্ত বিলম্বিত চুলের রেখাটি সরু ছিল। তাঁহার গ্রীবা যেন হস্তিদন্ত নির্মিত মূর্তির গ্রীবা, কিন্তু উহার শুভ্রতা চাঁদির ন্যায় (হস্তি-দন্তের ন্যায় নহে)। তাঁহার শারীরিক গঠন ছিল সুসমঞ্জস ও মাংসল এবং মাংসপেশী ছিল আঁটসাঁট ও দৃঢ়। তাঁহার পেট ও বক্ষ সমান উচ্চ এবং বক্ষ প্রশস্ত ছিল। তাঁহার

مِنْ غَيْرِ قَرَنٍ، بَيْنَهُمَا عِرْقٌ يُدِرُّهُ

الْغَضَبُ، أَقْنَى الْعِرْنِيْنِ، لَهُ نُورٌ

يَعْلُوهُ، يَحْسَبُهُ مَنْ لَمْ يَتَأَمَّلْهُ أَشَمَّ،

كَثُّ اللِّحْيَةِ، سَهْلُ الْخَدَّيْنِ، ضَلِيعُ

الْفَمِ، مُفْلَجُ الْأَسْنَانِ، دَقِيقُ الْمَسْرُبَةِ،

كَأَنَّ عُنُقَهُ جِيدُ دُمْيَةٍ فِي صَفَاءِ

الْفِضَّةِ، مُعْتَدِلُ الْخَلْقِ، بَادِنٌ، مُتَمَاسِكٌ،

سَوَاءُ الْبَطْنِ وَالصَّدْرِ، عَرِيضُ الصَّدْرِ،

'অফ্‌রাহ্‌'তে পরিণত করিল। ইহার মধ্যে উহ্য সর্বনাম দ্বারা রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লামকে বুঝানো হইয়াছে। হু=তাহাকে 'শা'র'=চুল এর পরিবর্তে বসিয়াছে। কাজেই ইহার অর্থ দাঁড়াইল "রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম যখন তাঁহার কেশদাম বাড়াইয়া অফ্‌রাহ্‌-তে পরিণত হইতে দিতেন তা। উহা…।

الجبين—'অল্‌জাবীন'। 'জাবীন' ও জাব্‌হাহ্‌ শব্দ দুইটির অর্থ উর্দুভাষী আলিমগণ প্রায়ই একই করিয়া থাকেন আর তাহা হইতেছে 'পেশানী'। বাংলা তরজমাকারীগণ তাহাদেরই অনুকরণে উভয়েরই অর্থ কপাল; ললাট ইত্যাদি করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শব্দ দুইটির অর্থ এক নয়। 'জাব্‌হাহ্‌' এর অর্থ পেশানী, কপাল, ললাট, নাকের অব্যবহিত উপরের অংশ। আর জাবীন হইতেছে দুইটি—জাব্‌হাহ্‌ এর ডা'ন অংশ ও বাম অংশ (সুরাহ্‌ অভিধান ও উহার হাশিয়াহ্‌ দ্রষ্টব্য)।

ডা'ন কানের বামে এবং বাম কানের ডানে যে নিম্ন অংশ আছে সেখান হইতে কপাল পর্যন্ত অংশকে (কপাল বাদ দিয়া) 'জাবীন' বলা হয়। এখানে বলা হইয়াছে যে, তাহার **ললাটের উভয় পার্শ্ব** প্রশস্ত ছিল। 'ললাট প্রশস্ত' বলা না হইলেও ইহা দ্বারা ললাটের প্রশস্ততাও প্রতিপন্ন হয়।

دقيق المسربة - কোন কোন রিওয়ায়াতে 'দাকীক' স্থলে রাকীক পাওয়া যায়। অর্থ একই।

خبر এর كان—معتدل الخلق এই পর্যন্ত এর ধরিয়া منصوب (যবরের সহিত) পড়া হয় এবং ইহার পর হইতে উহ্য مبتدا এর خبر ধরিয়া مرفوع (পেশের সহিত) পাঠ করা হয়।

سواء البطن والصدر—ইহার অপর পাঠ হইতেছে "সাওয়া'উ নিল্ বাত্‌নু অস্‌সদ্‌রু"।

www.ahlehadeethbd.org

بعيد ما بين المنكبين، ضخم الكراديس،
أنور المتجرد، موصول ما بين اللبة
والسرة بشعر يجري كالخط، عاري
الثديين والبطن مما سوى ذلك،
أشعر الذراعين والمنكبين وأعالي
الصدر، طويل الزندين، رحب الراحة
شثن الكفين والقدمين، سائل
الأطراف أو قال شائل الأطراف خمصان
الأخمصين، مسيح القدمين ينبو عنهما
الماء، إذا زال زال قلعا، يخطو تكفيا
ويمشي هونا، ذريع المشية إذا مشي
كأنما ينحط من صبب، واذ التفت
التفت جميعا، خافض الطرف، نظره
إلى الأرض أكثر من نظره إلى
السماء، جل نظره الملاحظة - يسوق
أصحابه، يبدأ من لقي بالسلام •

এক কাঁধ ও বাহুর মিলনস্থল হইতে অপর কাঁধ ও বাহুর মিলনস্থলের দূরত্ব সাধারণের তুলনায় কিছু বেশী ছিল। তাঁহার অস্থি-গ্রন্থিগুলি স্থূল ও উন্নত ছিল এবং সচরাচর অনাবৃত অঙ্গগুলি উজ্জ্বল ছিল (বিবর্ণ ছিল না)। তাঁহার বক্ষ ও নাভির মধ্যভাগ এমন চুল দ্বারা যুক্ত ছিল যাহা একটি রেখার ন্যায় বিলম্বিত ছিল। তাহা ছাড়া তাঁহার পেট ও স্তন-দেশ লোমশূন্য ছিল। তাঁহার দুই বাহু, উভয় বাহু ও কাঁধের সংযোগস্থল এবং বক্ষের উপরের অংশ লোমশ ছিল। তাঁহার উভয় কনুই হইতে কব্জি পর্যন্ত বাহুর অগ্রভাগ দীর্ঘ, হাতের তালু প্রশস্ত এবং হাত-পায়ের অঙ্গুলগুলি মাংসল, মোটা ও লম্বা লম্বা ছিল। তিনি ছিলেন খড়ম-পেয়ে অর্থাৎ তাঁহার উভয় পায়ের তলার মধ্যভাগ খিলানের ন্যায় উঁচু ছিল; চলিবার সময় ঐ অংশ ভূমি স্পর্শ করিত না আর তাঁহার পদতলের পৃষ্ঠদেশ ছিল মসৃণ; উহার উপর পানি ঢালিলে পানি সঙ্গে সঙ্গে সরিয়া দূর হইয়া যাইত। হাঁটিবার কালে তিনি দৃঢ়তার সহিত পা উঠাইয়া চলিতেন, সামনে ঝুঁকিয়া ঝুঁকিয়া পা ফেলিতেন এবং স্বচ্ছন্দ গতিতে চলিতেন। চলিবার কালে তিনি ছিলেন দ্রুতগতি, যেন নিম্নস্থানে নামিতেছেন। তিনি যখন কোন দিকে তাকাইতেন তখন পূর্ণভাবে ফিরিয়া তাকাইতেন। তিনি ছিলেন আনত-নয়ন; আকাশের দিকে দৃষ্টি করার তুলনায় মাটির দিকেই তাঁহার দৃষ্টি অধিকতর নিবদ্ধ থাকিত। তাঁহার দৃষ্টির পূর্ণ মাত্রাই ছিল অপাঙ্গ-দৃষ্টি (অর্থাৎ তিনি লোভীর ন্যায় নয়ন ভরিয়া কোন কিছুরই দিকে দৃষ্টিপাত করিতেন না। তিনি নিজ সহচরদিগকে পশ্চাৎ হইতে চালাইতেন (অর্থাৎ পথ চলিবার সময় তিনি সঙ্গীদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতেন। পথে যাহারই সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইত তাহাকেই তিনি প্রথমে সালাম করিতেন।

...يبدأ من لقي—আনাস হইতে বহু রিওয়ায়াৎকারী 'য়্যাব্‌দা'উ' স্থলে 'য়্যাব্‌দুরু' (يبدر) রিওয়ায়াৎ করেন। অর্থ এই দাঁড়ায়ঃ কাহারও সহিত সাক্ষাৎ হইলে তিনি তাড়াতাড়ি সালাম করিতেন।

Contents

www.ahlehadeethbd.org

Contents

(৩৭২-এর পাতার পর)

৩। দ্বিতীয় আয়াৎটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আলোচনা।

(ক) আয়াতের প্রথমে 'ফা' (ف) অব্যয়ের তাৎপর্য বর্ণনা প্রসঙ্গে প্রথম আয়াতের সহিত এই আয়াতের সম্পর্ক বিশ্লেষণ।

(খ) 'সাল্লি' এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে এখানে 'সলাৎ' এর তাৎপর্য সম্পর্কে বিভিন্ন মতের উল্লেখ ও আলোচনা।

(গ) 'ইন্‌হার' (انحر) এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে এখানে 'নাহ্‌র' এর তাৎপর্য সম্পর্কে বিভিন্ন মতের উল্লেখ ও আলোচনা।

(ঘ) 'লিরাব্বিকা' মধ্যে 'লি' এর তাৎপর্য বিশ্লেষণ।

(ঙ) 'লানা' (لنا) না বলিয়া 'লিরাব্বিকা' বলার তাৎপর্য বিশ্লেষণ।

(চ) 'লিল্লাহি' না বলিয়া 'লিরাব্বিকা বলার তাৎপর্য বর্ণনা।

(ছ) সলাতের আদেশ করার পরে কুরআনে সাধারণতঃ যাকাৎ দানের আদেশ রহিয়াছে। এখানে 'সলাৎ' এর পরে যাকাৎ এর আদেশ না করিয়া কুরবানী আদেশের রহস্য বর্ণনা।

(জ) সাধারণভাবে 'উট করবানী কর' না বলিয়া নির্দিষ্ট করিয়া উট কুরবানী করিবার আদেশের রহস্য বর্ণনা।

(ঝ) কুরবানী করিবার আদেশের মধ্যে নিহিত ভবিষ্যদ্বাণী।

৪। তৃতীয় আয়াৎটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আলোচনা:

(ক) এই আয়াৎ নাযিল হওয়ার সহিত বিজড়িত ঘটনাবলীর উল্লেখ এবং সেই প্রসঙ্গে ছয়টি মতের অবতারণা ও আলোচনা।

(খ) শানি' ও আব্‌তার শব্দ দুইটির অর্থ বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে বিস্তারিত, দীর্ঘ আলোচনা।

(গ) রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম সম্পর্কে কাফির মুশরিকদের অপর অপ্রীতিকর মন্তব্যের জওয়াব সম্বলিত আল্লাহ তা'আলার কালাম।

(ঘ) আল্‌-কাওসার দানের সহিত শত্রুদিগকে আব্‌তার ঘোষণার সম্পর্ক বিশ্লেষণ।

৫। উপসংহারে ভণ্ড, মিথ্যাবাদী মুসাইলামা এই সূরার অনুকরণে যাহা রচনা করে তাহার এবং এই সূরার ভাষা ও ভাবের আর এক দফা সংক্ষিপ্ত আলোচনা।

www.ahlehadeethbd.org

মূল :—মোহাম্মদ আসাদ

ধর্মের ধারনা—পাশ্চাত্যে ও ইসলামে

("The Concept of Religion in the West and in Islam")

অন্যান্য সকলের মত আমরাও এক্ষণে এক ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে পড়িয়াছি। অন্যান্যদের ন্যায় আমাদের বেলাতেও এটা হইতেছে নৈতিকতার ক্ষেত্রে এক দারুণ বিশৃঙ্খলার যুগ। আমাদের সমাজ-জীবনে ভাঙ্গন ধরিয়াছে। পাশ্চাত্য সংস্কৃতির চাপে এবং উহাতে আত্মসমর্পণ করার ফলে যে অর্থনৈতিক সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে তাহাতে আমাদের পুরাতন ভাবধারাগুলি আজ ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। অবশ্য ঐ সমস্ত পুরাতন ভাবধারাগুলির মধ্যে কতকের সহিত ইসলামের বিশেষ সম্পর্ক নাই ; কিন্তু আবার এমন কতক গুলি আছে যেগুলির সহিত ইসলামের সম্পর্ক গভীর ও ওতঃপ্রোত। যদিও এযুগে ইসলামের নামে ঘন ঘন 'শ্লোগান' উত্থিত হইতেছে এবং যদিও মুসলিমদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চিন্তাধারাকে ইসলামের দিকে প্রত্যাবর্তিতকরণ ও রূপায়ণের জন্য যথেষ্ট উৎসাহ ও উদ্দীপনা প্রদর্শিত হইতেছে, তবু ইহা নির্মল সত্য যে, অধিকাংশ মুসলিমের নিকট ধর্মীয় আবেদন কেবল মাত্র থিয়োরীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ রহিয়াছে এবং ক্রমশঃ কম হইতে কম সংখ্যক লোকই এক্ষণে আর ঐ গুলকে তাহাদের দৈনন্দিন কার্য্য কলাপে রূপায়িত করিতে সচেষ্ট।

আমাদের মধ্যে যাঁহারা 'প্রগতিবাদী' বলিয়া নিজেদিগকে জাহির করেন, তাঁহারা অবশ্য উহা অস্বীকারও করেন না। তাঁহাদের অধিকাংশ বিজ্ঞের হাসি হাসিয়া বলেন 'যুগের ভাবধারাই ধর্ম্মীয় চিন্তাধারার বিপরীত.....'

হা, উহা দারুণ সত্য কথা, যুগের ভাবধারা ধর্ম্মীয় চিন্তাধারার বিপরীত—কিন্তু যুগের ঐ ভাবধারার উৎপত্তি ও বিকাশলাভের উৎস স্থল হইতেছে—পাশ্চাত্য জগত ; তাই উহা পাশ্চাত্যের ঐতিহাসিক চিন্তাভাবনার পটভূমিতে প্রযোজ্য এবং তজ্জন্য উহাকে ইসলামের সমস্যা বলিয়া অভিহিত করা যায় না। পাশ্চাত্যের চিন্তাবিদরা যদি ধর্ম্মের বিরুদ্ধে গিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাদের এই বিরুদ্ধাচরণকে বুঝিতে হইবে তাঁহাদের নিজস্ব ধর্ম্ম কৃশচিয়ানিটি বা খৃষ্টীয় ধর্ম্মের' বিধি বিধানের সহিত জড়িত তাঁহাদের ভূয়োদর্শনের পটভূমি হইতে। ঐতিহাসিক পটভূমিকার বিচারে ঐ অজুহাত কিন্তু মুসলমানদের বেলায় প্রযোজ্য নয়। ধর্ম্ম হিসাবে ইসলামের ভাবধারা ও মুসলমানদের ধর্ম্মীয় ভাবধারার ভূয়োদর্শন জনিত জ্ঞান সম্পূর্ণরূপে পৃথক। উহাদের মধ্যে পার্থক্য এত বেশী যে, যে কোন সাধারণ জ্ঞানবান লোকও বুঝিতে পারিবেন যে, বর্তমান যুগের ভাবধারা খাঁটি ধর্ম্মীয় চিন্তাধারার বিপরীত নয় ; তবে পাশ্চাত্য জগতে প্রচলিত ধর্ম্মীয় ভূয়োদর্শনের বিরুদ্ধে বটে।

সত্য কথা বলিলে বলিতে হয় যে, ধর্ম্ম হিসাবে খৃষ্টীয় ধর্ম্মের ব্যার্থতার কারণ এই যে, মূলে ঐ ধর্ম্ম নিজেকে মানুষের বাস্তব জীবনের ক্ষেত্র

www.ahlehadeethbd.org

Contents

হইতে, তাহার দৈহিক প্রয়োজন ও আশা আকাঙ্ক্ষা হইতে, তাহার রাজনীতি হইতে, তাহার অর্থনীতি হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছে। ইহা 'ঐশীবিধান ক্ষেত্র' (বা নীতি ও নৈতিকতার ক্ষেত্র) এবং কায়সারের ক্ষেত্র (বা দেশের শাসন ব্যবস্থা, অর্থনীতি ও সামাজিক সংস্থার ক্ষেত্র) নামে সম্পূর্ণ পৃথক পৃথক ভাবে মানুষের কার্য্যাবলীকে ভাগ করিয়াছে। এই বিভাগও আবার খৃষ্টীয় ধর্ম্মের একটা মূল শিক্ষার উপরই গড়িয়া উঠিয়াছে। সে শিক্ষাটি হইতেছে এই যে মানুষের স্বভাবধর্ম্ম হইতেছে 'পাপ' এবং তাহার আধ্যাত্মিক জীবনই হইতেছে একমাত্র পুণ্যের জীবন। খৃষ্টীয় ধর্ম্মশাস্ত্রানুযায়ী 'আত্মা' ও 'বস্তু' সম্পূর্ণরূপে একে অপরের বিপরীত; এবং বস্তু বা জড়জগৎ হইতেছে মূলতঃ 'পাপের' বা শয়তানের ক্ষেত্র; কাজে কাজেই মানুষের ইহার প্রতি আকর্ষণের অর্থই হইতেছে পাপের বা শয়তানের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া। ইহা হইতে এই সিদ্ধান্তই করা হইয়াছে যে, মানুষ কতটা নিজেকে স্বভাব ধর্ম্ম হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে সমর্থ হইতেছে এবং বস্তুর কবল হইতে মুক্ত করিতে পারিয়াছে, তারই উপর তার মুক্তি একান্তভাবে নির্ভরশীল। মুক্তির প্রসঙ্গে ইহা আরও বলে যে, মানুষ তাহার জ্ঞানের অগোচরে 'আদিম পাপ' হইতে নিজের আত্মাকে মুক্ত করার সাধনার মধ্যেই তাহার 'মুক্তি' নিহিত। 'সান্ত' পলের অভিমত হইতেছে এই যে, মানুষের 'দেহই' হইতেছে সব পাপের মৌল কারণ। আর 'সান্ত পলই (St. Paul) হইতেছেন খৃষ্টীয় ধর্ম্মের অধিবিদ্যার (Metaphyisics) মূল ও আদি প্রবর্তক।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, মানুষের দেহ ও তার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ব্যাপারকে হেয় জ্ঞান করার উপর ভিত্তি করিয়াই খৃষ্টীয় নীতিশাস্ত্র প্রতিষ্ঠিত। বর্তমান যুগে খৃষ্টীয় ধর্ম্মশাস্ত্র খৃষ্টীয় ধর্ম্মের এই মৌল ধারণা সম্বন্ধে যাহাই বলুন বা ব্যাখ্যা দান করার চেষ্টা করুন না কেন, ইহা নিঃসন্দেহ যে, মানুষের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জীবনের প্রতি ঘৃণাই উহার মূল শিক্ষা। মধ্য যুগে যখন চার্চ্চ বা ধর্ম্মযাজকরাই ছিলেন ইউরোপীয়দের নীতিশাস্ত্রের মূল অধিকর্তা, তখন এধরণের মনোভাবের যাথার্থ্য সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই উত্থাপিত হয় নাই; এবং মানুষের দেহগত জীবন এবং তার ইন্দ্রিয়গত কামনা ও বাসনাগুলিকে কেবলমাত্র যে নিম্নস্তরের জীবন বলিয়া ধারণা করা হইত তাই নয়, তাকে আধ্যাত্মিক জীবনের পরিপন্থী বলিয়াও মনে করা হইত। আর আধুনিক কালে যখন খৃষ্টীয় ধর্ম্ম পাশ্চাত্য মনের উপর তার প্রভাবের অনেকখানিই হারাইয়া ফেলিয়াছে এবং যখন দেহগত দাবীর কথাই জোরে শোরে উচ্চে তুলিয়া ধরা হইতেছে (এবং অনেক ক্ষেত্রে উহার বাড়াবাড়িও করা হইতেছে), তখন প্রবৃত্তিপরায়ণতা (sensuality) বলিয়া যে হেয়তাব্যঞ্জক কথাটা চালু রহিয়াছে—উহা হইতেই প্রতীয়মান হয় যে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ ও দেহজ বাসনা কামনার প্রতি খৃষ্টীয় নীতিশাস্ত্র কি ধারণা পোষণ করে। উহারই বহিঃপ্রকাশ হিসাবে পাশ্চাত্য জগতে বহুল প্রচারিত একটা ধারণা রহিয়াছে যে, হযরত মোহাম্মদ (দঃ) 'উচ্চ আধ্যাত্মিক জীবনের অধিকারী হইতে পারেন নাই', যেহেতু তিনি নিজে দাম্পত্যজীবন যাপন করিয়াছেন এবং তাঁহার অনুগামীদিগকেও উহাতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন। বর্ত্তমান যুগেও খৃষ্টীয় ধর্মের স্বপক্ষে যে সব ব্যাখ্যাদি দেওয়া হয় তাহাতেও কিন্তু দেহগত ও ইন্দ্রিয় জীবনের প্রতি খৃষ্টীয় ধর্মের মৌলিক বিরোধিতার কথা গোপন করা সম্ভবপর

www.ahlehadeethbd.org

Contents

হয় না। এবং বর্তমান যুগে পাশ্চাত্য ভাবধারার পরিবর্তনশীলতার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এ ব্যাপারে যে সব সুবিধাজনক ব্যবস্থা খৃষ্টীয় ধর্মযাজকগণ দিয়া থাকেন, তাহাতেও ইতিহাসের ঐ মূল তথ্য চাপা দেওয়া যায় না।

খৃষ্টীয় ধর্ম তার অনুসারীদের উপর যে উভয় সঙ্কট (dilemma) চাপাইয়া দিয়াছে, তার তিক্ততা যে কত বেশী তা হৃদয়ঙ্গম করা যায় যদি আমরা মনে রাখি যে, স্ত্রী পুরুষের মিলনের মৌলিক উপাদান স্বরূপ যে যৌন আকর্ষণ রহিয়াছে তাহাকেই খৃষ্টীয় ধর্ম যাজকগণ আদি কালের মূল উৎস ও উহার চিরন্তন প্রতীক বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, যাহা মূলতঃ অসম্ভব ও অস্বাভাবিক তাহা যাজকগণের বিধানে সম্ভব হইতে পারে না। মানুষের জীবন হইতে তার দেহগত আশা আকাঙ্খাকে মুছিয়া ফেলা কখনই সম্ভবপর হইতে পারে না। এবং যদিও "বস্তুর" প্রতি আকর্ষণকে খৃষ্টান ধর্ম শয়তানী কার্য্য বলিয়া অভিহিত করিয়াছে, তাই বলিয়া মানুষের স্বভাবগত বাস্তব জীবনের প্রতি আকর্ষণ ও পার্থিব জীবনে ক্রমোন্নতি সাধনের ইচ্ছাকে প্রদমিত করা সম্ভব হয় না। সেই জন্যই দেখা যায়, মধ্যযুগের প্রথম পর্য্যায় হইতেই যাজকদের বিধান ও মানুষের স্বাভাবিক আশা আকাঙ্খার মধ্যে একটা আপোষরফা করা হইয়াছে। যাজকগণ তাঁহাদের ইচ্ছাকৃত নীরবতা দ্বারা ইহাই বুঝাইয়া দিয়াছেন যে, মানুষের ঐ সব আশা আকাঙ্খা হইতেছে "প্রয়োজনীয় অমঙ্গল" (necessary evil)। আর এক ধাপ অগ্রসর হইয়া ইহাও প্রতিপন্ন করা হইয়াছে যে, মানুষের স্বভাবগত আশা আকাঙ্খা যে 'ধর্ম বিরোধী" তাহা নয়; বরং উহা ধর্মীয় জীবন হইতে সম্পূর্ণ সংশ্রবশূন্য। এইভাবে মানব-জীবনের বাস্তব দিকটাকে ধর্মের আওতার মধ্য হইতে বাদ দিয়া যাজকগণ পাশ্চাত্য জগতের এই মৌলিক ভাবধারার জন্ম দিয়াছেন যে, মানুষের ধর্মজীবন ও পার্থিব জীবন সম্পূর্ণরূপে পৃথক ও বিচ্ছিন্ন।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, ইউরোপীয়গণ বা আমেরিকানগণ যে খৃষ্টীয় ধর্মের মূলনীতির সহিত নিজেদের জীবনকে খাপ খাওয়াইতে পারিতেছেন না, তার কারণ এই নয় যে, তাঁহাদের নীতি-জ্ঞানের অভাব বা স্বল্পতা রহিয়াছে। বরং উহার কারণ এই যে, খৃষ্টীয় ধর্মের মৌল নীতির প্রারম্ভ হইতেছে, —"এই পার্থিব জগৎ হইতে দূরে সরিয়া যাও", এবং উহার উপসংহার হইতেছে, "তুমি নিজেকে যেমন ভালবাস, ঠিক তেমনই তোমার প্রতিবেশীকে ভালবাস।" বলা বাহুল্য, ইউরোপীয়গণ বা আমেরিকানগণ কখনই এই নীতির সহিত নিজেদিগকে খাপ খাওয়াইতে পারে নাই এবং ইহাও সত্য যে, খৃষ্টীয় চার্চ বা যাজকগণ কখনই এই নীতিকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য জোর দেন নাই; তাঁহারা এই নীতিকে সুন্দর কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে অচল একটী আদর্শ (ideal) হিসাবেই গ্রহণ করিয়াছেন! এমন কি বর্তমান যুগের চিন্তাবিদগণও যে যাজকগণের এবম্প্রকার মনোভাবের সহিত সম্পূর্ণ একমত তাহা নিম্নের উদ্ধৃতি হইতে স্পষ্টই প্রমাণিত হইবে:

"বাইবেলের নূতন নিয়মে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হইয়াছে যে, চরম নীতির মাপকাঠি হইতেছে একটী আদর্শমাত্র যার জন্য খৃষ্টীয় ধর্ম চেষ্টা করিতে বাধ্য; কিন্তু মূলতঃ উহা কোনক্রমেই বাস্তবায়িত হওয়ার নয় ...সুসমাচারে (Gospel) বর্ণিত ন্যায়নীতির এই পথ এবং এই প্রকার অনমনীয়

www.ahlehadeethbd.org

Contents

নীতি কখনই প্রত্যক্ষভাবে জীবনে প্রয়োগ করার ব্যাপার নয়"—[ই, বার্কার ও আর প্রেস্টন (E. Barker and R. Preston) কৃত পুস্তক "Christians in Society (সামাজিক জীবনে খৃষ্টীয়ানগণ দ্রষ্টব্য।]

বর্তমানকালে পাশ্চাত্য-সভ্যতায় সামাজিক ও নৈতিক যে পতন ঘটিয়াছে, উহা খৃষ্টীয় ধর্মের এই দ্বৈত নীতির (dualism) সহিত নিবিড়ভাবে জড়িত। দীর্ঘ ১৫ শত বৎসরের অধিককাল হইতে পাশ্চাত্যের নীতিশাস্ত্রের আদর্শ খৃষ্টীয় ধর্ম হইতে আহরিত হইয়াছে। অর্থাৎ এ কথা বলা যায় যে, ১৫ শত বৎসরের অধিককাল ধরিয়া পাশ্চাত্য-বাসীদিগকে শিখান হইতেছে যে, নীতিশাস্ত্রের এই বিধান বাস্তবজীবনে প্রয়োগের উপযোগী নয়; আরও পরিষ্কার করিয়া বলিতে বলিতে হয় যে, নীতিশাস্ত্রের এই শিক্ষা বাস্তব জীবনের কার্য্যাবলীতে যেন হস্তক্ষেপ করিতে না আসে। যে সর্বনাশ বা পরম বিভ্রাট পাশ্চাত্য জগতকে নড়াইয়া দিয়াছে, উহা শেষ পর্য্যন্ত পাশ্চাত্য মনের ঐ চিন্তাধারা হইতেই উদ্ভূত—যে চিন্তাধারা নীতিজ্ঞান ও বাস্তব জীবনের মধ্যে এক কঠিন সীমারেখা টানিয়া দিয়াছে; এবং যাহা এই বাহানার (excuse) জন্ম দিয়াছে যে, যাহা কিছু কার্য্যকারকের নিজের বা তাহার সমাজের বা শ্রেণীর লোকদের উদ্দেশ্য-সিদ্ধির সহায়ক তাহা নীতিবিগর্হিত হইলেও করাতে দোষ নাই। ইহার বিরুদ্ধে খুব জোরেশোরে যত কিছুই প্রচার করা হউক না কেন, পাশ্চাত্যের অর্থনীতিবিদ ও রাজনীতিবিদ পণ্ডিতবর্গ কখনই স্বীকার করিবেন না যে, নীতিশাস্ত্রের অনুজ্ঞা বাস্তব জীবনের সুবিধার উপর স্থান পাইতে পারে। ১৫ শত বৎসরের অধিককাল ধরিয়া খৃষ্টীয় ধর্ম তাহাদিগকে এই শিক্ষাই প্রদান করিয়াছে যে, খৃষ্টীয় ধর্মের বিধানগুলি ও উহার নৈতিক আদর্শ অতি চমৎকার ও সুন্দর আদর্শ; উহা গীর্জা ঘরের অভ্যন্তরেই "এলান" (Sermons) হিসাবে আলোচিত হইতে পারে; কিন্তু ব্যবসায় বাণিজ্য ও লেন দেন একান্তভাবেই জাগতিক ও বৈষয়িক ব্যাপার (Business is business)। সুতরাং এইসব ব্যাপারে উক্ত আদর্শ মোটেই প্রযোজ্য নয়।

যেহেতু খৃষ্টীয় ধর্মই হইতেছে পাশ্চাত্য জগতের কয়েক শত বৎসরের একমাত্র আচরিত ধর্ম, তাই পাশ্চাত্যবাসীরা খৃষ্টীয় ধর্মকেই "ধর্ম" বলিয়া ভাবিতে অভ্যস্ত। এবং তাঁহারা যেহেতু খৃষ্টীয় ধর্ম সম্বন্ধে এখানে নিরাশ হইয়া পড়িয়াছেন, সেই হেতু তাঁহারা ধারণা করিয়াছেন যে, ঐ নৈরাশ্য সমগ্র ধর্মের প্রতিই প্রযোজ্য। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁহাদের এই নৈরাশ্য কেবলমাত্র সেই একটীমাত্র ধর্ম সম্বন্ধে, যে ধর্ম সম্বন্ধে তাঁহাদের অভিজ্ঞতা রহিয়াছে।

পাশ্চাত্যবাসী ইতিপূর্বেই নিরাশ হইয়াছেন বা এক্ষণে অতি দ্রুত হইতেছেন খৃষ্টীয় ধর্মের মৌল বিধান সম্বন্ধে যে ধর্ম শুধু প্রতিশ্রুতি দেয় যে, অনাগত ভবিষ্যতে কোনও এক দিনে এই দুনিয়ায় সুখ ও ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হইবে, কিন্তু কঠিন বাস্তব জগতের প্রয়োজন বা সমস্যা সমাধানে কিছুই দিতে পারে না। এ এমন একটী ধর্ম যাহা সামাজিক ন্যায় নীতি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে কিছুই করে নাই বা করিতে পারে না; ইহা কেবল নিজেকে সীমাবদ্ধ করিয়াছে অবাস্তব নৈতিক আদর্শ প্রচারে। ইহা এমন একটী ধর্ম যাহা শুধু কতকগুলি বিশ্বাস, কতকগুলি আচার অনুষ্ঠান ও পারমার্থিক আশার কথাই বলে, কিন্তু মানুষের ব্যক্তিগত ও সামা-

www.ahlehadeethbd.org

Contents

জিক জীবনযাত্রার ব্যাপারে কোন প্রোগ্রামই দেয় না। কিন্তু এর আবার আর একটি দিক রহিয়াছে, যেদিকের কথাও পাশ্চাত্যবাসী ভুলিতে পারে না—খৃষ্টীয় চার্চ্চ প্রায় ক্ষেত্রে আবার অত্যাচার ও পীড়নের সমর্থন জোগায়। দেখা যায় যে, পার্থিব ব্যাপারে যাহারা ক্ষমতাকে কেবলমাত্র তাহাদের স্বার্থসিদ্ধির হাতিয়ারে পরিণত করিয়া জনসাধারণের ন্যায্য অধিকার ব্যাহত করিয়া এক সমাজবিধি প্রবর্ত্তন করিয়াছে, খৃষ্টীয় চার্চ্চ ঐ অন্যায় সমাজবিধিকে অটুট রাখিতে চায়। কাজেকাজেই ইহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হওয়ার কিছুই নাই যে, বহু পাশ্চাত্যবাসীই আজ "ধর্ম্মের" নাম শুনিলেই দারুণ সন্দেহ দোলায় দোদুল্যমান হইয়া উঠে; কারণ তাহারা ভয় করে যে, ধর্ম্মের আবরণে আবার তাহাদের পীড়নের ব্যবস্থাই প্রবর্ত্তন করা হইবে এবং নূতন করিয়া অজ্ঞানতার অন্ধকার ডাকিয়া আনা হইবে।

এই ব্যাপারে ইসলাম ধর্ম্মের ভূমিকা কি? উত্তরে বলা যায় যে, পাশ্চাত্যের সুধীবৃন্দ যদিও যথেষ্ট সঙ্গত কারণেই খৃষ্টীয় ধর্ম্মের ব্যাপারে নিরাশ হইয়া পড়িয়াছেন এবং উহার কার্য্যকারিতার বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করিতেছেন, কিন্তু মুসলিম চিন্তাবিদদের ঐ প্রকার মনোভাব পোষণের কোনই সঙ্গত কারণ নাই, কারণ যে ক্ষেত্রে খৃষ্টীয় ধর্ম কোন কিছু করিতে ব্যর্থ হইয়াছে, সে ক্ষেত্রে ইসলাম সফলতা অর্জন করিয়াছে।

সর্বপ্রথমেই বলিতে হয় যে, ইসলাম মানবজীবনকে "দৈহিক" ও "আধ্যাত্মিক" এই দুই ভাগে বিভক্ত করে নাই; এবং ধর্মকে কেবলমাত্র আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ করে নাই। আমাদের প্রিয় নবী (দঃ) তাঁহার ২৩ বৎসরের নবী জীবনে মানব সমাজের জন্য যে জীবন-ব্যবস্থা শিক্ষা দিয়াছেন তাহাতে কেবল আধ্যাত্মবাদের কথাই নাই এবং কেবলমাত্র ব্যক্তিগত জীবনের সাধুতার কথাই বলা হয় নাই; উহাতে আমাদের সকলের ব্যক্তিগত ও সমাজ জীবনের কাঠামো প্রদত্ত হইয়াছে। ইহা জীবনের প্রতিটী ক্ষেত্রে যথা—নৈতিক, দৈহিক, ব্যক্তিক ও সামাজিক ব্যাপারকে ব্যাপ্ত করিয়া রাখিয়াছে; ইহা দেহের, মনের, আত্মার, যৌন জীবনের, অর্থনীতির, ন্যায়নীতির ও সৌন্দর্য্য নীতির সমস্যার কথা বলিয়াছে এবং উহাদের সমাধানের পথ-নির্দেশ প্রদান করিয়াছে; সঙ্গে সঙ্গে প্রার্থনার কথাও বলিয়াছে, ধর্মশাস্ত্রের কথাও বলিয়াছে। নবীজীর (দঃ) শিক্ষার মধ্যে এ সবই অঙ্গাঙ্গিভাবে স্থান পাইয়াছে। ন্যায় নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত সমাজ জীবনের চিত্র আমাদের সামনে তুলিয়া ধরা হইয়াছে এবং কোন্ টাইপের মানুষের দ্বারা এই প্রকার সমাজ গঠিত হইবে তারও সন্ধান দেওয়া হইয়াছে। তিনি আমাদের জন্য দিয়া গিয়াছেন রাজনৈতিক জীবনের ১টী কাঠামো কিন্তু ইহার খুটীনাটী প্রদত্ত হয় নাই; কারণ মানুষের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রয়োজনীয়তা সময়ের পরিবর্তনের সহিত রূপ বদলায়। তিনি আমাদিগকে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন মানুষের ব্যক্তিগত অধিকার কি কি এবং তাহার সামাজিক কর্তব্যই বা কি কি। কি ভাবে ইতিহাসের ধারায় উহারা অভিব্যক্তি লাভ করে তারও ইঙ্গিত তিনি দিয়া গিয়াছেন। এবং যেহেতু এই ধর্মে সত্বাকে "বস্তু" ও "আত্ম" এই দুই ভাগে বিভক্ত করা হয় নাই, সেই হেতু এই ধর্মে সত্বাকে "স্বাভাবিক" ও "অতি স্বাভাবিক" এই দুই স্তরে বিভক্ত করারও সুযোগ নাই, যাহা আছে বা যাহা ঘটে তাহার সব কিছুই

www.ahlehadeethbd.org

Contents

মুসলিমের নিকট "স্বাভাবিক" বিষয়বস্তু; কারণ "প্রকৃতি" হইতেছে সমগ্র সৃষ্টির সমাহার, তার দৃষ্ট, অদৃষ্ট ও ধরা ছোঁওয়ার বস্তু ও গুণের সমাহার। আর প্রাকৃতিক নিয়ম বলিতে এই বুঝা যায় যে, যে বিশেষ প্রণালীতে বিধাতার ইচ্ছা বাস্তব জগতে কার্য্য করে বা রূপায়িত হয়—এই প্রকার জীবনধারার মধ্যে মানুষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ব্যাপারে সংঘাত সৃষ্টি হইতে পারে না; তাহারা পরস্পর অচ্ছেদ্য এবং তজ্জন্য তাহারা উভয়ই সমানভাবে সঙ্গত।

দ্বিতীয়তঃ খৃষ্টীয় চার্চ ইউরোপের সমাজ জীবনে যে অগৌরবের কাজ করিয়াছে, ইসলামের ইতিহাসে তার কিছুই ঘটে নাই। ইসলাম ধর্ম তত্ত্ববিদ ও ব্যবস্থা দাতাগণের (ফকিহ) মধ্যে প্রায় সকলেই মানবীয় অধিকারকে খুব জোরেশোরে সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। জুলুম ও জবরদস্তির বিরুদ্ধে তাঁহাদের অনেকেই নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া ও অনেক ক্ষেত্রে জীবন বিসর্জন দিয়া সংগ্রাম করিয়া গিয়াছেন; এবং তার ফলে তাঁহারাই ছিলেন ক্ষমতার অপব্যবহারের বিরুদ্ধে প্রহরী-স্বরূপ। অতীতের মুসলিম "ওলামাদের" এইটাই অন্যতম প্রধান কৃতিত্ব এবং তাঁহাদের এবম্প্রকার কার্যকলাপের জন্যই ইউরোপের শতাব্দীর পর শতাব্দীব্যাপী অগৌরব ও দুঃখ দুর্দ্দশা হইতে মুসলিম সমাজ রক্ষা পাইয়াছে।

তৃতীয়তঃ যে ক্ষেত্রে খৃষ্টীয় ধর্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যে কঠোর সংগ্রাম চলিয়াছিল এবং যার ফলে একদিকে যত রকমের অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারের স্তূপ জমিয়াছিল এবং অন্যদিকে বৈজ্ঞানিকগণকে নিপীড়ন করা হইতেছিল, সে ক্ষেত্রে আমরা ইসলাম ও বিজ্ঞানের মধ্যে কোন বাদবিতণ্ডার রেশ পর্য্যন্ত দেখিতে পাই না—ইসলামের শিক্ষার মধ্যে ত নহেই; এমন কি ওলামাদের ব্যবহারেও নহে।

উপরে বর্ণিত সর্বশেষ বিষয়টি আমাদের আলোচ্য বিষয়বস্তুর সহিত খুব ঘনিষ্টভাবে সম্পৃক্ত। কারণ ধর্মের প্রতি পাশ্চাত্যের বিরূপ মনোভাব পোষণের মূল কারণ হইতেছে এই যে, খৃষ্টীয় ধর্ম কেবলমাত্র পরলোকেরই কথা বলে এবং বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে বাধার সৃষ্টি করে। যদি এর সঙ্গে আমরা যোগ করি খৃষ্টীয় ধর্মের "ডগমা" নিচয় (dagmas) এর কথা—যাহা বোধির উপর প্রতিকূলতারই সৃষ্টি করে—তাহা হইলে আমরা বর্তমান প্রচলিত সেই "শ্লোগান" (slogan) এর তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি যে শ্লোগান বলে—"ধর্ম হইতেছে বিজ্ঞানের বিরোধী," কিন্তু পাশ্চাত্যের চিন্তাবিদগণ একবারও ভাবিয়া দেখেন না যে, যে মন্তব্য খৃষ্টীয় ধর্মের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তাহা কি সমানভাবে বা মোটা-মুটিভাবে অন্যান্য ধর্মের উপরও প্রযোজ্য? যে অহমিকতার ফলে তাঁহারা পূর্ব হইতে ধারণা করিয়া বসিয়া রহিয়াছেন যে, পাশ্চাত্য সভ্যতাই হইতেছে সর্বশ্রেষ্ঠ সভ্যতা, সেই একই অহমিকতা পুর্ণ মনোভাবের জন্য তাঁহারা আরও ধরিয়া লইয়াছেন যে, খৃষ্টীয় ধর্মমতজনিত নৈতিকতাই হইতেছে ধর্মীয় নৈতিকতার চরম রূপ—যদিও তাঁহারা ঐ নীতিকে বাস্তব জীবনে মোটেই আমল দেন না। এবং যেহেতু তাঁহাদের খৃষ্টীয় চার্চ এর আচরণ লইয়াই যত মাথা ব্যথা, সেই হেতু তাঁহারা ধরিয়া লইয়াছেন যে, খৃষ্টীয় চার্চের আচরিত কর্ম ও অপকর্ম অন্যান্য ধর্মের বিচার বিবেচনার মাপকাঠি।

খৃষ্টীয় ধর্ম অবশ্য বহুকাল ধরিয়া বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার বিরোধিতা করিয়া আসিয়াছে; এবং মাত্র এই আমাদের কালেই এই বিরোধিতায়

www.ahlehadeethbd.org

পরাজয় বরণ করিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছে যে, "ধর্ম ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কোন বিরোধিতা নাই।" কিন্তু ইহা কি সম্ভবপর নয় যে অন্যান্য ধর্ম (বা অন্য একটি ধর্ম) এইরূপ পরাজয় বরণ না করিয়াই এবং প্রথম হইতেই ঐ একই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে ? ইহা কি সম্ভবপর নয় যে অন্যান্য ধর্ম (বা অন্য একটী ধর্ম) "ধর্ম ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিরোধিতা নাই" এই ভিত্তির উপরেই প্রতিষ্ঠিত ?

বলা বাহুল্য, আমি এখানে ইসলাম ধর্মের কথাই বলিতেছি. ঐ তহাসিক আলোচনায় দেখা যায় যে, খৃষ্টান জগতে বিজ্ঞানের ব্যাপারে যে ব্যবহার করা হইয়াছে, ইসলাম তার সম্পূর্ণ ভিন্ন রূপ আচরণই করিয়াছে। ইসলাম যে কেবল-মাত্র বিজ্ঞানের আলোচনার বিরুদ্ধাচরণ করে নাই বরং বিজ্ঞানের আলোচনা তথা জ্ঞানানুশীলনকে ইসলাম অনেকটা এবাদতের মর্য্যাদাই প্রদান করিয়াছে। যে ক্ষেত্রে খৃষ্টীয় "চর্চ" পণ্ডিতগণকে পোড়াইয়া মারিয়াছে বা অন্যভাবে তাঁহাদের উপর জুলুম করিয়াছে, তাঁহাদের প্রণীত বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় পুস্তকাবলী নির্বিচারে ধ্বংস করা হইয়াছে এবং জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে স্বাধীন মতামতকে দাবাইয়া দেওয়া হইয়াছে, সেক্ষেত্রে ইসলামের ইতিহাসে এমন একটী ঘটনারও উল্লেখ পাওয়া যায় না যদ্বারা বুঝা যায় যে, মুসলিম শাসনাধীনে কোন বৈজ্ঞানিককে তাঁহার মতবাদের জন্য কোনও প্রকারে উৎপীড়ন সহ্য করিতে হইয়াছিল। ধর্মবেত্তাগণের (theologians) কাহাকে কাহাকেও অবশ্য নিগৃহীত করা হইয়াছিল ; এবং যাঁহারা প্রচলিত ধর্মীয় মতবাদ (orthodox theology) হইতে বিচ্যুত হইয়াছিলেন তাঁহাদের মতবাদকে দাবাইয়া দিবার প্রচেষ্টাও মধ্যে মধ্যে হইয়াছিল। কিন্তু কোন বৈজ্ঞানিককে এসব কিছুই করা হয় নাই। ইহার কারণ এই যে, ইসলাম তার অনুরক্তগণের মধ্যে জ্ঞানানুশীলনের প্রতি বৃহত্তম সম্মান প্রদর্শনের মনোভাব সৃষ্টি করিয়াছে এবং জ্ঞান অন্বেষণকে অন্যতম "ফরজ" (অবশ্য-কর্তব্য-কর্ম) বলিয়া নির্ধারণ করিয়াছে। তজ্জন্য এটা কোন আকস্মিক ব্যাপার নয় যে, বহু মুসলিম বৈজ্ঞানিক যাঁহাদের কথা আজও ঘরে ঘরে উচ্চারিত হয়—বিশিষ্ট ধর্মবেত্তা theologian ও ব্যবহার শাস্ত্রবিদ (ফকিহ) ছিলেন। কোরআন ও সুন্নার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াই তাঁহারা জানিতে পারিয়াছিলেন যে, বিজ্ঞানের জ্ঞান অর্জন করিয়া তাঁহারা স্রষ্টারই এবাদত করিয়াছেন। যখন তাঁহারা এই মর্মে হাদীস দেখিলেন, "আল্লাহ ঔষধ সৃষ্টি না করিয়া রোগ সৃষ্টি করেন নাই," (বুখারী কর্তৃক বর্ণিত) তখন তাঁহারা অনুধাবন করিয়াছিলেন যে, ব্যাধির অজ্ঞাতপূর্ব ঔষধের অনুসন্ধান করিয়া তাঁহারা আল্লার মঙ্গল ইচ্ছাই পূর্ণ করিবেন। এর ফলে চিকিৎসা সংক্রান্ত গবেষণা ধর্মীয় কর্তব্যের পবিত্রতা ও মর্য্যাদা লাভ করিয়াছিল। তাঁহারা কোরআনে এই মর্মে এক আয়াৎ পাঠ করিলেন, "আমরা সমস্ত জীবিত জিনিষকে পানি হইতে সৃষ্টি করিয়াছি" এবং এই আয়াতের গূঢ় রহস্য অবগত হওয়ার জন্য জীবিত বস্তু নিচয়ের দেহ-গঠন লইয়া আলোচনা আরম্ভ করিয়া দিলেন এবং তার ফলে "জীববিদ্যা" (Biology) নামক নূতন বিজ্ঞান শাখার প্রবর্তন হইল। কোরআন নক্ষত্রসমূহের ও তাহাদের সুসম গতি ও প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলা হইয়াছে যে, ঐ গুলি সৃষ্টিকর্তার অসীম সৃষ্টি কুশলতার সাক্ষী। ফলে তাঁহারা এই সবের আলোচনা ও গবেষণার জন্য গণিত ও ভূগোল

www.ahlehadeethbd.org

Contents

শাস্ত্র লইয়া এতই তৎপরতা দেখাইলেন যা অন্য ধর্মাবলম্বীরা কেবল মাত্র তাঁহাদের ধর্মীয় উপাসনার জন্যই প্রদর্শন করিয়া থাকেন। ঐ একই কারণে, ঐ একই মনোভাব লইয়া মুসলিম মনীষিরা শারীরবিদ্যা (Physiology)রসায়নশাস্ত্র, (Chemistry) ও জীববিদ্যা (Zoology) এবং বিজ্ঞানের আরও বিভিন্ন শাখা লইয়া আলোচনা করিয়াছেন এবং উহাতে তাঁহাদের চিরস্থায়ী অবদান রাখিয়া গিয়াছেন।

অতীতের সেই দিন গুলিতে প্রত্যেকটী মুসলিম এই ধারণা পোষণ করিত যে, "বৈজ্ঞানিকগণ আল্লার রাহেই বিচরণ করেন"—যে অমরবাণী স্বয়ং হজরত মোহাম্মদ (দঃ) নিজ মুখে উচ্চারণ করিয়াছিলেন। মুসলিম শাসকবর্গও মুসলিম সমাজ বিজ্ঞানীদের প্রতি যে অতি উচ্চ সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য যে রকম উৎসাহ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। হিজরীর ১ম পাঁচ শতাব্দী ছিল মুসলিমদের সৃষ্টিশীল কাল; ঐ সুদীর্ঘ কাল পর্যন্ত মুসলিম সভ্যতাই ছিল জ্ঞান বিজ্ঞানের সর্বাপেক্ষা বড় পৃষ্ঠপোষক; এবং সেইখানেই ছিল ইসলামের প্রাধান্য, সেই খানেই ছিল জ্ঞান বিজ্ঞানের অনুশীলনের সর্বাপেক্ষা নিরাপদ স্থান। এক কথায় বলা যায় যে সে সময় ইসলামই সভ্যতার অনুশীলন ও জয় যাত্রার পথে একমাত্র প্রেরণা-দাতা ছিল এবং ঐ সময়টা ছিল মানবীয় কীর্ত্তিকলাপের ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা গৌরবজ্জ্বল কাল। উহা 'জীবনকে' জানাইয়াছিল আবাহন, আর 'জড়তাকে' দিয়াছিল বিদায়, জ্ঞানের অনুশীলনকে জানাইয়াছিল অভিনন্দন আর ধারণার অস্পষ্টতা ও ধূম্রজালকে করিয়াছিল প্রত্যাখ্যান, কর্মের প্রবাহকে জানাইয়াছিল আবাহন, আর নিষ্কর্ম শান্তিকে জানাইয়াছিল বিদায়ী 'সালাম'।

ধর্মের প্রতি বিরূপতার স্বরূপ উপরে বিশ্লেষণ করা হইল। এক্ষণে দেখা যাক পাশ্চাত্যের হাল আমলের চিন্তাবিদ ধর্মের বিরূপতার স্বরূপকে কি ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন।

"ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য যে, পৃথিবীর বড় বড় ধর্ম সম্বন্ধে আধুনিক যে সব সমালোচনা করা হয় তাহা সম্পূর্ণরূপে ভিত্তিহীন নহে। ধর্মগুলির ব্যাধি সংক্রান্ত চরম মতবাদ এবং শুধু মাত্র পরমার্থিক ব্যাপারে সমগ্র দৃষ্টি নিবদ্ধ করার ফলে তাহারা মানুষকে বাস্তব জগতের প্রতি ও দৈনন্দিন সমাজ জীবনের প্রতি বিমুখ করিয়া তোলে। কিন্তু "অনাদি" ও "অনন্ত" এর প্রতি সম্পূর্ণ মনোনিবেশ এবং তার ফলে জাত পরলোকের প্রতি অভিনিবেশ আধুনিক মনের সম্পূর্ণ বিপরীত। কারণ ইহা শেষ পর্যন্ত মানবীয় আপেক্ষিক জ্ঞানকে ও উহার মূলমান ও মর্যাদাকে বিনষ্ট করিয়া ফেলে। আর উহার অর্থ হইতেছে প্রকৃতি বিজ্ঞানকে তথা মানব জীবনকেই বিনষ্ট করা। বর্তমান যুগ একন একটী ধর্ম চায় যাহা মানুষকে দিতে পারে কর্ম প্রেরণা এবং যাহা দিতে পারে বিগত দুই শতাব্দীতে অর্জ্জিত বস্তুতান্ত্রিক ও সামাজিক অগ্রগতির প্রতি আবাহন।" [ক্রিষ্টোফার ডসন (Christopher Dawson) প্রণীত Progress and Religion (প্রগতি ও ধর্ম) নামক পুস্তক দ্রষ্টব্য।]

যদি আমরা উপরে বর্ণিত "ধর্মের প্রতি বিরূপতার স্বরূপ"কে নিরপেক্ষভাবে বিচার বিশ্লেষণ করি, তাহা হইলে দেখা যাইবে যে, ধর্মের বিরুদ্ধে ঐ অভিযোগ সম্পূর্ণরূপে খৃষ্টীয় ধর্ম ও অন্যান্য

www.ahlehadeethbd.org

Contents

অতীন্দ্রিয় বুজরুকী (mystical) ধর্মের প্রতি প্রযোজ্য ; কিন্তু ইসলামের প্রতি কোন ক্রমেই নহে। বরং বলা যায় যে, ঐ অভিযোগ প্রকারান্তরে ইসলামিক চিন্তাধারাকেই সমর্থন করে।

এমন কতকগুলি বিষয়কে খৃষ্টীয় ধর্ম একেবারে নির্বিচারে বিশ্বাসের দাবী জানায় যাহা হয় বুদ্ধির অগম্য, আর না হয় মানুষের বিবেকবুদ্ধি উহা সত্য বলিয়া গ্রহণে অক্ষম। দৃষ্টান্ত স্বরূপ "ত্রিত্ববাদ" ও "বিকল্প প্রায়শ্চিত্ব"(Vicarious Attonment) এর কথা বলা যায়। এই রকমের কোন হেয়ালী বস্তু ইসলামের নাই। বরং বলা যায় যে, ইসলামের মৌলিক নীতিগুলি মানুষের সাধারণ জ্ঞানের বিরোধী নহে। জন কয়েক গূঢ়তত্ত্ববাদী সুফী যাহাই বলুন না কেন, ধর্মের আলোচনা ও প্রণালীর জন্য রহস্যবাদী ভাবপ্রবণতাকে বাদ দিয়া যুক্তিকেই ইসলামে স্থান দান করা হইয়াছে। ইসলাম বলে, "আল্লাহ তালা হইতেছেন "কামাল" (পূর্ণ)। অপূর্ণতার দোষ তাঁহার সত্বাকে স্পর্শও করিতে পারে না।" গুটী কয়েক পরমার্থিক চিন্তাধারার মধ্যে ইসলাম সীমাবদ্ধ নহে। বরং বলা যায় যে, ইসলামের সমগ্র পরমার্থিক চিন্তাধারার ভিত্তি রচিত হইয়াছে একটী মাত্র শিক্ষার উপর ; উহা হইতেছে "আল্লাহতালা আছেন, তিনি স্বয়ংসম্পূর্ণ, সর্বশক্তিমান, ন্যায়পরায়ণ ও করুণাময়।" ইহা ছাড়া অন্য যে সব গুণাবলীর কথা বলা হয়, সেগুলিকে অনেকটা কল্পনাবিলাস বলা যায়(?)। ঐ সব লইয়া গত এক হাজার বৎসর ধরিয়া আমাদের ওলামাগণ অনেক জল্পনা কল্পনার কসরত দেখাইয়াছেন ; কিন্তু সত্যিকার ইসলামের শিক্ষার সহিত উহাদের সংশ্রব খুব কম।

আমরা আরও জানি যে, ইসলাম মানুষের মনকে এই বস্তু জগৎ এবং সামাজিক কর্তব্য কর্ম হইতে অন্যত্র লইয়া যাইতে চায় না ; বরং এই কথার উপরই জোর দেয় যে, এই বস্তুজগৎ 'সৃষ্টির'ই অন্তর্ভুক্ত ; এবং সেই কারণে মানুষের সামাজিক কর্তব্য কর্মকে ধর্মীয় জীবনের অচ্ছেদ্য অংশ বলিয়াই পরিগণিত করা হইয়াছে। নিজেদের জীবনের মানকে উন্নত করাও মানুষের সামাজিক কর্তব্য ; এবং সেই হিসাবে উহার জন্য প্রচেষ্টা চালানও ধর্মীয় কার্য্য হিসাবে পরিগণিত হইতে পারে। অনাদি, অনন্ত পরম সত্তার আলোচনার মধ্যেই ইসলাম নিজেকে সীমাবদ্ধ করিয়া ফেলে নাই ; বরং ইহা বেশী জোর দিয়াছে আপেক্ষিকভাবে বৈজ্ঞানিক সত্যের উপর ও মানব জীবনের উপর। এবং সেই কারণেই ইহা কর্মের প্রেরণা যোগাইয়াছে এবং বস্তু জগৎকে ও সামাজিক ক্রমোন্নতিকে সমর্থন করিয়াছে। পূর্বেই আমরা দেখিয়াছি যে, মিঃ ক্রীস্টোফার ডসন এর মতে ইহাই হইতেছে বর্তমান যুগের দাবী। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তিনি ঐতিহাসিক ধারার অপব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন যে, ইহা বর্তমান পাশ্চাত্য জগতের বিশিষ্ট অবদান।

এক কথায় বলা যায়-যে, ইসলাম ও বিজ্ঞানের মধ্যে কোন সময়ই বিরোধ ছিল না এবং এখনও নাই। ইহার একমাত্র হেতু এই যে, মানুষের "স্বভাবধর্ম" (human nature) ও ইসলামের মধ্যে কোন বিরোধ নাই, ইসলামের শিক্ষা, জীবনের বিকাশের ব্যাপারে প্রত্যেকটী ক্ষেত্রে জোর দিয়াছে —তার দেহের প্রতি, তার মানসিকতার প্রতি এবং সামাজিক গঠনের প্রতি। তার ফলে সত্য ও আনন্দ অনুসন্ধানের প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে ইহা প্রবলতম অনুপ্রেরণা জোগাইয়াছে।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

শূন্যগর্ভ উপদেশ

"ধর্ম অতীতের বস্তু" এই বলিয়া যে আওয়াজ তোলা হইয়াছে উহা মূলতঃ পাশ্চাত্য জগতের শ্লোগান। ইসলামের ক্ষেত্রে এই আওয়াজ সম্পূর্ণ নিরর্থক। কেবলমাত্র সেই সব স্বল্পদৃষ্টিসম্পন্ন লোক যাঁহারা মনে করেন যে, 'সভ্যতা" মানেই পাশ্চাত্য সভ্যতা কেবলমাত্র তাঁহারাই মনে করেন যে, পাশ্চাত্যের ধর্মের প্রতি বিরোধমূলক এই সমালোচনা ইসলামের উপরও বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিবে। কিন্তু আমরা দেখিলাম যে, সত্যিকার মানবীয় প্রয়োজনীয়তা মিটানোর ব্যাপারে ইসলামের বিধানগুলি অপারগ নহে।

তাহা হইলে স্বভাবতই প্রশ্ন করা যায় যে, তবে কেন বর্তমানে মুসলিম রাষ্ট্রগুলিতে ইসলাম ধর্মের আবেদন প্রায় নষ্ট হইয়া গিয়াছে?

উত্তরে বলা যায় যে, পাশ্চাত্য সভ্যতা বর্তমানে সমগ্র দুনিয়ার উপর যে অপরিসীম প্রভাব বিস্তার করিয়াছে উহাই এর জন্য অংশত দায়ী। পাশ্চাত্য জগতের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক চাকচিক্য ও চোখ ধাঁধাঁন মোহে মুগ্ধ হইয়া মুসলিম প্রগতিবাদীরা ইহা বুঝিতেই সক্ষম নয় যে, পাশ্চাত্যের এই "প্রেস্টিজ" কিরূপ আলেয়ার মত প্রহেলিকা ও বিভ্রান্তিকর; পাশ্চাত্য সমাজ জীবনের ভিত্তি কত ঠুনকো; তাহাদের নৈতিক ধ্যান-ধারণার মধ্যে কি প্রকার বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইয়াছে এবং ভবিষ্যতের আশা ভরসার ক্ষেত্রে উহা কিরূপ নৈরাশ্যজনক! বাল সুলভ প্রশংসার দৃষ্টিতেই তাঁহারা পাশ্চাত্য সভ্যতাকে নিরীক্ষণ করেন; তাই ইউরোপে বা আমেরিকায় যে কোন ভাবধারার উদ্ভব হউক না কেন, সে গুলিকে তাঁহারা বিনা বিচারে গ্রহণ করেন এবং যেহেতু বর্তমানে পাশ্চাত্য বা ফ্যাশান জগতে ধর্মের বিরুদ্ধে সমালোচনা করার একটা প্রবণতা দেখা দিয়াছে, সেই হেতু এই সব মুসলিম প্রগতিবাদীরাও পাশ্চাত্যের ঐ সুরে সুর মিলাইয়াছেন এবং গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসাইয়া বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন, "ধর্ম হইতেছে অতীতের বস্তু....."

অবশ্য মুসলিমদের মধ্যে ধর্ম ভাবের অবনতির আরও একটী কারণ রহিয়াছে। এবং এই কারণটা পাশ্চাত্য সভ্যতার চাপের সহিত মোটেই সংশ্লিষ্ট নয়, বরং উহা আমাদের একশ্রেণী ওলামাদের মানসিকতার সহিত জড়িত।

ইসলামের যে চিত্র আমাদের এই শ্রেণীর ওলামারা তুলিয়া ধরেন, তাহা ইসলামের সঠিক চিত্র নহে; বরং শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া ইসলামের সহিত অন্য যাহা কিছু সংশ্লিষ্ট করা হইতেছে উহা হইতেছে তাহারই ফলশ্রুতি। যদিও ইহা অনাবিল ইসলাম নহে এবং তজ্জন্য ইহাতে বহু দোষ ত্রুটীরও সমাবেশ ঘটিয়াছে, তবুও আমাদের বাস্তব জীবন ক্ষেত্রে ইহার দ্বারা যথেষ্ট সাহায্য পাওয়া যায়। অবশ্য ইহা সম্ভবপর হইতে পারে যদি আলেম সাহেবেরা মনে করেন যে তাঁহারা যাহা প্রচার করেন তাহা বাস্তবে রূপায়িত করা যায় এবং সেই ধারণায় যদি তাঁহারা মুসলিম সমাজকে পরিচালিত করার জন্য চেষ্টিত হন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহারা ঐ মত কিছুই করেন না। ধর্মের "আকিদা" সংক্রান্ত বিষয়ে সূক্ষ্ম বাদানুবাদ করিয়া অত্যন্ত গতানুগতিক পন্থায় ব্যক্তিগত জীবনের নীতির কথা প্রচার করিয়া এবং আচার অনুষ্ঠানের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বর্ণনা দিয়াই তাহারা তাঁহাদের সমস্ত কর্তব্য শেষ করেন। আর বাকী যাহা থাকিল, সে গুলিকে ইসলামের "সৌন্দর্য্য ও সৌকর্য্য" বলিয়াই ক্ষান্ত হন; যেন ঐগুলি

www.ahlehadeethbd.org

Contents

যাদুঘরে সংরক্ষণ করার বিষয় বস্তু এবং ঐ গুলির প্রতি কেবল ভক্তি ও শ্রদ্ধাই প্রদর্শন করা যায়; কিন্তু বাস্তব জীবনে রূপায়িত করা যায় না। মনে হয় যেন তাঁহারা ইসলামের অতীত ঐতিহ্যকে রক্ষা করিতেই সর্বদা ব্যস্ত! কিন্তু কি ভাবে আমাদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জীবন ধারা ইসলামের নির্দ্ধারিত পথে নিয়ন্ত্রিত হইবে, তাহা লইয়া যেন তাঁহাদের কোন চিন্তা ভাবনাই নাই!! তাঁহারা মনে করেন যে, ধর্ম হইতেছে বেহেশতে প্রবেশ করার টিকিট; তাই তাঁহাদের অধিকাংশই জীবনের বাস্তব সমস্যার সঙ্গে সংশ্রবশূন্য। একারণেই তাঁহাদের ওয়াজ নছিহত ও রচনাবলি হইতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, তাঁহারা মনে করেন যে, ব্যক্তিগত জীবনে সততা রক্ষা করা ও ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানগুলি পালন করার মধ্যেই ধর্ম সীমাবদ্ধ। দুঃখের বিষয় তাঁহারা ভুলিয়া গিয়াছেন যে, ব্যক্তিগত জীবনের সততা ও ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালন ইসলামের আসল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নয়; উহা হইতেছে আসল লক্ষ্যে পৌঁছাইবার উপায় মাত্র। ইসলামী শরিয়তের আসল উদ্দেশ্য হইতেছে ব্যক্তিগত ভাবে ও সামাজিক ভাবে মানব-জীবনকে সৎ ও কল্যাণ মণ্ডিত করা।

আমাদের সকলেরই জানা উচিত যে, মানুষের সহিত সৃষ্টিকর্তার সম্বন্ধ বর্ণনা করিয়াই ইসলাম ক্ষান্ত থাকে নাই। উক্ত সম্বন্ধের উপর ভিত্তি করিয়া মানুষের সামাজিক জীবনধারা কি ভাবে পরিচালিত হইবে তাহারও নির্দেশ ইসলাম দিয়াছে। একদিকে ইহা ব্যবস্থা দিয়াছে যে আমাদের সামাজিক কার্য্যকলাপ সম্পূর্ণরূপে নীতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে; অন্যদিকে ইহার বিধান এই যে, যে নীতি কার্য্যে রূপায়িত হয় না তাহা মূল্যহীন। কাজে কাজেই দেখা যাইতেছে যে, ইসলামকে কখনই ব্যক্তিগত বিবেকের ব্যাপারে পর্য্যবসিত করা যায় না বা সমাজ-জীবন হইতে বিচ্ছিন্নও করা চলে না। প্রচলিত খৃষ্টীয় ধর্মের মত ইসলাম কেবল মাত্র "আকিদা" বা বিশ্বাসের কথাই বলে না; ইসলাম দিয়াছে জীবন-যাত্রার এক বিশিষ্ট প্রণালী; তাই মানুষের দেহ, মন, বিশ্বাস ও কর্ম, ব্যক্তিগত জীবনের সততা ও সামাজিক জীবনের সহযোগিতা এসমস্তই ইসলামের আওতার মধ্যেকার জিনিষ। মোট কথা এর মধ্যে কোনই সন্দেহ নাই যে, আমাদের সামাজিক অস্তিত্বের ব্যাপারেও ইসলাম গভীর ভাবে বিজড়িত। —ক্রমশঃ

অনুবাদক—মুহাম্মদ আবদুল মান্নান

www.ahlehadeethbd.org

মূল : মওলানা শামসুল হক আফগানী
আনুবাদক : মোহাম্মদ আবদুছ ছামাদ

কম্যুনিজম ও ইসলাম

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

পুঁজিবাদী ব্যবস্থার নৈতিক ক্ষয় ক্ষতি :

এ ব্যবস্থার ফলে সচ্চরিত্রতার গুণাবলী খতম হয়ে যায় এবং মন্দ স্বভাবগুলো দৃঢ় ভিত্তির উপর গড়ে উঠে। মানব সমাজের নীতি নৈতিকতার উন্নয়ন নিম্নরূপভাবে হতে পারে :—

১। ত্যাগের মাধ্যমে অর্থাৎ নিজ স্বার্থকে ত্যাগ করে অপর মানুষের স্বার্থ রক্ষা করার প্রচেষ্টায়।

২। দয়া ও স্নেহ দ্বারা—অর্থাৎ অপর মানুষদের প্রয়োজন মুহূর্তে ও তাদের ব্যথায় ব্যথিত হয়ে সেমতে কাজ ক'রে।

৩। সহানুভূতি সহৃদয়তার প্রকাশ দ্বারা—অর্থাৎ অপরের ইষ্টানিষ্টকে নিজের ইষ্টানিষ্ট বলে মনে করে সে অনুসারে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করায়।

৪। বীরত্ব—অর্থাৎ মানবতার মহত্তর উদ্দেশ্য সাধন কল্পে আত্মত্যাগে উদ্বুদ্ধ হয়ে।

৫। বদান্যতা—সমগ্র মানব সমাজের প্রয়োজনার্থে সম্পদ বিলিয়ে দিয়ে। এটা হচ্ছে সেই মৌলিক স্বভাব যার সৌন্দর্য ও মাহাত্ম্য সম্বন্ধে বিশ্বের সকল জাতির ঐক্যমত রয়েছে এবং যাকে মানুষের স্বাভাবিক মাহাত্ম্যরূপে অভিহিত করা যেতে পারে। এ হচ্ছে সে মাহাত্ম্য যা সকল পয়গাম্বর আঃ এর সর্বসম্মত হিদায়তসমূহের সারৎসার। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় মানুষ যে ছাঁচে গড়ে উঠে তাতে তার মধ্যে উক্ত পঞ্চবিধ সৎস্বভাব গড়ে উঠার অবকাশ থাকে না।

ত্যাগ :

পুঁজিবাদী যখন অভাবগ্রস্তকে সুদ ব্যতিরেকে এক কপর্দকও দিতে সম্মত নয়, তখন কোত্থেকে তার মধ্যে ত্যাগের মনোভাব জাগবে? বরং ত্যাগের পরিবর্তে পুঁজিবাদের কল্যাণে তার প্রাণে লোভ ও ব্যক্তিগত স্বার্থবোধ মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। লোভের প্রাচুর্য্যে অভাব গ্রস্ত, দরিদ্র, দৈন্য-পীড়িত ও বিপদগ্রস্ত লোকের সংখ্যা বাড়তে থাকে—ফলে সুদের কারবারে রং চড়ে উঠে।

দয়া ও স্নেহ বনাম পুঁজিবাদ :

পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় যে ব্যক্তি সুদের প্রতি প্রলুব্ধ হয়ে পড়েছে এবং সম্পদের নেশায় মেতে উঠেছে সে মনে করে, দরিদ্র ও অভাবগ্রস্তদের সংখ্যা দৈনন্দিন বেড়ে চললেই তার সুদের বাজার গরম হবে আর তার উপরেই তার নিজের সাফল্য নির্ভরশীল। জনগণের দারিদ্রের সুযোগ নিয়ে কি করে নিজ সম্পদ বর্ধিত করা যায় এটাই পুঁজিবাদীর স্বপ্ন। চোর-ডাকাতের মনোভাব বদলে যাওয়া সম্ভব হতে পারে, তারা দয়া ও স্নেহের বশবর্তী হয়ে চুরি ডাকাতী ছেড়েও দিতে পারে ; কিন্তু সুদখোরের সুদের ব্যবসা পরিত্যাগ করা সম্ভবই নয়। বিশেষ করে রাজ্যের শাসন বিধানে যদি তা অপরাধ বলে বিবেচিত না হয় তাহলে তো কথাই নাই। এ কারণেই সুদখোরের হৃদয়ে মানবীয় দয়া ও স্নেহ মমতার কোন স্থান নেই।

সহানুভূতি :

যে পুঁজিবাদীর জীবিকা ও লাভের সামগ্রী অপরের বিপদ, দারিদ্র ও দৈন্যের উপর ভিত্তি করে অর্জিত, তার মধ্যে কেমন করে সহানুভূতি থাকতে পারে? সহানুভূতির মানে তো হচ্ছে অপরের উপকারকে নিজের উপকার আর অপরের অপকারকে নিজের অপকার মনে করা। কিন্তু কবি মুতানাব্বীর উক্তি অনুসারে এ ক্ষেত্রে তো অপরের বিপদকে পুঁজিবাদী নিজের উপকারের সুযোগ বলে মনে করছে।

مصائب قوم عند قوم فوائد

www.ahlehadeethbd.org

Contents

বীরত্ব বনাম পুঁজিবাদ ঃ

বীরত্ব মানে সাধারণের উপকারার্থে ও মানবতার কল্যাণ উদ্দেশ্য সাধনে নিজেকে বিলিয়ে দেয়ার সৎসাহস। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় একজন মানুষ প্রয়োজন মুহূর্তে কাউকে সুদ ব্যতিরেকে পাঁচটি টাকাও যখন দিতে পারছেনা তখন সে নিজেকে কেমন করে বিলিয়ে দিবে? এ কারণে সুদ খোরেরা দুর্বলচিত্ত এবং বীরত্ববর্জিত হয়ে থাকে। এ জাতীয় লোকেরা সংগ্রাম ক্ষেত্রে মদ্যপান দ্বারা কৃত্রিম বীরত্ব লাভের অপচেষ্টা করে থাকে। কিন্তু আসলে তারা বদলে যায় না। এর বড় প্রমাণ বিশ্বের বৃহত্তম পুঁজিবাদী আমেরিকার যুক্ত রাষ্ট্র। বিগত কয়েক বছর ধরে তার সর্ব শক্তি নিয়োগ করে উত্তর কোরিয়া ও উত্তর ভিয়েৎনামের মত ছোট্ট রাজ্যের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে এ দুটোর একটি রাজ্যকেও পরাজিত করতে সক্ষম হয়নি, আর সক্ষম হবেও না। এই দুটি যুদ্ধে প্রমাণ হয়ে গেছে যে, পুঁজিবাদী সুদ-খোরেরা বীরত্ববর্জিত হয়ে থাকে আর যোদ্ধার নিজস্ব বীরত্ব ছাড়া শুধু যান্ত্রিক শক্তিতে কিছু হয় না। আমেরিকা নীতি-নৈতিকতার দিক দিয়ে বহু নিম্নে নেমে গেছে। এখন লক্ষণীয় বিষয় এই যে, নৈতিকতা-বিবর্জিত জাতিকে তাদের সমরোপকরণ ও সম্পদের প্রাচুর্য্য কত দিন রক্ষা করতে পারবে। সম্ভবতঃ পুঁজিবাদী জাতিগুলোর অস্ত্রধারণের কলা কৌশল যখন অপরাপর জাতি ও দেশ সমূহের আয়ত্বাধীন হয়ে যাবে, তখন তারা আমেরিকা ও ইউরোপের সমকক্ষ না হলেও সেই সব পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলোর ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠবে, মানুষে মানুষে সংগ্রাম চলবে; যে সব জাতি নৈতিকতার দিক দিয়ে উচ্চস্তরে অবস্থিত থাকবে তারাই বিজয়বাল্যে ভূষিত হবে।

পুঁজিবাদী ব্যবস্থার আর্থিক অশুভ পরিণতি

কোন জাতির অর্থনৈতিক অবস্থা সন্তোষজনক হতে পারে না যতক্ষণ না তার প্রতিটি ব্যক্তির পার্থিব প্রয়োজন-গুলো মেটাবার ব্যবস্থা হবে আর যতক্ষণ না প্রতিটি ব্যক্তি পার্থিব জীবনের প্রতিটি প্রয়োজন থেকে বঞ্চিত না হবে। কিন্তু একটি জাতির অল্পসংখ্যক লোকের হাতে সম্পদ ও জীবনোপকরণ পুঞ্জীভূত হলে আর অধিকাংশ লোক তাথেকে বঞ্চিত থাকলে সে জাতির অধোগতিই সূচিত হবে। এটাকে উন্নতি বলার উপায় নাই। পুঁজিবাদের বিশেষত্বই হচ্ছে অল্প সংখ্যক লোক বা গোত্রের মধ্যে সম্পদকে সীমিত করে রাখা, যে সম্পদকে তারা অপব্যয় করে শেষ করতে পারে না। জাতির অবশিষ্ট অধিকাংশ লোকেরই অবস্থা শোচনীয় হতে শোচনীয়তর হতে থাকে। দারিদ্র্য ও দৈন্যের পরিমাণ এই ব্যবস্থার প্রভাব-ক্ষেত্রের সীমার উপর নির্ভরশীল। যে পরিমাণে প্রভাবিত রাষ্ট্র ও জাতিকে পুঁজিবাদী রাষ্ট্র প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে স্বীয় আয়ত্ব ও কর্তৃত্বে আনয়ন করে সেই পরিমাণে জনসংখ্যার অবস্থা শোচনীয় হয়ে দাঁড়ায়। পুঁজিবাদী ব্যবস্থা সম্পদের খুন চুষে নেয়ার এক বড় শক্তিশালী জোঁকস্বরূপ; যেখানেই তার প্রভাব বিস্তার লাভ করবে সেখানেই সম্পদ কবলিত হবে। বর্তমানে বিশ্বের অধিকাংশ এলাকায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলোর প্রভাব পড়েছে, কাজেই সমগ্র বিশ্বের জনসংখ্যার বেশীর ভাগই খাদ্য সমস্যার সম্মুখীন। যদিও কৃষিকার্যের যান্ত্রিক উপকরণ ও পানি সিঞ্চনের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির মাধ্যমে ভূমির উৎপাদন বাড়ানোর অন্তহীন প্রচেষ্টা চলেছে, তবু পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বদৌলতে উদ্ভূত খাদ্য সমস্যার সমাধানের সাফল্য অর্জিত হচ্ছেনা! এর বড় প্রমাণ হচ্ছে বিগত ১৯৫৩ সালের ১৭ই মে সংখ্যা করাচীর দৈনিক আঞ্জামে প্রকাশিত জাতিসঙ্ঘের রিপোর্ট। তাতে বলা হয়েছে—"বিশ্ব জনসংখ্যার অর্ধাংশ খাদ্যাভাব ও জীবনোপকরণের অভাব জনিত কারণে পীড়িত রয়েছে।" তাতে জানা যাচ্ছে, বিশ্বের জনসংখ্যার অর্দ্ধেকের নিকট ক্ষুধা নিবারণের অর্থও নাই, চিকিৎসা গ্রহণ করার মত সঙ্গতিও নাই। কারণ পুঁজিবাদী ব্যবস্থানুসারে বিশ্বের গোটা সম্পদ প্রয়োজন মত সকল মানুষের মধ্যে বন্টিত না হয়ে গুটি কয়েক মহাজনের, শিল্পপতির ও সুদখোরের মধ্যে আটকা পড়ে গেছে। একটি ব্যক্তির দেহে রক্তের যে ভূমিকা, সমষ্টিগত জীবনে সম্পদের ভূমিকাও তাই, দেহ থেকে যে রক্তের উৎপত্তি তা যদি দেহের কোন অঙ্গ বিশেষে আটকা পড়ে যায় তাহলে যেমন অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো দুর্দশাগ্রস্ত হতে বাধ্য, তেমনি মানব সমাজদেহের শ্রেণীবিশেষের হাতে সম্পদ আটকা পড়ে

www.ahlehadeethbd.org

Contents

গেলেও অপর শ্রেণীর জনগণ যে অবশ্যই দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়বে তাতে সন্দেহের অবকাশ কোথায়? কোরআনেও সম্পদকে মানবীয় জীবনের উপকরণ বলে ঘোষণা করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما ٠

"তোমরা অপরিণামদর্শী অজ্ঞদের হাতে সম্পদ ছেড়ে দিওনা, যে সম্পদ দ্বারা তোমাদের জীবন কায়েম রয়েছে।"

সম্পদে আজকাল প্রায় অপরিণামদর্শী অজ্ঞদেরই অধিকার যা তারা অপব্যয় করে চলছে। সমষ্টিগত জীবনের প্রধান উপকরণ হচ্ছে সম্পদ, যেমন দেহবিশিষ্ট ব্যক্তি-জীবনের প্রধান উপকরণ রক্ত। কাজেই সমষ্টি জীবনের উপকরণ কতিপয় ব্যক্তি ও গোত্রের মধ্যে আটকা পড়ে যাওয়া যুক্তিসঙ্গত হতে পারে না। বরং রক্তের ন্যায় সম্পদেরও গতি ও সঞ্চালন অবশ্যম্ভাবী। যুদ্ধলব্ধ অর্থ (গণীমতের মাল) গোটা বাহিনীর মধ্যে বণ্টনের যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে কোরআন মজীদে বলা হয়েছে:

لكي لايكون دولة بين الاغنياء منكم

"সম্পদ যেন ঘুরে ফিরে বিত্তশালীদের মধ্যেই সীমিত না থাকে"—বরং অন্যান্যরাও যেন তদ্বারা উপকৃত হতে পারে।

পুঁজিবাদী ব্যবস্থার আর্থিক অধোগতির অপর একটি দিক হচ্ছে তাতে অবাঞ্ছিত উপায়ে অর্জিত—ঘুষ, জুয়া, অবৈধ ক্রয়-বিক্রয়, লুণ্ঠন, স্মাগলিং প্রভৃতি উপায়ে অর্জিত ধনে এক শ্রেণীর মানুষের মধ্যে সম্পদ স্ফীত হয়ে উঠে। তাতে করে জীবনোপকরণের মান বেড়ে যায়, সাধারণের ক্রয় ক্ষমতা থাকে না; ফলে তারা দারিদ্র্য, দৈন্য ও খাদ্যাভাবে জর্জরিত হয়ে পড়ে। অল্পসংখ্যক লোকের একটি শ্রেণী বিত্তশালী হয়ে উঠে বটে, কিন্তু জনসাধারণ কৃপার পাত্র হয়ে দাঁড়ায়; এজন্য জনগণের অর্থনৈতিক অবস্থার মধ্যে সমতা থাকে না।

পুঁজিবাদী ব্যবস্থার আর্থিক অধোগতির আর একটি দিক হচ্ছে জনসাধারণ পরিশ্রম করেও যখন মুদ্রাস্ফীতি ও দ্রব্যাদির মূল্য-বৃদ্ধির দরুণ ক্রয় ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে এবং পরিশ্রম করা সত্ত্বেও ক্ষুধা ও দারিদ্রের পীড়নে জর্জরিত হতে থাকে তখন শ্রমের মূল্যায়নের দাবীতে হরতাল পর্যন্ত করতে প্রস্তুত হয়ে যায়। তাতেও যদি উদ্দেশ্য সাধিত না হয় তাহলে তাদের কর্মোৎসাহে ও শ্রমের আগ্রহে ভাটা পড়ে, যাতে করে সম্পদ সঞ্চয়ের উৎসাহ কমে যায় এবং উৎপাদন কম হওয়ার দরুণ সাধারণ জীবন যাপনের অবস্থার অবনতি ঘটে। পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলোতে এসব ব্যাপার দৈনন্দিন পরিদৃষ্ট হচ্ছে। ক্রমশঃ

www.ahlehadeethbd.org

মূল : সিজার আদিব মাজাল
অনুবাদক : মোহাম্মদ সালাহউদ্দিন খান

ফিলিপাইনে ইসলাম

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

ইসলামের দ্রুত বিস্তৃতি : বর্তমানে 'কোটাবাটু' ও 'লানাও' প্রদেশনামে পরিচিত 'মিণ্ডানাও' অঞ্চলে ইসলামের প্রতিষ্ঠালাভ বিখ্যাত আরব মনিষী শারীফ জয়নুল আবেদীনের পুত্র শারীফ মোহাম্মদ কাবুঙ্গ সোয়ানের কৃতিত্বের পরিচায়ক। তিনি হাজরামাউৎ হইতে আগমন করিয়া 'যুহুর' অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেন এবং সেখানকার সুলতানের কন্যাকে বিবাহ করেন। 'মোহাম্মদ কাবুঙ্গসোয়ান' তাঁহার সহচরদেরকে সঙ্গে লইয়া এতদঞ্চলে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিতে আসিয়াছিলেন। অন্যান্য কতিপয় 'আওলিয়া' মোহাম্মদ কাবুঙ্গসোয়ানের পূর্বেই এতদঞ্চলে আগমন করিয়াছিলেন বলিয়া ইতিহাসে বিবরণ পাওয়া যায়। কিন্তু উপরোক্ত প্রদেসসমূহে ইসলাম প্রবর্তিত ও প্রতিষ্ঠিত করিবার সমস্ত কৃতিত্বই ছিল মোহাম্মদ কাবুঙ্গসোয়ানের। তাই বলিয়া 'সুলু' হইতে মিন্দানাও অঞ্চলে ইসলামের যে প্রভাব বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল তাহাও উপেক্ষা করা যায় না। আর মিণ্ডানাও অঞ্চলের অন্তর্গত অংশবিশেষ—বিশেষ করিয়া জামুয়াঙ্গা প্রদেশের এলাকা সমূহ 'সুলু' সুলতানাতের করদ রাজ্য ছিল। 'মোহাম্মদ কাবুঙ্গসোয়ান সম্ভবতঃ ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে এতদঞ্চলে আগমন করিয়াছিলেন।

স্পেনীয়গণ ১৫৭০ খৃষ্টাব্দে প্রথম যখন 'ম্যানিলায়' আগমন করিয়াছিল, তখন ইহা ব্রুনের মুসলিম রাজ পরিবারের সদস্য 'রাজাহ'গণ কর্তৃক শাসিত একটি রাজ্য ছিল। তৎকালে ম্যানিলাবাসীদের মধ্যে ইসলাম গভীর ভাবে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল কিনা তাহা স্থির ভাবে বলা যায় না। কিন্তু মালয়েশিয়ার অন্যান্য অঞ্চলে ইসলাম প্রতিষ্ঠালাভের পদ্ধতিটিই যদি এখানে প্রয়োগ করা হইয়া থাকে তবে ধরিয়া লইতে হইবে যে ম্যানিলাবাসীগণ শাসকের ধর্মই অনুসরণ করিয়াছিল। শুধু ম্যানিলা নহে—'বাটাঙ্গাস' এমন কি 'কাগায়ান' প্রদেশের উত্তরাঞ্চল পর্য্যন্ত যে শূকরের মাংস নিষিদ্ধকরণ ও ইসলামী প্রার্থনা পদ্ধতি বিস্তৃতি লাভ করিতেছিল তাহার পর্য্যাপ্ত প্রমাণ রহিয়াছে। 'লুজুন' ও 'সুলুর' মধ্যবর্তী 'মিন্দুরু' অঞ্চলে রাজন্যগণ মুসলমান ছিলেন এবং তাহারা 'সুলু' সুলতানাতের সামন্ত ছিলেন। কিন্তু 'ব্রুনেই' 'সুলু' 'মিন্দানাও' প্রভৃতি অঞ্চল হইতে উত্তরাঞ্চলে ফিলিপাইনের অন্যান্য এলাকায় ইসলামের বিস্তৃতির গতিধারা স্পেনীয়দের আগমনের ফলে প্রতিহত হয়। তাই ইসলাম 'সুলু' সুলতানাত ও 'মিণ্ডানাও' অঞ্চলে ইহার নিজস্ব এলাকাতেই সীমিত রহিয়া গেল। ইতিহাসের দিক হইতে বলিতে গেলে, ফিলিপাইনে ইসলামের এই বিস্তৃতি সমগ্র মালয়েশিয়ায় ইসলাম বিস্তৃতির ক্রমশিক

www.ahlehadeethbd.org

Contents

গতির পরিণতি সূচিত করে। এই প্রক্রিয়া ত্রয়োদশ শতকে সুমাত্রা হইতে আরম্ভ হইয়া চতুর্দশ শতাব্দীতে মালাক্কা ও জাভা হইয়া পঞ্চদশ শতকে ব্রুনেইতে কার্য্যকরী হইয়াছিল এবং ইহার পর ষোড়শ শতাব্দীতে বোর্নিও, সেলেবিস ও 'মলুওকাস' অঞ্চলে প্রবেশ লাভ করিয়াছিল।

উন্নতির পথে ইসলাম

ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইসলামী প্রভাব 'সুলু সুলতানাতে' বর্তমান থাকিলেও পঞ্চদশ শতাব্দীতে লাক্কা, সুমাত্রা ও জাভা হইতে ইসলামী প্রভাব 'সুলু সুলতানাত' ও 'মিন্দানাও' অঞ্চলে ইসলামের শক্তির ও উন্নতির নিশ্চয়তা দান করিয়াছিল। ষোড়শ শতাব্দীতে 'মাকাস্সার' ও 'মলুওকাসের' সহিত আরও ধর্মীয় যোগসূত্রের ফলশ্রুতি সুলু সুলতানাত ও 'কোটবাটুতে'ও দৃষ্টিগোচর হয়। এই সমস্ত যোগসূত্র যাহা প্রকৃতপক্ষে সামরিক ও ধর্মীয় যোগসূত্রে পরিণত হইয়াছিল মালয়েশিয়ায় পর্তুগীজ ও স্পেনীয়দের আগমনের ফলেই সংঘটিত হইয়াছিল। ইহা বহু মালয়েশিয়াবাসীর জীবনে বাণিজ্যিক ও ধর্মীয় হুমকী হিসাবে দেখা দিয়াছিল। এই ভাবে ক্রুসেডের দৃশ্য বিশ্বের আরএকটি অঞ্চলে দেখা দিয়াছিল।

এই নিবন্ধের অন্যান্য বিশেষ দিক পর্যালোচনা করিবার পূর্বে এ পর্যন্ত আমরা যে সব ঐতিহাসিক তথ্য বর্ণনা করিয়াছি উহার পর্যায়ক্রমিক সার সংক্ষেপের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করা প্রয়োজন।

১। আরব ব্যবসায়ীদের আগমন—যাহারা ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতাব্দীতে 'সুলু সাম্রাজ্যে' মিশনারী কার্য্য পরিচালনা করিয়াছিল তাহাদের মধ্যে কতিপয় ব্যক্তি সম্ভবতঃ চীন হইতে বাণিজ্য কার্য্য পরিচালনার উদ্দেশ্যে মধ্যবর্তী অবতরণ স্থানরূপে এতদঞ্চলে আগমন করিয়াছিল।

২। চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ পর্যায়ে মেনানগকাবাও' হইতে আগত রাজা 'রাগুইগু' আলির আগমনের সাথে সুমাত্রা হইতে বিস্তৃত এতদঞ্চলে অন্যান্য প্রভাব প্রতিপত্তি। ঐতিহাসিক বিবরণীতে দেখা যায় আবুবকর 'বিরতিস্থান' 'প্যালেমবাঙ' হইতে আসিয়াছিলেন।

৩। পঞ্চদশ শতকে মালাক্কা হইতে জাভার সহিত বাণিজ্যিক সম্পর্ক। এই সম্পর্কে ধর্মীয় কেন্দ্রগুলি হইতে অতিরিক্ত ধর্মীয় প্রভাব আনয়নে সহায়তা করিয়াছিল।

৪। ষোড়শ শতাব্দীতে 'মলুওকাস' হইতে ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের আগমন। খৃষ্টীয় মতবাদের অনুপ্রবেশের ভয়াবহতা এবং ইউরোপীয়ানদের বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতার মোকাবেলা করায় 'মাকাস্সার', 'বোর্ণিও' এবং 'মলুওকাসের' সহিত জাভার মিশনারীদের যোগাযোগ স্থাপনের প্রমাণপঞ্জিসমূহ।

একটি নিরবচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া—এই চারিটি স্তর পৃথক ও সংযোগহীন স্তর হিসাবে নহে—বরং একটি অবিচ্ছিন্ন যোগসূত্রে ফিলিপাইনে ইসলামের প্রবর্তন ও সমৃদ্ধির কথাই সপ্রমাণিত করে। প্রকৃতপ্রস্তাবে এই স্তরগুলি এক নিরবিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া বই আর কিছুই নহে। যদি পঞ্চম স্তর পরিলক্ষিত হইত তবে ইহা বর্তমান কালকে সংযুক্ত করিত। অর্থাৎ আলআজহার বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করিয়া মিশরের বুদ্ধিজীবী মহল হইতে যে প্রভাব বিস্তার লাভ করিতেছে তাহাও সংযুক্ত করিতে হইত। এই পঞ্চম স্তরে বর্ধিত সংখ্যক হাজীগণকেও সংযুক্ত করিতে হইত যাহারা বিশ্বমুসলিম মিলন কেন্দ্র মক্কা মুয়াযযমায় অন্যান্য দেশের মুসলমানদের দর্শন করিবার সুযোগ পাইয়া থাকেন আর তাহাদের সহিত মেলামেশার ফলে ইসলাম সম্পর্কে বিশুদ্ধতর ধারণা বহন করিয়া ফিরিয়া আসেন। আর এই

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ধারণাই ফলে এক সময় এই সমাজে ইসলামের বিশ্বাস হিসাবে তাহাদের দ্বারা গৃহীত অনৈসলামিক মতবাদ দূর করিতে তাহারা সক্ষম হইয়াছিল। ইহা প্রতিভাত হইবে যেন চতুর্থ ও পঞ্চম স্তরে প্রায় তিনশত বৎসরের ব্যবধান রহিয়াছে। ইহা আংশিকভাবে সত্য। কারণ দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় ইউরোপীয়ানদের আগমনের পূর্বে আন্তর্জাতিক ব্যবসা ক্ষেত্রে সুলু সুলতানাত অপরের দ্বারা কিছুটা অতিক্রান্ত হইয়া চলিয়াছিল। চীনের সহিত বাণিজ্য সম্পর্কে অবনতি এবং ইউরোপীয়ানদের মসলা ব্যবসায়ে একচেটিয়া অধিকার ফিলিপাইনের মুসলমানগণকে ব্যবসা ক্ষেত্রে প্রায় কোণঠাসা অবস্থায় ফেলিয়া দিয়াছিল। 'সুলু সুলতানাত' ও 'মাগিন্দানাও' দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসীরা বাণিজ্যিক তৎপরতার স্থলে সমুদ্রে দস্যুবৃত্তিও দাস-অপহরণ কার্য্য শুরু করিয়াছিল। এই তিনশত বৎসরে এতদঞ্চলে কতিপয় অসমসাহসিক আরব ব্যবসায়ীর আগমন ঘটিতে থাকে। এই ঘটনার গুরুত্ব কম করিয়া দেখা যায় না। এই আরব ব্যবসায়ীগণের কয়েকজন বিভিন্ন সময়ে প্রধান কাযীর আসনে সমাসীন হইয়াছিলেন। কোন আইনই কাযীর মতামত অথবা অনুমোদন ছাড়া গৃহীত হইতে পারিত না বলিয়া কাযীর পদ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে পর্য্যায়ক্রমে তুরস্ক ও আফগানী মুসলমান প্রধান কাযীর পদে সমাসীন ছিলেন বলিয়াও প্রমাণ রহিয়াছে।

শান্তিপূর্ণ অগ্রগতিঃ—ইহা অত্যন্ত জোরের সহিত বলা যাইতে পারে যে, ফিলিপাইনে ইসলামের প্রবর্তন এবং ইহার ক্রমবর্দ্ধমান বিস্তৃতি রাজ্যজয়ের ফলে নহে বরং শান্তিপূর্ণ উপায়ে সাধিত হইয়াছে। আর কতিপয় উৎসাহী শাসক ও বিজয়ী সেনাপতি দ্বারা বিক্ষিপ্তভাবে জোর জবরদস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বিত হয় নাই এমন কথা বলা চলে না। এই বিক্ষিপ্ত ঘটনাসমূহ ইতিহাসে তেমন গুরুত্বপূর্ণ নহে। আর 'সপ্তভ্রাতার' অধিকাংশই শিক্ষকের ভূমিকা পালন করিয়াছিলেন। কথিত আছে, তাহারা সুলুর সমুদ্র তীরে পৌঁছিয়া বেলাভূমিতে নীরবে দাঁড়াইয়া যখন ভক্তিগদগদ চিত্তে নেহায়েত আবেগী এনকেছারীর সহিত নামায পড়িতেছিলেন, তখন ইসলামী এবাদতের প্রক্রিয়া সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনবহিত দ্বীপের অধিবাসীবৃন্দ ভীত সন্ত্রস্ত না হইলেও হতচকিত এবং বিচলিত হইয়া পড়িয়াছিল।

এই ইসলাম প্রচারক মিশনারীগণ এতদঞ্চলে অবস্থান করিয়াছেন, পরিবারবর্গ প্রতিপালন করিয়াছেন, অন্যের শিশুসন্তানদের শিক্ষাদান করিয়াছেন এবং দয়া, ধৈর্য্য ও শিক্ষাদান কার্য্য দ্বারা তাহাদিগকে মুগ্ধ ও মোহিত করিয়াছেন। ফিলিপাইনের কতিপয় স্থানে এখন এই বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয় আর এই বৈশিষ্ট্য পরিদর্শন ও পর্য্যবেক্ষণ করার সৌভাগ্য আমারও হইয়াছে। এই সপ্ত ভ্রাতার কয়েকজনকে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব গ্রহণ করিতে বলা হয় আর তাঁহাদের মধ্যে একজন মর্যাদা, প্রজ্ঞা ও যোগ্য নেতৃত্বের অধিকারী হওয়ায় এই অনুরোধ গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তিনি এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করিয়া স্থায়ী সুলতানাত প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন যাহা পাঁচশত বৎসর স্থায়ী হইয়াছিল।

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, এই 'সপ্তভ্রাতা' ও তাহাদের মত অন্যান্য অনেকে একটী উচ্চ ও সমুন্নত সংস্কৃতি ও সভ্যতার ধারক ও বাহকরূপে এখানে আগমন করেন। আর ফিলিপাইনের সংস্কৃতি এই উচ্চ ও সমৃদ্ধ সংস্কৃতি ও সভ্যতার সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া টিকিয়া থাকিতে

www.ahlehadeethbd.org

Contents

পারে নাই। মধ্যপ্রাচ্য ও আফ্রিকার প্রাচীন সাম্রাজ্য সমূহে অনুপ্রবেশ করিয়া সেই সাম্রাজ্য ও সংস্কৃতিকে যে ধর্ম ও সংস্কৃতি-সমুন্নত ও সুসমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছিল একটি পৌরাণিক সংস্কৃতিতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া কিভাবে সেই নবীন ধর্ম তাহাদের মার্জিত ও পরিবর্তিত করিয়া দিয়াছিল, কিভাবে এই নতুন জীবনব্যবস্থা ইহার কৃতিত্বের গৌরব দ্বারা তাহাদিগকে মুগ্ধ করিয়া দিয়াছিল এবং কিভাবে ইহা 'সুলু' ও 'মাগিন্দানাও' অঞ্চলকে একটি বিশাল সমাজের অংশে পরিণত করিয়াছিল তাহা সত্যিই বিস্ময়কর। তৎকালীন ফিলিপাইনের অংশবিশেষ প্রাচীন সংস্কৃতি ও সাম্রাজ্যের সহিত একটি সাধারণ চরিত্রের অধিকারী হইয়াছিল। 'সুলু' ও মাগিন্দানাও'য়ের ওলামাবৃন্দ যখন দাবী করেন যে তাঁহাদের এই অঞ্চল 'দারুল ইসলামে' পরিণত হইয়াছিল এবং তাঁহারা সেই দাবী অনুসারে ইসলামী আইন রচনার সূচনা করিয়াছিলেন তখন তাঁহারা এই সচেতনশীলতার অভিব্যক্তি ঘটাইয়াছিলেন যে, তাহারা একটি বৃহত্তর সমাজের ক্ষুদ্র অংশ মাত্র।

পশ্চিম ভূমধ্যসাগরের একটি মুসলিম বন্দর হইতে পূর্বে টারনেটের মুসলিম বন্দর সমূহের মধ্যে সুসমৃদ্ধ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের লেনদেন চলিতেছিল উহা হইতে একটি সম্প্রদায়ের সাধারণ স্বার্থগত ঐক্যের দাবী ও উহার মর্ম কোন অর্থনীতিবিদ ঐতিহাসিক অনুধাবন করিতে পারিবেন কিন্তু এ-কথা উপেক্ষা করিলে চলিবে না যে, পূর্ব দিগন্তের এই বিশেষ এলাকার ওলামা সাধারণ মুসলমানের অনুমোদন ও সমর্থনসহ পৃথিবীর বুকে আল্লার রাজত্ব কায়েম করার আদর্শকে আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

মুসলমানদের ইহা একটি স্বীকৃত নীতি যে, কোন জাতির ভাগ্য সেই জাতির আকাঙ্খা ও চেষ্টার উপরেই নির্ভর করে না, তারা নিজেরাই তাদের ভাগ্য গড়িয়া তুলিতে পারে না, তাহাদের উর্ধ অতীন্দ্রিয় আর একটি বিরাট শক্তির অস্তিত্ব সদা বিরাজমান ও ক্রিয়াশীল যে শক্তি তাহাদের উপর কর্তৃত্ব পরিচলিনা করিয়া চলিয়াছে। এখানে সংক্ষেপে বক্তব্য এই যে, মুসলমানগণ গতিশীল যে তমদ্দুন বা কৃষ্টিকে নিজেদের জীবনে গ্রহণ করিতেছিল তাহা তাহাদের নিজেদের মানবীয় চেষ্টার ফলশ্রুতি ছিল না। (আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

www.ahlehadeethbd.org

এলো আবার কুরবানী

মুর্শেদ মুর্শিদাবাদী

কোন্ অতীতের দাবী নিয়ে এলো আবার কুরবানী,
কার সে ছোরা মীনার মাঠে দিচ্ছে আজও হাতছানী।
আকাশ কেন পরে এ দিন রক্ত-রাঙ্গা মেঘ-চাদর,
মাটীর বুকে লহুর তুফান বয় কেন যে হর বছর।
কোন্ সে বালক রাত নিরালায় ব্যাবিলিয়ান প্রান্তরে,
চিনলো চিরস্থায়ী খুদায় চাঁদ সুরুজের ক্ষয় হেরে।
করলো কিসে হৃদয় থেকে যালিম রাজার ভয় কে দূর,
কিসের বলে ভাঙ্গল একা দেবালয়ের সব ঠাকুর।
পৌরোহিত্যের সখের গদী, হাঁযার নযর ভেট ছাড়
কিসের মোহে বেরিয়ে এলো কে সে ফকীর বেশধারী।
প্রেমের খেলায় ধরার বুকে পতঙ্গকেও হার মানায়,
ঝাঁপিয়ে পড়ে অনল মাঝে, করল রাযী কে কারে হায়!
শেষ বয়সের আশা-যষ্টি বৃদ্ধকালের অকাল ফল,
মরুর মাঝে কা'বার পাশে ফে'লে এল কী মনোবল!
প্রেমের পথে সান্ত্বনা নাই খাঁটী প্রেমিক অন্তরে,
শত ত্যাগের মাঝেও শুধু নিজের ত্রুটী বের করে।
যত দেয় আর ততই ভাবে কিছুই দেওয়া হয়নি মোর,
কী পেলে যে হয় সে রাযী, এই ভাবনায় রয় বিভোর।
সব পরীক্ষায় উত্তরে গেলেও রইল বাকী এক যাচাই,
সবার চেয়ে প্রিয় তাঁহার নয়ন মনির রক্ত চায়।
বল্‌লো ডেকে কচি খোকায় প্রিয়তমের অভিপ্রায়,
সে হেসে কয়, আব্বা! আমি রাযী, করুন, সে যাহা চায়।
ইবরাহীমের ত্যাগের প্রতীক বিশ্ব মাঝে এই যে দিন,
কুরবানী যে ইসমাঈলের খুন-বদলের স্মৃতির চিন।
হুযূর পাকের ওজুদ হলো ইবরাহীমের দুআর ফল,
তাঁরি মিল্লত বংশে এলেন দুই জাহানে শান্তি বল্।
ইসলামের যে, আসল স্বরূপ পিতা-পুত্রের যিন্দেগী,
মুসলিম আজি গোশ্ত খেয়ে ভাবছে ইহাই বন্দেগী।

www.ahlehadeethbd.org

মোসলেম

—মোঃ খোশ লাল

মোসলেম ! এ কি হারায়েছ পথ,
কাল হলো সঙ্কট,
জীবন প্রবাহে আসিয়াছে ভাঁটা,
জাগিয়াছে বালুচর।
দিবসে যেখানে জ্বলেছিল আলো
সেখানে অন্ধকার,
প্রেম ও ভক্তি শক্তি যেখানে,
শক্তি হবে কি সার ?
আরবের মরু মাধুরিমা জাগে
হজরত মহাপ্রাণ,
মনিব ভৃত্য ব্যবহার বিধি
ওমরের অবদান।
উষর মরুর প্রান্তে নামিল
পূত সে প্রেমের ঢল,
সে প্রাণবায়ুটি মিলিয়া গিয়াছে
ইমারত টলমল।
যেদিকে তাকাই নাই নাই নাই,
আছে শুধু অভিনয়,
ব্যর্থ প্রয়াস সকলি প্রলাপ,
শুধু ভয় সংশয়।
যারাই আনিল সহনশীলতা,
উদার জীবন ধারা,
উদ্ধত শিরে লুটাইয়া দিলো
বিশ্বের বুকে যারা,
তারাই হল কি উদ্ধত হায়,
করিল আস্ফালন,
ভক্তি ছাড়িয়া শক্তি কি শুধু
জীবনের মূল ধন !

স্বার্থ মমতা দিলো যারা বলি,
নিলো যারা সম্মান,
যেখানে স্বার্থ, রে অপদার্থ !
হয়ে যাবে খান্ খান্।
উদ্ধত সেই বধির কারুণ
নমরূদ, ফেরাউন,
লয় হয়ে গেলো প্রেম রোষানলে
দেখনি কি নিদারুণ।
আজি এ-সময় প্রান্ত বেড়িয়া
ঘোষিছে হুকুমনামা
ইস্রাফিলের শিঙ্গার ধ্বনি,
অভিনয় তোর থামা।
আজিকে হাজির হয়েছে মেহেদী,
দেখাবে কালের পথ,
আর কেন এই জড়ের গোলামি,
দ্বীনেতে ফেরাও রথ।
মানুষে মানুষে প্রেম কর দান
দেশ কাল দাও ছাড়ি,
তোমারে করিয়া আশ্রয় আজ
দেশ কাল দিবে পাড়ি'।
ইসলাম আজ মানুষের বুকে
মানবতা হ'য়ে জাগে,
সেখানেই তুমি ওঠো—জেগে ওঠো,
বিশ্বাস লও ত্যাগে।
আল্লার বাণী নিয়তি তোমার,
দাও তারে সম্মান,
এখানেই আজ সব কিছু আর
এখানেই তব ত্রাণ।

www.ahlehadeethbd.org

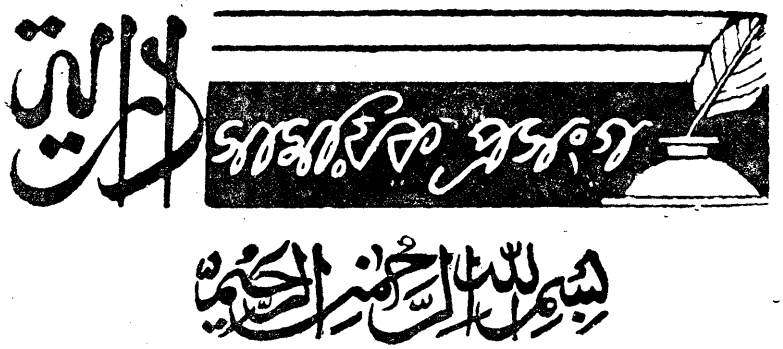

প্রেম ও প্রেমাস্পদের অন্বেষণ

পৃথিবীর অধিবাসীগণের মধ্যে পরস্পর সম্প্রীতি, সদ্ভাব, সামাজিক জীবন বন্ধন ও পারিবারিক জীবনে মায়ামমতা এবং স্নেহ-প্রীতির মূল উৎস হইল একমাত্র প্রেম। উহারই উপর নির্ভর করিয়া মানবজীবন তরী সুষ্ঠু ভাবে বহিয়া চলে। এই প্রেমের যেখানে অভাব, যেখানে ইহা ক্ষুন্ন এবং যেখানে ইহার স্বল্পতা সেই খানেই বিশৃঙ্খলা, অরাজকতা ও অশান্তি মাথা চাড়া দিয়া উঠে এবং পৃথিবীকে অশান্ত, অসহনীয়, সমাজ বন্ধনকে বিচ্ছিন্ন এবং পারিবারিক জীবনকে বিষময় করিয়া তোলে। এই প্রেম ভালবাসা কেবল মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নহে, ইহা সকল জীব জন্তুর মধ্যেও সমভাবে কার্য্যকরী রহিয়াছে। প্রেমের এই আকর্ষণই দুনিয়াকে বাসোপযোগী করিয়া রাখিয়াছে। দুনিয়াতে এই প্রেমকেই সুখ শান্তির জন্য অপরিহার্য্য বস্তু হিসাবে স্থান দান করা হইয়া থাকে, কেননা মানুষ যে কয়দিন এখানে জীবিত থাকে ইহারই দৌলতে কিছুটা শান্তি ও স্বস্তির সহিত বসবাস করিতে পারে।

কিন্তু মানব জীবন দুই ভাগে বিভক্ত ইহলৌকিক জীবন ও পারলৌকিক জীবন। ইহলৌকিক জীবন ক্ষণস্থায়ী ও স্বল্প মেয়াদী আর পারলৌকিক জীবন চিরস্থায়ী, সীমাহীন এবং উহা চির-শান্তি ও অনাবিল সুখের আগার, এই অনন্ত শান্তি ধামের অধিকারী হইতে হইলে উহার জন্যও এই প্রেমেরই আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়, ইহা ছাড়া কোনই গত্যন্তর নাই। এই প্রেম কোন মানব সমাজের সহিত নয়, কোন পরিবারের সহিত নয় ইহা কেবল সৃষ্টিকর্তা রব্বুল আলামীনের সহিত করিতে হয়। এই প্রেম যাহার যতটা গভীর ও অকৃত্রিম হয় তাহার গৌরব ও পদ মর্য্যাদাও ততটা বড় হয়। এই প্রকার ঐশী প্রেমের মধ্যমেই মাটীর মানুষ আসমানে উঠিয়াছে এবং উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করিয়া খুদার সান্নিধ্য লাভে ধন্য হইয়াছে। এই প্রেমরত্নকে বক্ষের মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়া দিলেই চলিবেনা, ইহার দ্বারা প্রেমাস্পদকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে, তাঁহাকে জানিতে হইবে, চিনিতে হইবে, তাঁহার আদেশের সামনে মাথা পাতিয়া দিতে হইবে এবং তাহার মরযীকে স্বীয় ইচ্ছা ও মরযীর উপর প্রাধান্য দিতে হইবে। যে ব্যক্তি এইরূপ করিতে পারিবে সেইই আসল এবং সাচ্চা প্রেমিক। এই প্রকার প্রেমিকগণের অগ্রদূত এবং আদর্শ ছিলেন আবুল আম্বিয়া নবীগণের পিতা হযরত ইবরাহীম আলায়হিস সালাম। হযরত ইবরাহীম আঃ পৌত্তলিক সমাজের এক

www.ahlehadeethbd.org

Contents

পুরোহিত বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তিনি পৌত্তলিক আবহাওয়ায় পরম আদর যত্নে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন, তাঁহাকে কোন দিন কোন পার্থিব অভাবে পড়িতে হয় নাই, তিনি রাজ পুরোহিত পিতার সুখভোগের মধ্যে বর্ধিত হইতেছিলেন। তাঁহার সমাজে ও পরিবারে তাওহীদের নাম গন্ধও ছিল না, তাঁহার কর্ণে কোন দিন তাওহীদের ধ্বনি প্রবেশ করে নাই এবং তিনি কাহারও নিকট হইতে তাওহীদের কোন বাণীও পান নাই, তবুও তিনি এইরূপ সুখ শান্তিময় জীবনে শান্তি পান নাই, একটা জিজ্ঞাসা একটি প্রশ্ন তাঁহার চিত্তকে সদাসর্বদা চঞ্চল ও বিহ্বল করিয়া রাখিয়াছিল, তিনি কেবল ভাবিতেন এই বসুন্ধরা, এই যমীন ও আসমান, এই সাগর পর্বত, এই চন্দ্র সূর্য, গ্রহ উপগ্রহ এবং এই হায়াত মওত কি? এই সব কি স্বয়ং সম্পূর্ণ বস্তু? না, এ গুলির কোন সৃষ্টিকর্তা আছে? যদি সৃষ্টিকর্তা থাকে তাহাহইলে এক, না, বহু? তিনি এই প্রশ্নের উত্তরের জন্য বহু দিন চিন্তা ভাবনার পর অবশেষে আকাশের প্রতি মনোনিবেশ করিলেন, চন্দ্র সূর্য্য নক্ষত্রের উদয় অস্তের দৃশ্য পর্য্যবেক্ষণ করিলেন, সে গুলির ক্ষয় ও লয় নিরীক্ষণ করিলেন এবং নিজেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া ঘোষণা করিলেন,

انى وجهت وجهى لله الذى فطر السموات والارض حنيفا وما انا من المشركين ٠

"আমি একমাত্র আসমান যমীনের সৃষ্টিকর্তার দিকে মুখ ফিরাইয়া একমুখী (একত্ববাদী) হইয়া গেলাম।" (সূরা আনআম : ৮ রুকু)

এই গবেষণা ও অন্বেষণ লব্ধ আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাসী হইয়া হযরত ইবরাহীম পরবর্তীকালে আল্লার সান্নিধ্য লাভের আকাঙ্খায় জীবনের কণ্টকময় ভীতিসঙ্কুল পথে পা বাড়াইলেন।

একজন লোক আর একজনকে নিজের প্রিয় পাত্র এবং একান্ত বিশ্বাসভাজন হিসাবে গ্রহণ করার পূর্বে তাহাকে সর্বপ্রকারে পরীক্ষা নিরীক্ষা করিয়া লয়। যদি সে এই পরীক্ষায় নিজের সততা ও অকৃত্রিমতার প্রমাণ দিয়া উত্তীর্ণ হইতে পারে তবেই তাহাকে স্বীয় প্রিয়পাত্রের তালিকাভুক্ত করিয়া লয়। দুনিয়ার এই নীতির মতই আল্লাহ তা'আলাও হযরত ইবরাহীম আঃ-কে সে যুগের একটা বিরাট বিপ্লবের অধিনায়ক হিসাবে মনোনীত করিয়া তাঁহাকে কয়েকটি ভয়াবহ লোমহর্ষক কাজের দ্বারা পরীক্ষা করিয়া লইয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن قال انى جاعلك للناس اماما

"এবং যখন ইবরাহীম আঃ-কে তাঁহার প্রভু কয়েকটি বিষয়ে পরীক্ষা করিয়া লইলেন এবং ইবরাহীম সেগুলি পূরা করিয়া দিলেন তখন আল্লাহ বলিলেন, আমি তোমাকে মানব জাতির নেতা করিয়া দিতে চাই।" (সূরা বাকারাহ : ১৫ আয়াত)

এই পরীক্ষাগুলি কি এবং কি ধরণের ছিল তাহা স্মরণ করিলে আজিও হৃদয় কাঁপিয়া উঠে, সর্বদেহে শিহরণ জাগে। হযরত ইবরাহীম আঃ-কে কেবল আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার অপরাধে যালিম রাজা নমরূদের আদেশে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হয়। তিনি আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহে উহা হইতে অক্ষত অবস্থায় বাহির হইয়া আসেন এবং জন্মভূমি ত্যাগ করিয়া প্যালেস্টাইনে চলিয়া যান। হযরত ইবরাহীম আঃ বার্ধক্যের প্রায় শেষ সীমায়

www.ahlehadeethbd.org

Contents

উপনীত হইয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার ঔরসে কোন সন্তান জন্মলাভ করে নাই। এই অবস্থায় আল্লাহ তাঁহাকে তাঁহার দ্বিতীয় স্ত্রী মা হাজেরার গর্ভজাত এক পুত্ররত্ন দান করেন। এই অকাল ফল তাঁহার কত আদরের এবং কিরূপ স্নেহের বস্তু হইতে পারে তাহা সহজেই অনুমেয়। এই প্রকার দুর্লভ রত্নকে কেহ এক মুহূর্তের জন্যও চক্ষুর আড়ালে রাখিতে পারে না।

কিন্তু আল্লার অপার মহিমা, তিনি ইহা দ্বারাও তাঁহাকে পরীক্ষা করিতে চাহিলেন। আদেশ হইল, তোমার এই প্রাণপল্লবকে তাহার জননীসহ কা'বা গৃহের নিকট রাখিয়া আইস। খুদাভক্ত নিবেদিত প্রাণ হযরত ইবরাহীম আঃ অবনত মস্তকে এই আদেশ মানিয়া লইলেন এবং জনমানবহীন উষর মরুভূমিতে অবস্থিত কা'বা ঘরের পার্শ্বে নবজাত শিশুকে তাহার মাতাসহ ছাড়িয়া আসিলেন। তিনি সেদিন বিদায়কালে আল্লাহর দরবারে তাহাদের জন্য যে হৃদয় বিগলিত করুণ প্রার্থনা করিয়াছিলেন তাহা কুরআন মজীদে চিরদিনের জন্য সুরক্ষিত হইয়া আছে। তিনি স্বীয় প্রভুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,

ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذى زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلوة فاجعل افئدة من الناس تهوى اليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ٠

"হে আমাদের পরওয়ারদেগার! আমি আমার এক সন্তানকে তোমার মহান ঘরের নিকট বসবাসের জন্য রাখিয়া দিলাম, এমন এক ময়দানে রাখিয়া দিলাম যেখানে কোন ফসল হয় না, হে আমাদের প্রভু! যাহাতে তাহারা (তাহার বংশধরগণ) নামাযকে প্রতিষ্ঠিত করে; অতএব আপনি মানুষের চিত্তকে তাহাদের প্রতি আকৃষ্ট করিয়া দিন এবং তাহাদিগকে (অপর দেশের) উৎপন্ন ফসল দ্বারা রুযী দিন যাহাতে তাহারা আপনার শোকরগুযারী করে।" এইভাবে হযরত ইবরাহীম আঃ স্বীয় পুত্রকে কেবল আল্লাহর নিগাহবানীতে রাখিয়া নিজের তবলীগ-কেন্দ্র প্যালেস্টাইনে চলিয়া গেলেন। তিনি মাঝে মাঝে স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্র হযরত লূত আঃ-এর জর্দানে তবলীগী কার্য্য পরিদর্শন করার এবং মক্কায় পুত্র ইসমাঈলের খোঁজ খবর লইবার জন্য আগমন করিতেন। হযরত ইসমাঈল আঃ আল্লাহর অনুগ্রহে এবং জননীর সেবা যত্নে ক্রমশঃ বর্ধিত হইতে লাগিলেন। অতঃপর যখন তাঁহার বয়স ৭/৮ বৎসর হইল তখন হযরত ইবরাহীম আঃ আর একটি মহা পরীক্ষার সম্মুখীন হইলেন। এই পরীক্ষা ছিল এত কঠিন এবং ভয়াবহ যে, উহা তাঁহার পূর্ববর্তী সকল পরীক্ষাকে ছাড়াইয়া গেল। তিনি তাঁহার এই নয়নমণিকে কুরবান করিবার জন্য আল্লাহ-কর্তৃক আদিষ্ট হইলেন। তিনি নিজের চক্ষু ঢাকিয়া মীনা প্রান্তরে স্বীয় প্রাণপ্রতীম পুত্রের গলায় ছুরি চালাইয়া দিলেন কিন্তু আল্লাহ তাঁহার এই ত্যাগে সন্তুষ্ট হইয়া হযরত ইসমাঈলকে সেখান হইতে অপসারণ করাইয়া একটি দুম্বা রাখিয়া দিলেন। দুম্বাটি যবহ হইয়া গেল এবং এইভাবে পুত্র বলিদান হইতে রক্ষা পাইলেন। এইভাবে কঠিন কঠিন পরীক্ষায় পাশ করিয়াই হযরত ইবরাহীম আঃ নবীগণের পিতারূপে আখ্যায়িত ও মিল্লতে ইবরাহীমীয়ার প্রতিষ্ঠাতা রূপে জগত বরেণ্য হইয়া গেলেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁহাকে স্বীয় বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করিয়া লইলেন আর ঘোষণা করিয়া দিলেন,

ومن احسن دينا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة ابرهيم حنيفا، واتخذ الله ابرهيم خليلا ٠

www.ahlehadeethbd.org

Contents

"সেই ব্যক্তি অপেক্ষা আর কোন্ ব্যক্তির উত্তম দ্বীন হইতে পারে—সে ব্যক্তি সৎকর্মী হইয়া আল্লাহর হুযূরে নিজের মস্তক অবনত করিয়া দিয়াছে ও মিল্লতে ইবরাহীমের অনুসরণ করে এবং আল্লাহ ইবরাহীমকে স্বীয় বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করিয়া লইয়াছেন।" (সূরা নিসা : ১৮ আয়াত)

এই অনাবিল খালেস প্রেমই হযরত ইবরাহীম আঃকে আল্লাহর বন্ধু বানাইয়া দিয়াছেন এবং তাঁহার মিল্লতকে কিয়ামত পর্যান্ত কায়েম করিয়া দিয়াছেন। আমরা ঈদুল আযহার ১০ই তারিখে যে পশু কুরবানী করিয়া থাকি তাহা হযরত ইবরাহীম ও হযরত ইসমাঈলেরই স্মৃতি চিহ্ন। আমরা কি কখনও কুরবানীর পশুর গলায় ছুরি চালাইবার সময় এ কথা স্মরণ করি যে, ইহা পশু নয়, ইহা প্রকৃতপক্ষে আমাদের অতি আদরের প্রিয় পুত্র, যাহা আল্লাহর অশেষ অনুগ্রহে পশুরূপ ধারণ করিয়াছে, নচেৎ আমাদের প্রত্যেককে নিজেদের লক্ষ লক্ষ পুত্রকে আল্লাহর রাহে বলি দিতে হইত। আল্লাহ আমাদিগকে কুরবানীর আসল তত্ত্ব অবগত হইবার তাওফীক প্রদান করুন! আমীন!

একে একে নিভিছে দেউটি—

কবি অতি বিদগ্ধ হৃদয়ে গাহিয়াছে,

چراغ صبح جو اب ہے رہےگا صبح محشر تلک
مگر محفل تو پروانون سے خالی ہوتی جاتی ہے

আজিকার এই প্রভাত বাতি জ্বলবে হাশর প্রভাত তক,
কিন্তু সভা পতঙ্গ হীন চলল হ'তে হায়! বেবাক।

রসূলুল্লাহ সঃ ফরমায়াছেন, "আল্লাহ দুনিয়া হইতে দ্বীনী ইলমকে আলিমগণের তিরোধানের দ্বারা উঠাইয়া লইবেন।

বর্তমান যুগে আমরা তাঁহার এই অমর বাণীর সত্যতা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিতেছি। বিভাগ পূর্বকালে আমাদের যে সব গৌরব-মণি এবং দ্বীনের মুখলিস স্বনাম ধন্য আলিম ছিলেন তাঁহারা একে একে সকলেই আমাদিগকে ছাড়িয়া অমর ধামে চলিয়া গিয়াছেন তাঁহাদের পর যে কয়জন মুষ্টিমেয় আলিম অবশিষ্ট ছিলেন তাঁহারাও অবশেষে আমাদিগকে ইয়াতীম ও অসহায় করিয়া চলিয়া গেলেন। শেরে পাঞ্জাব হযরত মওঃ সানাউল্লাহ রহঃ, হযরত মওঃ ইবরাহীম সিয়ালকোটী রহঃ, হযরত মওঃ আবুল কাসেম বেনারসী রহঃ, পাক বাংলার গৌরব মওঃ আবদুল্লাহিল বাকী ও মওঃ আবদুল্লাহিল কাফী রহঃ ভ্রাতৃদ্বয়, চির বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন এবং পাঞ্জাব গৌরব মওঃ দাউদ গযনবী রহঃ এবং আরও অনেক মুত্তাকী ওলামা এ কেরামের ইন্তেকাল হইয়াছে কিন্তু অতি পরিতাপের বিষয়, তাঁহাদের শূন্য স্থান আজিও পূর্ণ হয় নাই এবং ভবিষ্যতেও হইবার কোন সম্ভাবনা আছে বলিয়া বিশ্বাস হয় না। আমরা দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে আমাদের পাঠকগণকে জানাইতেছি যে, সম্প্রতি আমাদের আর একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র চিরদিনের মত অস্তমিত হইয়া গেল অর্থাৎ আল্লাহর রাহে নিবেদিত প্রাণ লব্ধ প্রতিষ্ঠ মুহাদ্দিস, শ্রেষ্ঠ বাগ্মী সুনিপুণ সংগঠক, একনিষ্ঠ সাধক, জামেআ এ সলফীয়া লায়ালপুর মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা এবং পশ্চিম পাকিস্তান জমঈয়তে আহলে হাদীসের আমীর হযরত আল্লামা ইসমাইল গুজরানওয়ালা আর ইহ জগতে নাই! ২০ ফেব্রুয়ারী তারিখে সামান্য অসুখ ভোগের পর অমর ধামে চলিয়া গিয়াছেন, [ইন্নালিল্লাহে • • • • রাজেঊন] আপনাদিগকে তাঁহার জন্য দুআ-এ-মাগফেরাত এবং জানাযায়ে গায়েব পড়িতে অনুরোধ জানাইতেছি।

اللهم امطر عليه شابيب رحمتك
ورضوانك وارزقه نعيم جنتك امين

www.ahlehadeethbd.org

بسم الله الرحمن الرحيم

জমঈয়তের প্রাপ্তি স্বীকার, ১৯৬৮

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

জানুয়ারী মাস

যিলা ঢাকা

১। মোঃ এস, এম, আবদুল কাইউম পি, এম, জী, অফিস ঢাকা যাকাত ১৲ ফিৎরা ১৲ ২। মোহাঃ জামাল উদ্দিন মুহাজির ৯৫ নং কাযি আলাউদ্দিন রোড ফিৎরা ২৲ ৩। মোহাঃ আযিযুর রহমান দক্ষিণ বাড্ডা পোঃ গুলশান ফিৎরা ২৲ ৪। মোঃ শামছুজ্জহা খান বি, এ, ২নং কাযি আলাউদ্দিন রোড ফিৎরা ৪'৫' ৫। মুন্সী আবদুল ওয়ায়েস মিঞা ৮৬ নং জমঈয়ত দফতর ফিৎরা ৫৲ ৬। মোহাঃ আবু সাঈদ কেয়াঃ মোহাঃ রহিমুদ্দিন জমঈয়ত আহলে হাদিস অফিস ফিৎরা ২৲ এককালিন ৩৲ ৭। মোহাঃ মনছুর ১৯০।১ আগামাছি লেন ফিৎরা ২৲ ৮। মোহাঃ হোসেন খলিফা ৪নং নিউমার্কেট ফিৎরা ১২৲ ৯। মোহাঃ বোরহান উদ্দিন ২নং প্যালেস মার্কেট ফিৎরা ১০৲ ১০। মোহাঃ নূরুল ইসলাম ঠিকানা ঐ ফিৎরা ৪৲ ১১। জমির উদ্দিন আহমদ ২৪ এ স্কটনগার্ডেন ফিৎরা ৩৲ ১২। আব্দুল করিম মিঞা নাজিরা বাজার ফিৎরা ৩৲ ১৩। মোঃ আব্দুল মালেক বি, এ, এ, জি, অফিস ফিৎরা ১৲ ১৪। জমির উদ্দিন আহমদ সাং নিমুলিয়া পোঃ ডেমরাবাজার ফিৎরা ৬'৫০ ১৫। মওলানা আব্দুর রহিম এম, এ, বি, এস, সি, টি, ফাযেল দেওবন্দ অধ্যাপক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ফিৎরা ১০৲ ১৬। মোঃ মোহাঃ আলম উদ্দিন, মোহাম্মদপুর ফিৎরা ১০৲ ১৭। মোঃ মোহাঃ আব্দুস সালাম সায়েন্স ল্যাবরেটারী ফিৎরা ৫৲ ১৮। মোঃ মোহাঃ ইলিয়াস মোহাম্মদপুর ফিৎরা ৫৲ ১৯। ডাঃ মোহাম্মদ আবদুল মজিদ, ধানমণ্ডি যাকাত ২০৲ ফিৎরা ১৬৲ ২০। মোহাঃ লাল মিঞা সাং শরিফবাগ পোঃ ধামরাই যাকাত ৫৲ ২১। মোহাঃ ইজ্জতুল্লাহ সরকার সাং জোলারপার পোঃ শালনী ফিৎরা ৫৲ ২২। মোহাঃ মাহবুবর রহমান প্লানিং ডিপার্টমেণ্ট ফিৎরা ৫৲ ২৩। মোহাঃ আফাজ উদ্দিন সাং বলভদ্র পোঃ এম পাঁচগাও ফিৎরা ১০৲ ২৪। মোহাঃ দেওয়ান আলী মিঞা সাং বলভদ্র পোঃ এম পাঁচগাও যাকাত ৫৲ ২৫। হাজী মোহাঃ কমর আলী সাং নূরালাপুর পোঃ এম পাঁচগাঁও ফিৎরা ৮৫৲ ২৬। আলহাজ মোঃ মোহাঃ এলাহী বখশ সাং চৌরা পোঃ পাঁচদোনা যাকাত ২৫৲ ২৭। মোহাঃ জমির উদ্দিন মুন্সী সাং কারই লতা পোঃ মির্জাপুর বাজার যাকাত ৫৲ ২৮। মুন্সী মোহাঃ সানাউল্লাহ সাং বাদে কলমেশ্বর পোঃ বেড়িবাজার ফিৎরা ৫৲ ২৯। কাজোরা জমাত হইতে ডাঃ মাফুযুর রহমান সাং কাজোরা পোঃ গাছা ফিৎরা ৯৲ ৩০। ধামাস কোট জামাত হইতে হাজী আব্দুস সোবহান পোঃ ঢাকা যাকাত ১০৲ ৩১। ফেরাজী কান্দা জামাত হইতে হাফেজ মোহাঃ ইউসোফ ফিৎরা ২৫৲ ৩২। হাজি মোহাঃ হেসাব উদ্দিন প্রধান সাং চারিতালুক পোঃ আতলাপুর যাকাত ১০৲ ৩৩। হাজী মোহাঃ হোরাব আলী সাং ও পোঃ আতলাপুর বাজার যাকাত ৩৲ ৩৪। মোহাঃ আনার আলী ভূইয়া ঠিকানা ঐ যাকাত ৪৲ ৩৫। আলহাজ মোঃ মোহাঃ কিসমত আলী ঠিকানা ঐ যাকাত ২৫৲ ৩৬। হাজী মোহাঃ শফি উদ্দিন ভূঞা সাং চারিতালুক বড়বাড়ী পোঃ আতলাপুর বাজার যাকাত ১০৲ ৩৭। কারী

www.ahlehadeethbd.org

Contents

মৌ: মোহাঃ হাসান ইমাম কাঞ্চন বাজার মসজিদ ফিৎরা ২৲ ৩৮। হাজী মোহা: ফযর আলী মোল্লা কাঞ্চন যাকাত ৫৲ ৩৯। মোহা: আলী মিঞা ঠিকানা ঐ যাকাত ১০৲ ৪০। মোহা: আজমত আলী মিঞা সাং কলাতলী পোঃ কাঞ্চন এককালীন ২৲ ৪১। আলহাজ্জ হাফেয মোহা: ইউসোফ ফেরাজী কান্দা এককালীন ১২৲ ৪২। হাজী মোহাঃ হিরু মিঞা ঠিকানা ঐ এককালীন ১৲ ৪৩। জোয়ারিয়া কান্দা জামাত হইতে মওলানা মোহা: মনির উদ্দিন পোঃ মাধবদী ফিৎরা ৫৲ ৪৪। হাজী মোহাঃ মুসলিম উদ্দিন সাং শরিফবাগ পো: ধামরাই যাকাত ১০০৲ ৪৫। মোহা: মুজাম্মেল হক একাউণ্টেট অলিমপিয়া টেক্সটাইল মিলস পো: মমনুগর ফিৎরা ৫৲ ৪৬। মোহা: আবদুল মান্নান সাং ডেমরান পোঃ ধামরাই ফিৎরা ৯'৭০ ৪৭। মোহাঃ সাকুল্লাহ সরকার সাং উত্তর সালনা পোঃ সালনা ফিৎরা ৫৲ ৪৮। ডাঃ এ, এম, এফ, রেজাউর রহমান এম, বি, বি, এস শাহিন হোমিও হল নারায়নগঞ্জ অন্যান্য ৩৲ ৪৯। দোলেশ্বর জামাত হইতে হাজী মোহা: খাজিলুল্লাহ সরদার পো: কোণ্ডা ফিৎরা ১০০৲ ৫০। হেফজুদ্দিন আহমদ, নয়াগাঁও পো: বিরাবো ফিৎরা ১০৲ ৫১। ইকুরিয়া পূর্বপাড়া জামাত হইতে, মারফত মোহাঃ আমিযুল হক পো: ধামরাই ফিৎরা ২৫৲ ৫২। মোহাঃ মুজিবল হক সাং ইকুরিয়া পূর্বপাড়া ধামরাই যাকাত ২০৲ ৫৩। মও: মোহাঃ হবিবুল্লাহ খান রহমানী সাং শরিফপুর পোঃ কে, বি, বাজার ফিৎরা ৫৲ ৫৪। মৌ: মোহা: আফসার উদ্দিন চৌধুরী বিজগাঁও ফিৎরা ৪৲ ৫৫। মোহাঃ আবদুল আজিজ সাং জয়াকান্দা ফিৎরা ৫৲।

আদায় মারফত মৌ: মোহাঃ আলতাফ হোসেন খান সাং উজামপুর পোং আজমপুর

৫৬। মোহাঃ রোস্তম আলী খান সাং মাউসাঈদ পো: আজমপুর ফিৎরা ৫৲ ৫৭। মোহা: রফিকউদ্দীন বেপারী সাং উজামপুর পো: আজমপুর ফিৎরা ১৲ ৫৮। মৌ: মোহাঃ আলতাফ হোসেন ঠিকানা ঐ ফিৎরা ১৮৲ ৫৯। মোহা: খোরশেদ বেপারী ঠিকানা ঐ ফিৎরা ২'৫০ ৬০। কাযী মোহা: অকিল উদ্দীন সাং চঁদপাশ পোঃ আজমপুর ফিৎরা ৩'৫০ ৬১। অহিজউদ্দীন আহমদ সাং উজামপুর পোঃ আজমপুর ফিৎরা ১৲ ৬২। মাষ্টার মোহা: সিরাজুল ইসলাম ভূইয়া সাং নয়াগোলা পো: আজমপুর ফিৎরা ২৫৲ ৬৩। মুন্‌শী মোহাঃ কফিল উদ্দীন বেপারী সাং করহাটিয়া কুরবানী ১'৬২

আদায় মারফত মওলবী মোহাঃ এব্রাহীম সাহেব নারায়নগঞ্জ

৬৪। ডাঃ মোহা: রেজাউর রহমান শাহিন হোমিও হল কে, বি, শাহারোড নারায়নগঞ্জ যাকাত ২৫৲ ৬৫। মৌ: মোহা: মীযানুর রহমান বি, এ, বি, টি জামতলা নারায়নগঞ্জ ফিৎরা ৫৲ ৬৬। আলহাজ্জ মোহাঃ ওমর আলী ও, কে, ব্রাদার্স টানবাজার নারায়নগঞ্জ যাকাত ২৫০৲ ৬৭। ডাঃ মোহাঃ নেয়ামতুল্লাহ এম, বি, বি, এস মেডিক্যাল হল নারায়নগঞ্জ যাকাত ১০০৲ ৬৮। মৌঃ মোহা: হবিবর রহমান এম, এ, ৩৯ নওয়াব সলিমুল্লাহ রোড নারায়নগঞ্জ অন্যান্য ৫৲ ৬৯। মৌঃ মোহা: রোকনউদ্দীন আহমদ কে, বি, শাহারোড নারায়নগঞ্জ ফিৎরা ১০৲ ৭০। বেগম মৌঃ সাইফুদ্দীন আহমদ উত্তর চাষাড়া নারায়নগঞ্জ যাকাত ৫৲ ৭১। আলহাজ্জ মোহাঃ নান্নু মিঞা কসাইপট্টি বালির বাজার নারায়নগঞ্জ যাকাত ২৫৲ ৭২। মৌ: মোহা: জার্জিস হোসেন, লেবার হুসীয়ারী লিয়াকত আলী এভিনিউ নারায়নগঞ্জ যাকাত ১০০৲ ৭৩। মৌঃ মোহা: ইব্রাহিম হোসেন বি, এ, মিশন পাড়া, নারায়নগঞ্জ যাকাত ১০০৲ ৭৪। মৌঃ মোহা: এসহাক ব্রাদার মৌ: মোহা: ইব্রাহিম সাহেব বি, এ, যাকাত ১০০৲ ৭৫। আলহাজ্জ মোহা: রফিকউদ্দীন ভূইয়া টানবাজার নারায়নগঞ্জ যাকাত ২৫০৲ ৭৬। মোহা: ইসমাঈল, হাসান বস্ত্রালয় কে, বি, শাহারোড নারায়নগঞ্জ যাকাত ৩৲ ৭৭।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

মোহাঃ মহিউদ্দীন ভূইয়া ঠিকানা ঐ যাকাত—২৲ ৭৮। মৌঃ মোহাঃ রইছউদ্দীন কে, বি, শাহা রোড নারায়নগঞ্জ যাকাত ১০৲

আদায় মারফত মৌঃ মোহাঃ সায়াদতউল্লাহ সাহেব সাং ইকুরিয়া পোঃ ধামরাই

৭৯। মোহাঃ দীন মোহাম্মদ বেপারী সাং ইকুরিয়া পোঃ ধামরাই কুরবানী ৫৲ ৮০। মোহাঃ ওয়ায়েজউদ্দীন বেপারী ঠিকানা ঐ যাকাত ৫৲ ৮১। মুনশী আবদুল লতিফ সাং চান্দপাড়া যাকাত ১৲ ৮২। মোহাঃ রমযান আলী বেপারী সাং ইকুরিয়া যাকাত ২৲ ৮৩। মোহাঃ মুছাখান ঠিকানা ঐ যাকাত ২৲ ৮৪। মুন্সী মোহাঃ হুকুম আলী ঠিকানা ঐ যাকাত ৫৲ ৮৫। মোহাঃ আবদুল আলী বেপারী ঠিকানা ঐ যাকাত ১০৲ ৮৬। মোহাঃ বছির উদ্দীন বেপারী ঠিকানা ঐ যাকাত ৫৲ ৮৭। মোহাঃ ওয়ায়েজ উদ্দীন বেপারী ঠিকানা ঐ যাকাত ১০৲ ৮৮। মোহাঃ যিয়াউদ্দীন বেপারী ঠিকানা ঐ যাকাত ৫৲ ৮৯। মোহাঃ মহিউদ্দীন বেপারী ঠিকানা ঐ যাকাত ৪৲ ৯০। ইকুরিয়া দক্ষিণ পাড়া জামাত হইতে ফিৎরা ১২৲ মোহাঃ ইসমাঈল হোসেন ঠিকানা ঐ যাকাত ৫৲ ৯১। মোহাঃ হাকীম আলী বেপারী ঠিকানা ঐ যাকাত ৩৲ ৯২। মাষ্টার মোহাঃ হাফিজুল্লাহ সাং তেঁতুলিয়া ফিৎরা ৫৲ ৯৩। মোহাঃ আবদুল বারী ঠিকানা ঐ ফিৎরা ১৲ ৯৪। মোহাঃ গোলাম রহমান তেঁতুলিয়া পোঃ ধামরাই ফিৎরা ১২৲ ৯৫। মোহাঃ সিদ্দিক হোসেন ইকুরিয়া যাকাত ৫৲ ৯৬। মোহাঃ জলিলুর রহমান ঠিকানা ঐ যাকাত ৫৲ ৯৭। মোহাঃ রাওয়ানক আলী বেপারী ঠিকানা ঐ যাকাত ২৲ ৯৮। মোহাঃ আবদুল করিম বেপারী ঠিকানা ঐ যাকাত ৫৲ ৯৯। মোহাঃ মুন্সী মিঞা ঠিকানা ঐ যাকাত ১০৲ ১০০। হাজী মোহাঃ তাজউদ্দীন ঠিকানা ঐ যাকাত ৬০৲ দফে যাকাত ৫৲ ১০১। মোহাঃ আবদুর রহমান বেপারী ঠিকানা ঐ যাকাত ৪৲ ১০২। মোহাঃ সায়াদতুল্লাহ ঠিকানা ঐ যাকাত ৭৲ ১০৩। আবদুর রহমান বেপারী ঠিকানা ঐ যাকাত ২৲ ১০৪। হাজী মোহাঃ তাজউদ্দীন ইকুরিয়া পশ্চিম পাড়া জামাত হইতে ফিৎরা ৭৪৲ ১০৫। হাজী মোহাঃ জয়নুদ্দীন তেঁতুলিয়া দক্ষিণ পাড়া জামাত হইতে ফিৎরা ১৫৲ যাকাত ৩৲ ১০৬। মৌঃ মোহাঃ তাজউদ্দীন তেঁতুলিয়া উত্তর পাড়া জামাত হইতে ফিৎরা ২৫৲ ১০৭। হাজী মোহাঃ কলিম উদ্দীন সাং তেঁতুলিয়া পোঃ ধামরাই যাকাত ১৫৲ ১০৮। মোহাঃ হযরত আলী বেপারী সাং ইকুরিয়া পোঃ ধামরাই যাকাত ৩৲ ১০৯। হাজী মোহাঃ আবদুল গণী সাং তেঁতুলিয়া পোঃ ধামরাই যাকাত ৫৲ ১১০। হাজী মোহাঃ দিয়ানাতুল্লাহ সাং ইকুরিয়া পোঃ ধামরাই যাকাত ১৫৲ ১১১। হাজী মোহাঃ ছাবেদ আলী ঠিকানা ঐ যাকাত ২৫৲ ১১২। হাজী মোহাঃ ওয়ায়েজ উদ্দীন ঠিকানা ঐ যাকাত ২৲

আদায় মারফত মৌঃ মোহাঃ নূরুযামান সাহেব বল্লা বাজার

১১৩। মোহাঃ নওয়াবজান মিঞা ৭১ নং নাজিরা বাজার লেন যাকাত ২০০৲ ১১৪। মোহাঃ রায়হান ৬নং সেকশন, মিরপুর অন্যান্য ৫৲ ১১৫। এ, গফুর এ্যাণ্ড কোং ৮/২ ইসলামপুর রোড যাকাত ৫০৲ ১১৬। বিলাল ট্রেডিং এ্যাণ্ড কোং ১০ নং ইসলামপুর যাকাত ১০৲ ১১৭। এম, এস কোহীনুর ক্লথ হাউস ৮৮ নং ইসলামপুর রোড যাকাত ২৫৲ ১১৮। মেসার্স আবুবকর এ্যাণ্ড কোং ১২/১০ ইসলামপুর রোড যাকাত ২৫৲ ১১৯। এম, এ, লতীফ এ্যাণ্ড সন্স ৭৬/১৪ আলম মার্কেট যাকাত ২৫৲ ১২০। মোহাঃ ইউনুস ব্রাদার্স ইসলামপুর রোড যাকাত ৫৲ ১২১। এম, এস, রাজ্জাক, এ, লতিফ ৩৩ নং ইসলামপুর রোড যাকাত ১০৲ ১২২। এম, এস, রফিক ব্রাদার্স ইসলামপুর রোড যাকাত ৫৲ ১২৩। এম, এস, দেওয়ান এ্যাণ্ড কোং ইসলামপুর যাকাত ২৫৲ ১২৪। মাষ্টার আবদুস সালাম সাং মুসার চর পোঃ মহজমপুর ফিৎরা ১০৲ ১২৫। বংশাল জামাত হইতে মারফত মৌঃ মোহাঃ

www.ahlehadeethbd.org

Contents

আবদুল্লাহ মুতাওয়াল্লী ফিৎরা ৩৭৪'৭৫ ১২৬। আবদুল কাদের বেপারী ১২২ নং লুৎফর রহমান লেন যাকাত ১০৲ ১২৭। জনৈক মুহাজের মারফত মওঃ শামছুল হক সলফী ২০নং বংশাল রোড এককালীন ২৲ ১২৮। মোহাঃ রোস্তম আলী সাং মাউসাইদ পোঃ আজমপুর ফিৎরা ৫৲ ১২৯। মৌঃ মোহাঃ আলতাফ হোসেন খান ঠিকানা ঐ ফিৎরা ১৮'৫০ এককালীন ১৫৲ ১৩০। মোহাঃ খোরশেদ বেপারী ঠিকানা ঐ ফিৎরা ২'৫০ ১৩১। কাযী মোহাঃ আজিম উদ্দীন সাং চান্দপাড়া পোঃ ঐ ফিৎরা ৪৲ ১৩২। মাষ্টার মোহাঃ সিরাজুল ইসলাম ভূইয়া নয়াগ্রোলা পোঃ ঐ ফিৎরা ২৫৲ ১৩৩। ডাঃ এ, এস, এম, রেজাউর রহমান এম, বি, এইচ শাহীন হোমিও হল ফিৎরা ৩৲ ১৩৪। মোহাঃ অহিজউদ্দীন সাং উজামপুর পোঃ আজমপুর ফিৎরা ১৲ ১৩৫। মরহুম মৌঃ মোহাঃ আবদুল্লাহ খান বেগুন বাগিচা মারফত মৌঃ আবদুস সালাম অন্তাজ ২৲ ১৩৬। মোহাঃ ওমর আলী মোল্লা মিশনপাড়া নারায়ণগঞ্জ যাকাত ১০৲ ১৩৭। মোহাঃ আবদুররউফ ৫/১ আগাসাদেক রোড আকিকা ৫৲ ১৩৮। ডাঃ মোহাঃ মুমতাজুর রহমান সিভিল সার্জেন ১১৯ নং আজিমপুর যাকাত ২৫৲।

আদায় মারফত মওঃ মোহাম্মদ আলী সাহেব মুদাররেস, মাদ্‌রাসাতুল হাদীছ, ঢাকা

১৩৯। মৌঃ আবদুর রহমান ৩৯নং নওয়াব ইউসোফ রোড যাকাত ৩০৲ ১৪০। আবদুস সালাম ১৩৭/১ লুৎফর রহমান লেন যাকাত ১০৲ ১৪১। আলহাজ মোহাঃ মুখলেছুর রহমান ৫৪ নং বংশাল রোড যাকাত ১০০৲ ১৪২। আলহাজ মোহাঃ ছমির উদ্দিন মালীবাগ যাকাত ১০৲ ১৪৩। হাফিজ মোহাঃ ওমর ইমাম বংশাল বড় মসজিদ যাকাত ১০৲ ১৪৩। মোহাঃ মুতালিব মিঞা ১৪৩ নং লুৎফর রহমান লেন যাকাত ২৲ ১৪৫। আলহাজ মোহাঃ ইসমাইল মাপারী নওয়াবপুর রোড যাকাত ২০০৲ ১৪৬। বাংলা বিল্ডার্স ১২০/১২১ নওয়াবপুর রোড যাকাত ১০০৲ ১৪৭। আবদুল আযিয মিঞা ২২৩ নং বংশাল রোড যাকাত ১০৲ ১৪৮। মোহাঃ রমযান মিঞা ৩নং বাগদাসা লেন যাকাত ১০৲ ১৪৯। মোহাঃ আবদুল হালীম মিঞা ১৮ নং হাজী আবদুল্লাহ সরকার লেন যাকাত ৫৲ ১৫০। মৌঃ মোহাঃ শামছুল হুদা ৯ নং হাজী আবদুল্লাহ সরকার লেন যাকাত ১০০৲ ১৫১। মোহাঃ সোহরাব মিঞা ৪১ নং হাজী আবদুল্লাহ সরকার লেন যাকাত ২০৲ ১৫২। আলহাজ মওঃ শামছুল হক সালাফী ২০ নং বংশাল রোড যাকাত ৫০৲ ১৫৩। শেঠ মোহাঃ ফারুক ২২৩ নং বংশাল রোড যাকাত ৫০৲ ১৫৪। মোহাম্মদ আসাদুল্লাহ মিঞা ১০৭ নং কাযী আলাউদ্দীন রোড যাকাত ২৫৲ ১৫৫। আলহাজ মোহাঃ আতীকুল্লাহ মুতাওয়াল্লী হাজী আবদুল্লাহ সরকার লেন, যাকাত ২৫৲ ১৫৬। আলহাজ আবদুর রহিম ৩১/৭ নওয়াব ইউসোফ রোড যাকাত ৩০৲ ১৫৭। মোহাঃ আবুবকর মিঞা ৪২/১ নওয়াব ইউসোফ রোড যাকাত ১০৲ ১৫৮। মৌঃ আবদুল আজিজ মহাখালী যাকাত ৩০৲ ফিৎরা ১০৲ ১৫৯। মৌঃ মোহাঃ ইমামুদ্দীন যাকাত ৫৲ ১৬০। মৌঃ আবদুল খালেক মোহাম্মদপুর যাকাত ২৲ ১৬১। মৌঃ মোহাঃ আনিছুর রহমান ৫/১ সিমসন রোড যাকাত ২৲ ১৬২। আলহাজ মৌঃ আকীল আহমদ যাকাত ২৫৲ ১৬৩। আলহাজ মোহাঃ জালেনুস বংশাল যাকাত ৩০৲ ১৬৪। আবদুল আওয়াল বেপারী ২১নং হাজী আবদুর রসিদ লেন যাকাত ১০৲ ১৬৫। হাফিজ মোহাঃ ইসমাঈল এ্যাণ্ড সন্স ২নং মিটফোর্ড রোড যাকাত ৫০৲ ১৬৬। মোহাঃ ইদু বেপারী ২২ নং বংশাল রোড যাকাত ৫৲ ১৬৭। মৌঃ আবদুল খালেক মালীবাগ যাকাত ১০৲ ১৬৮। আবদুর রহিম বেপারী ৮৯ কাযী আলাউদ্দীন রোড যাকাত ৫০৲ ১৬৯। আলহাজ দীন মোহাম্মদ পোস্তা যাকাত ৫০৲ ১৭০। হাফিয মোহাঃ হাসান বংশাল যাকাত ১০৲ ১৭১। হাফিয মোহাঃ ইসমাঈল বংশাল যাকাত ৫৲ ১৭২। মৌঃ মোহাঃ মুহিবুর রহমান যাকাত ২৫৲ ১৭৩। মোহাঃ আবদুর রসিদ মিঞা বংশাল যাকাত ১০০৲ ১৭৪। আবদুস হামীদ বেপারী বংশাল যাকাত

www.ahlehadeethbd.org

Contents

৫০৲ ১৭৫। মোহাঃ আলাউদ্দীন মিঞা ৪৪ নং কাযী আলাউদ্দীন রোড যাকাত ৮৲ ১৭৬। মোহাঃ আলীমুল্লা মিঞা নাজিরা বাজার যাকাত ১০ ১৭৭। মোহাঃ মুসলিম মিঞা ২৩৯ বংশাল রোড যাকাত ২০৲ ১৭৮। মোহাঃ শেহাবউদ্দীন মিঞা নাজিরা বাজার যাকাত ১০০৲ ১৭৯। মোহাঃ আহসান উল্লাহ মিঞা ৩৯নং ছিদ্দিক বাজার যাকাত ১০৲ ১৮০। আবদুল কাদের বেপারী ১২২ নং লুৎফর রহমান লেন যাকাত ১০৲

আদায় মারফত মৌঃ মোহাম্মদ তাজউদ্দিন সাহেব

ইকুরিয়া, ধামরাই

১৮১। হাজি মোহাঃ সেফাতুল্লাহ সাং ইকুরিয়া নাদিরপার পোঃ ধামরাই কুরবানী ২৲ ১৮২। মোঃ আনিসুর রহমান, ঠিকানা ঐ কুরবানী ১৲ ১৮৩। আবদুর বেপারী ঠিকানা ঐ কুরবানী ২৲ ১৮৪। আবদুল ওয়াহাব খান ঠিকানা ঐ কুরবানী ১৲ ১৮৫। হাজী মোহাঃ ওয়াজ উদ্দিন ঠিকান ঐ কুরবানী ১৲ ১৮৬। মোহাঃ হাফিয উদ্দিন সাং আশুলিয়া তিনআনীপাড়া কুরবানী ১৲ ১৮৭। মোহাঃ আইনুদ্দিন মোল্লা, শরিফবাগ জামাত হইতে কুরবানী ৫৲ ১৮৮। মোহাঃ জয়নুদ্দিত বেপারী, শরিফবাগ জামাত হইতে কুরবানী ২৲ ১৮৯। মোহাঃ কলিম উদ্দিন মেম্বার, শরিফবাগ জামাত হইতে, কুরবানী ৮৲ ১৯০। হাজী মোহাঃ সাবেদ আলী, ইকুরিয়া জামাত হইতে কুরবানী ২৲ ১৯১। মোহাঃ নূরু বেপারী, ইকুরিয়া জামাত হইতে কুরবানী ৩৲ ১৯২। আবদুর রহমান, ইকুরিয়া জামাত হইতে কুরবানী ২৲ ১৯৩। মোহাঃ মুফিজুর রহমান, ইকুরিয়া জামাত হইতে কুরবানী ১০৲ ১৯৪। আবদুল করিম বেপারী, ইকুরিয়া জামাত হইতে কুরবানী ২৲ ১৯৫। মোহাঃ আদালত বেপারী সাং ইকুরিয়া নাদিপার কুরবানী ২৲ ১৯৬। মোহাঃ আলীম উদ্দিন মুন্সী, শরিফবাগ জামাত হইতে, কুরবানী ২৲ ১৯৭। হাজী আবদুর রাজ্জাক, ইকুরিয়া পূর্বপাড়া কুরবানী ৫৲ ১৯৮। মোহাঃ নূর বখশ সরকার, সাং ডেমরান তিন আনী পাড়া কুরবানী ৩৲ ১৯৯। আবদুল হক, আশুলিয়া জামাত হইতে কুরবানী ৩৲ ২০০। হাজী মোহাঃ মতীউর রহমান আশুলিয়া জামাত হইতে ফিৎরা ১৫৲ ২০১। মোহাঃ আলী মুদ্দিন মুন্সীর জামাত হইতে সাং শরিফবাগ যাকাত ৩০৲ ২০২। মোহাঃ কামাল উদ্দিন সাহেবের জামাত হইতে সাং শরিফ বাগ কুরবানী ২০৲ ২০৩। মোহাঃ মনছুর আলী মাঝির জামাত হইতে ফিৎরা ১০৲ ২০৪। আবদুর সালাম মেম্বার আশুলিয়া জামাত হইতে ফিৎরা ৫৲ ২০৫। আবদুল হক সাহেবের জামাত হইতে সাং আশুলিয়া ফিৎরা ৪৲ ২০৬। হাজী আবদুর রাজ্জাক সাহেবের জামাত হইতে ফিৎরা ১৫৲ ২০৭। মোহাঃ নূর বখশ সরকার জামাত হইতে ৫৲ ২০৮। মোহাঃ আমেন উদ্দিন মোল্লা সাবেহের জামাত হইতে সাং শরিফ বাগ ২০৲ ২০৯। আবদুল হাকীম সাহেবের জামাত হইতে ৬৲ ২১০। মোহাঃ হাফিয উদ্দিন সাহেবের জামাত হইতে সাং তিন আনিপ ড়া ৬'২৫।

যিলা ময়মনসিংহ

দফতরে ও মনিঅর্ডার যোগে প্রাপ্ত

১। মোহাঃ রিয়াজুল হক সাং ও পোঃ বল্লা বাজার ফিৎরা ২৲ ২। এম, এ, মজিন সুপারেন্টেণ্ডেণ্ট টাঙ্গাইল ময়মনসিংহ ফিৎরা ৫৲ ৩। মোঃ আবদুল কাদের সালাফী সাং কুকুরিয়া জামে মসজিদ পোঃ খাস শাহজানী ফিৎরা ১৫৲ দফে ঐ ফিৎরা ১৩০৲ ৪। আবু তৈয়েব মিঞা, কাঞ্চনপুর ভায়া বাশাইল ফিৎরা ৫৲ ৫। মোঃ আবদুর রকীব সাং গোলড়া পোঃ কালোহা ফিৎরা ৫২'৮০ ৬। মোহাঃ ইমান আলী সাং দাখিলপুর পোঃ ভরুয়াখালী ফিৎরা ৭৲ ৭। মুকছেদ আলী আহামদ সাং জোড়খালী পোঃ গুনারীতলা ফিৎরা ৫৲ ৮। মৌঃ আবদুল মালেক সাং দৌলতপুর পোঃ ছিলাঞ্জিয়া ফিৎরা ১০৲

www.ahlehadeethbd.org

Contents

আদায় মারফত মৌঃ মোহাঃ নূরযামান সাহেব
অনারারী মুবাল্লেগ, বল্লা নগর

৯। হাজী মোহাঃ কছিম উদ্দিন সাং ও পোঃ কাউল জানী কুরবানী ৬৲ ১০। মোহাঃ কায়েম উদ্দিন সরকার সাং বোয়াইল পোঃ কালোহা কুরবানী ৫৲ ১১। মোহাঃ জসিম উদ্দিন সরকার সাং ছাতী হাটী পোঃ কালোহা কুরবানী ২৲ ১২। আলহাজ মোহাঃ ইয়াদ আলী ঠিকানা ঐ কুরবানী ২৲ ১৩। মোছাম্মঃ রওশন আরা বেগম মারফত মোহাঃ যায়েদুর রহমান বল্লা বাজার যাকাত ৫'১২ ১৪। মোহাঃ আবদুস সামাদ মিঞা সাং বল্লা ফিৎরা ২৲ ১৫। মাষ্টার আবদুর রাজ্জাক সাং ছাতিহাটি পোঃ কালোহা ফিৎরা ১'৭৫ কুরবানী ৮'২৫ ১৬। মোহাঃ আবদুল খালেক ঠিকানা ঐ যাকাত ৫'৫০ ফিৎরা ২৲ ১৭। মোহাঃ আবদুস সামাদ ঠিকানা ঐ ফিৎরা ২২৫ ১৮। হাজী মোহাঃ কাযিম উদ্দিন ওডা আবুল হোসেন সাং কাউল জানী যাকাত ১০৲ ১৯। মোহাঃ শুকুর মাহমুদ সাং বালিয়ার চর পোঃ বড়বা ফিৎরা ৬'১২ ২০। মুন্সী আবদুল করিম বল্লা ফিৎরা ২৲ ২১। মোহাঃ সৈয়দ আলী সরকার সাং বল্লা বাজার যাকাত ১২'৫০।

যিলা কুষ্টিয়া

আফিসে ও মনিঅর্ডার যোগে প্রাপ্ত

১। মোহাঃ কাসেম আলী সাং ও পোঃ কুমারখালী যাকাত ৬৫৲ ২। মৌঃ মোহাঃ আবদুস সামাদ কুমারখালী যাকাত ২৫৲ ৩। হাজী মোহাঃ মেহের আলী সাং তেবাড়িয়া পোঃ কুমারখালী যাকাত ৩৫৲ ৪। দুর্গাপুর শাখা জমঈয়ত হইতে মারফত মৌঃ মোহাঃ আবদুস সামাদ পোঃ কুমারখালী ফিৎরা ১০৫৲ ৫। মোহাঃ ছিদ্দিক আলী সাং খাজাগোদা পোঃ কালুপোল ফিৎরা ৭৲ ৬। আহমাদ হোসেন সাং পীরতলা পোঃ বেতবাড়িয়া ফিৎরা ৬৲ ৭। ডাঃ মোহাঃ রহমতুল্লাহ মেহেরপুর ফিৎরা ১০০ ৮। মোহাঃ আবদুররউফ মিঞা মারফত ডাঃ মোহাঃ রহমতুল্লাহ যাকাত ২১৲ ৯। মোহাঃ রফিক আলী মিঞা মারফত ডাঃ রহমতুল্লাহ যাকাত ৫৲

যিলা পাবনা

মনিঅর্ডার যোগে ও দফতরে প্রাপ্ত

১। মৌঃ মোহাঃ রহিম উল্লাহ আযাদ ১ম শ্রেণীর বিচারক, সিরাজগঞ্জ যাকাত ১০৲ ২। এম, এন, আর, সউদী, এম, এস, কাটাঙ্গা ফিৎরা ৩৫৲ ৩। মৌঃ মোহাঃ আবুল হোসেন সরকার সাং হরীপুর ইউনিয়ন হাই স্কুল পোঃ হরীপুর ফিৎরা ১২৲ ৪। মৌঃ মোহাঃ হবিবর রহমান সাং ইকুরিয়া বেড়া পোঃ ধুকুরিয়া ফিৎরা ৪৯'২৫ ৫। মৌঃ মোহাঃ বেলায়েত হোসেন বলরামপুর পোঃ দোগাছী ফিৎরা ৮২৲ ৬। মাষ্টার মোহাঃ আবদুল জব্বার সাং ঠেঙ্গামারা পোঃ চালুহারা ফিৎরা ৩০৲ ৭। মোহাঃ তাফাজ্জল হোসেন সাং চর দশসিকা পোঃ বৈদ্য জামতৈল ফিৎরা ১৩৲ ৮। মৌঃ মোহাঃ জহুরুল ইসলাম সাং হালুয়াকান্দি পোঃ বৈদ্য জামতৈল ফিৎরা ১৬'৭০ ৯। মোহাঃ জালালুদ্দিন মাষ্টার সাং বাঁশবাড়িয়া পোঃ বি জামতৈল ফিৎরা ৭৲

যিলা রাজশাহী

মনিঅর্ডার যোগে ও দফতরে প্রাপ্ত

১। মোহাঃ এলাহী বখশ প্রামাণিক সাং নন্দনালী উশর ৪০৲ ২। মোহাঃ নায়েব আলী সরদার সাং কাকুয়া পোঃ নন্দনালী উশর ১০৲ ৩। এ, এম, ফযলুল করিম তালুকদার হেড ক্লার্ক, সেণ্ট্রাল একসাইজ কাষ্টম সার্কেল ঘোড়ামারা ফিৎরা ২৲ ৪। ডাঃ মোহাঃ আবদুল মজিদ পুঠিয়া বাজার এককালীন ৫৲ ৫। মোহাঃ মুজাম্মেল হক সাং হরীপুর পোঃ দারিয়াপুর যাকাত ১০৲ ৬। মোহাঃ আশরাফুল আলম সাং গোয়ালবাড়ি চাঁদপুর পোঃ কানসাট যাকাত ৩২৲ ৭। মোহাঃ মহসিন সাং চকদেব ফিৎরা ১৫৲ ৮। মোহাঃ তসির উদ্দীন সাং হলুদঘর পোঃ ব্রহ্মপুর ফিৎরা ১০৲ ৯। মোহাঃ আলতাফুর রহমান সাং ইসলামপুর পোঃ

www.ahlehadeethbd.org

Contents

আই হাই ফিৎরা ১০৲ ১০। লাল মোহাঃ মণ্ডল সর্দার হোগলা ডিহিতলা জামাত হইতে পোঃ গোমস্তাপুর ফিৎরা ১০৲ ১১। মৌঃ মোহাঃ বহির উদ্দীন বানেশ্বরী সাং খুটিপাড়া পোঃ বানেশ্বর ফিৎরা ১০৲ ১২। মোহাঃ ওয়াজের উদ্দীন সাং চাটাইডুবি পোঃ দেবীনগর ফিৎরা ৫৲ ১৩। মোহাঃ শাহজাহান সাং ও পোঃ দেবীনগর ফিৎরা ১০৲ ১৪। মওঃ মোহাঃ মজহারুল ইসলাম সাং হাঁসমারী, কাছিকাট ফিৎরা ৮৮'৫০ ১৫। আলহাজ মোহাঃ হাসান আলী সাং কাযী ভাতুরিয়া ফিৎরা ৩০৲ ১৬। মোহাঃ মানিকুল্লাহ শাহ সাং গোছা পোঃ আতাপুর ফিৎরা ৭৲ ১৭। আবুল কাসেম, মোহাঃ আবদুল ওয়াহাব সাং পারানপুর পোঃ ফেটগ্রাম ফিৎরা ১৫৲ ১৮। মুন্‌শী মোহাঃ নঈমুদ্দিন শাহ সাং ধোপাঘাটা ফিৎরা ৪৲ ১৯। মোহাঃ শামছউদ্দীন মোল্লা চেয়ারম্যান কৃষ্ণপুর পোঃ তানোর ফিৎরা ১৬৲ ২০। মোহাঃ মানিকুল্লাহ সরদার সাং চাঁদপুর পোঃ পাক চাঁদপুর ফিৎরা ১'৫৲ ২১। আলহাজ মোহাঃ খোশরব আলী সাং ভাতুরিয়া পোঃ খোর্দ মোহনপুর ফিৎরা ২০৲ ২২। হাজী মোহাঃ তৈয়ব আলী হাট মোজাহার গঞ্জ ফিৎরা ১'৲ ২৩। মোহাঃ ফজলুল হক দিপ চাঁদপুর জুলিবার হাইস্কুল পোঃ হাট মোজাহার গঞ্জ ফিৎরা ১'৭০ ২৪। মোহাঃ আলী নন্দনালী ফিৎরা ৩০৲ ২৫। মারফত মোহাঃ খোশবর আলী সাং ভাতুরিয়া পোঃ মোহনপুর ফিৎরা ২০৲ ২৬। খোশ মোহাম্মদ মণ্ডল সাং নামোঙ্কর বাটী ফিৎরা ৭'৫০ ২৭। মৌঃ মোহাঃ শওকত আলী সরদার নদীপার জামাত হইতে পোঃ চাঁচকৈর ফিৎরা ৩০৲ ২৮। মৌঃ মোহাঃ আবদুস সাত্তার সাং হোসেন ভিটি পোঃ ভোলাহাট ফিৎরা ১৫৲ উশর ১৫৲ ২৯। মোহাঃ ইসমাঈল সাং নারায়ণপুর পোঃ গোছা ফিৎরা ৫৲ ৩০। খন্দকার শমসের আলী সাং চকবুলাকী পোঃ রাণীনগর ফিৎরা ৫৲ ৩১। মোহাঃ ফারাতুল্লাহ ফৌজদার সাং কালুপাড়া পোঃ গোয়ালকান্দি ফিৎরা ৮'২০ ৩২। এস, এম, এ, এ, আজহারী সাং বাদুড়িয়া পোঃ জামিরা ফিৎরা ১০৲ ৩৩। হাফিয ইদ্রিস আহাম্মদ, রাধাকান্তপুর ফিৎরা ৯৲ ৩৪। মৌঃ মোহাঃ জয়নুল আবেদীন সাং ইসলামপুর পোঃ দেবীনগর ফিৎরা ১৯'৫০ ৩৫। মোহাঃ ইসমাঈল হোসেন সাং রাণীগ্রাম পোঃ কাছিকাটা ফিৎরা ৬০৲ ৩৬। মোহাঃ হানিফ উদ্দিন প্রামানিক সাং শীতলাই পোঃ ভটখালী ফিৎরা ৫৲ ৩৭। আলহাজ মোহাঃ হারুনর রশিদ সাং ভদ্রখণ্ড পোঃ সরঞ্জাই ফিৎরা ২৫৲ ৩৮। মোহাম্মেদ আবদুর রহমান সাং ও পোঃ হাটশা ফিৎরা ৫৲ ৩৯। খন্দকার আবদুর রহমান সাং ও পোঃ মুণ্ডমালা ফিৎরা ৪৲ ৪০। মোহাঃ আবদুল আলী, মুন্সিদা মাঝপাড়া জামাত হইতে ফিৎরা ৫৲ ৪১। মোহাঃ আফছর আলী সাং ডোমকুলী পোঃ বাসুদেবপুর ফিৎরা ২০৲ ৪২। আবদুস হামীদ মিঞা সাং আন্ধারিয়া পাড়া পোঃ কেসাবপুর ফিৎরা ২০৲ ৪৩। হাজী মোহাঃ নাবেবুল্লাহ সাং কাকুরা পোঃ নন্দনালী ফিৎরা ৪৯'২৫ ৪৪। মোহাঃ উসমান আলী সাং ও পোঃ বোয়ালিয়া ৫৲ নওদাপাড়া ৫৲ লক্ষিনারায়নপুর জামাত হইতে ফিৎরা ২৫৲ ৪৫। মোহাং রহমতুল্লাহ প্রামানিক সাং ও পোঃ মাধনগর ফিৎরা ৮৲।

—ক্রমশঃ

---

www.ahlehadeethbd.org

আরাফাত-সম্পাদক মৌলবী মুহাম্মদ আবদুর রহমানের
শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-কর্ম

নবী-সহধর্মিণী

[প্রথম খন্ড]

ইহাতে আছে: হযরত খদীজাতুল কুবরা রাঃ, সওদা বিনতে যমআ রাঃ, হাফসা বিনতে ওমর রাঃ, যয়নব বিনতে খুযায়মা রাঃ, উম্মে সলমা রাঃ, যয়নব বিনতে জাহশ রাঃ, জুয়ায়রিয়াহ বিনতে হারিস রাঃ, উম্মে হাবীবাহ রাঃ, সফীয়া বিনতে হুয়াই রাঃ এবং মায়মুনা বিনতে হারিস রাঃ—মুসলিম জননীবৃন্দের শিক্ষাপ্রদ ও প্রেরণা সঞ্চারক, পাকপূত ও পুণ্যবর্ধক মহান জীবনালেখ্য।

কুরআন ও হাদীস এবং নির্ভরযোগ্য বহু তারীখ, রেজাল ও সীরত গ্রন্থ হইতে তথ্য আহরণ করিয়া এই অমূল্য গ্রন্থটি সঙ্কলিত হইয়াছে। প্রত্যেক উম্মুল মুমেনীনের জীবন কাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার চরিত্র বৈশিষ্ট্য, রসূলুল্লার (দঃ) প্রতি মহব্বত, তাঁহার সহিত বিবাহের গূঢ় রহস্য ও সুদূর প্রসারী তাৎপর্য এবং প্রত্যেকের ইসলামী খেদমতের উপর বিভিন্ন দৃষ্টি কোণ হইতে আলোকপাত করা হইয়াছে।

বাংলা ভাষায় এই ধরণের গ্রন্থ ইহাই প্রথম। ভাবের দ্যোতনায়, ভাষার লালিত্যে এবং বর্ণনার স্বচ্ছন্দ গতিতে জটিল আলোচনাও চিত্তাকর্ষক এবং উপন্যাস অপেক্ষাও সুখপাঠ্য হইয়া উঠিয়াছে।

স্বামী-স্ত্রীর মধুর দাম্পত্য সম্পর্ক গঠনঅভিলাষী এবং আচরণ ও চরিত্রের উন্নয়নকামী প্রত্যেক নারী পুরুষের অবশ্যপাঠ্য।

প্রাইজ ও লাইব্রেরীর জন্য অপরিহার্য, বিবাহে উপহার দেওয়ার একান্ত উপযোগী।

ডিমাই অক্টেভো সাইজ, ধবধবে সাদা কাগজ, গাম্ভির্যমণ্ডিত ও আধুনিক শিল্প-রুচিসম্মত প্রচ্ছদ, বোর্ডবাঁধাই ১৭৬ পৃষ্ঠার এই গ্রন্থের মূল্য মাত্র ৩'০০।

পূর্ব্ব পাক জমঈয়তে আহলে হাদীস কর্তৃক পরিবেশিত।

প্রাপ্তিস্থানঃ আলহাদীস প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস,
৮৬, কাযী আলাউদ্দীন রোড, ঢাকা—২

www.ahlehadeethbd.org

Tarjumanul Hadeeth
Phone : 45490

Contents

Regd. No. DA—130

মরহুম আল্লামা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আলকুরায়শীর
অমর অবদান

দীর্ঘদিনের অক্লান্ত সাধনা ও ব্যাপক গবেষণার অমৃত ফল

আহলে-হাদীস পরিচিতি

আহলে হাদীস আন্দোলন, উহার আদর্শ ও বৈশিষ্ট্য এবং প্রকৃত পরিচয় জানিতে হইলে এই বই আপনাকে অবশ্যই পড়িতে হইবে।

মূল্য : বোর্ডবাঁধাই : তিন টাকা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান : আল্-হাদীস প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস; ৮৬ নং কাযী আলাউদ্দী রোড, ঢাকা—২

লেখকদের প্রতি আরজ

- তর্জুমানুল হাদীসে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গী সম্পন্ন যে কোন উপযুক্ত লেখা—সমাজ, দর্শন, ইতিহাস ও মণীষিদের জীবন চরিত্র-সম্পর্কিত আলোচনামূলক প্রবন্ধ, তরজমা, কবিতা ছাপান হয়। নূতন লেখক-লেখিকাদের উৎসাহ দেওয়া হয়।
- উৎকৃষ্ট মৌলিক রচনার জন্য লেখকদিগকে পারিশ্রমিক দেওয়া হয়।
- রচনাসমূহ কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কাররূপে লিখিয়া পাঠাইতে হইবে। লেখার দুই ছত্রের মাঝে একছত্র পরিমাণ ফাঁক রাখিতে হইবে।
- অমনোনীত রচনা ফেরত পাঠান হয় না। অতএব রচনার নকল রাখা বাঞ্ছনীয়।
- বেয়ারিং খামে প্রেরিত কোন রচনা গ্রহণ করা হয় না।
- রচনা সম্পর্কে সম্পাদকের মতামতই চূড়ান্ত। অমনোনীত রচনা সম্পর্কে কোনরূপ কৈফিয়ত দিতে সম্পাদক বাধ্য নন।
- তর্জুমানুল হাদীসে প্রকাশিত রচনার যুক্তিযুক্ত সমালোচনা সাদরে গ্রহণ করা হয়।

—সম্পাদক

Printed and Published by Md. Abdul Bari At Al-Hadeeth Printing and Publishing House, 86, Qazi Alauddin Road, Dacca—2 East Pakistan.

www.ahlehadeethbd.org